করোনা করবে না করুণা
প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ ভালো
ঘরে থাকুন, সুস্থ থাকুন

৫৬ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

চালু হল
আলিপুর বার্তার
নতুন নিউজ পোর্টাল
দেখুন ওয়েবসাইটে

কলকাতা ঃ ৫৬ বর্ষ, ২৮ সংখ্যা, ২৩ বৈশাখ – ২৯ বৈশাখ, ১৪২৯ ঃ ৭ মে – ১৩ মে, ২০২২

Kolkata : 56 year : Vol No.: 56, Issue No. 28, 7 May - 13 May, 2022 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : দক্ষিণবঙ্গ পরিবহন সংস্থার অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের পেনশন

প্রকল্প নির্ধারণ করতে রাজ্যের মুখ্যসচিব, পরিবহন সচিব ও অর্থসচিবকে নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। কিন্তু দীর্ঘ ৮ মাস কেটে গেলেও সেই নির্দেশ পালিত হয়নি। এবার রুল জারি করে আগামী ২০ মে সশরীরে মুখ্যসচিবকে আদালতে হাজির হয়ে কারণ জানাতে হবে, নির্দেশ হাইকোর্টের।

রবিবার : আদালতের রায় না মেনে আদালত অবমাননা করছে সরকারই।

প্রধানমন্ত্রী, সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও প্রধান বিচারপতিদের সম্মেলনে এমনই মন্তব্য করলেন দেশের প্রধান বিচারপতি এন ভি রমানা। তাঁর দাবি, কোর্টের রায় ইচ্ছাকৃতভাবে উপেক্ষা করার ফলে আদালত অবমাননার মামলার বোঝা আরও ভারি হচ্ছে।

সোমবার : স্বামী বিবেকানন্দের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের ১২৫

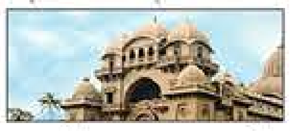

বছর পূর্তি উৎসবের সূচনা হল প্রতিষ্ঠা দিবসে। ১৮৯৭ সালের ১ মে বলরাম বসুর বাগবাজারের বাড়িতে প্রথম মিশন তৈরির সিদ্ধান্ত হয়। প্রতিষ্ঠা দিবস হিসাবে মহাসমারোহে পালন করা হয় দিনটি।

মঙ্গলবার : তীব্র গরমের কারণে রাজ্য সরকার গরমের ছুটি এগিয়ে

আনলেও তাকে আমল দিল না বেসরকারি স্কুলগুলো। সেখানে চলছে পরীক্ষাও। মুখ ঘুরিয়ে দুদিনের মধ্যে স্বস্তির আবহাওয়া এনে দেয় প্রকৃতিও। সুদীর্ঘ ছুটির প্রতিবাদে জনস্বার্থ মামলা হল কলকাতা হাইকোর্টে।

বুধবার : সংবাদমাধ্যম ও সাংবাদিকদের স্বাধীনতা বজায় রাখার

আন্তর্জাতিক সমীক্ষায় বেশ কিছুটা নামল ভারত। প্রকাশিত 'রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার্স'–এর সূচকে ৮ ধাপ নেমে ভারতের স্থান হল ১৫০। গত বছরে এই সূচকে স্থান ছিল ১৪২। স্বভাবতই কাঠগড়ায় ভারতের সরকারগুলি।

বৃহস্পতিবার : কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ ছিল গতবছর ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে

নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। কিন্তু তা না হওয়ায় উচ্চ প্রাথমিকের চাকরি প্রার্থীরা ফের রাস্তায় নেমে অবস্থান বিক্ষোভের পথে। অন্যদিকে ২০১৪ সালের টেটে দুর্নীতির অভিযোগে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হল হাইকোর্টে।

শুক্রবার : অবশেষে বোধোদয়। চাকরিপ্রার্থীদের যে আন্দোলনকে কার্যত

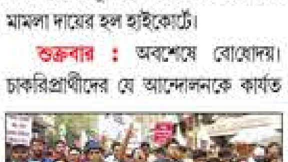

পাত্তাই দিচ্ছিল না রাজ্য সরকার সেই আন্দোলনের সুফলই প্রতিফলিত হল শিক্ষামন্ত্রীর বার্তায়। অতীতের ভুল ত্রুটি সংশোধন করে মেধার ভিত্তিতেই এবার এসএসসির মাধ্যমে নিয়োগ হবে বলে কথা দিলেন শিক্ষামন্ত্রী। আন্দোলন রত চাকরি প্রার্থীদের নিয়োগের জন্য মেয়াদ বাড়ল প্যানেলের। বাড়ল পদের সংখ্যাও।

সবজান্তা খবরওয়ালা

গণতন্ত্রের আকাশে সিঁদুরে মেঘ!

ওঙ্কার মিত্র

ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি দাঁড়িয়ে রয়েছে চারটি স্তম্ভের উপর। প্রথমটি হল আইন প্রণয়নকারী লোকসভা, রাজ্যসভা, বিধানসভা যেখানে অবস্থান জনপ্রতিনিধিদের যাদের মূলত আমরা রাজনীতিক হিসাবে চিনি। দ্বিতীয়টি হল পাশ হওয়া আইনের কার্যনির্বাহী সরকারি দফতর যেখানে অবস্থান আমলা যাদের চিনি সরকারী কর্মী বলে। তৃতীয় স্তম্ভটি হল আইন রক্ষাকারী সব স্তরের আদালত যেখানে আইনের পাহারাদার হিসাবে বিচরণ করেন বিচারক ও আইনজীবীরা। চতুর্থটি হল দেশের আপামর সংবাদ মাধ্যম যেখানে একদল লোক সবার অলক্ষ্যে থেকে জীবন–জীবিকার ঝুঁকি নিয়ে অন্য তিন স্তম্ভের সঙ্গে জনসাধারণের সেতুবন্ধন করেন, আইনের সংবাদ পৌঁছে দেন ঘরে ঘরে, চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন কার্যনির্বাহীদের ভুল–ত্রুটি। ভারতের সরকারি চিহ্ন অশোক স্তম্ভেও একটি সিংহ তাই থাকে অলক্ষ্যে কিন্তু তার গুরুত্ব অপরিসীম। যে কোন একটি স্তম্ভের পদস্খলনই পুরো গণতন্ত্রে ধাঁচাটাকে ধসিয়ে দিতে পারে যে কোনও সময়। আর গণতন্ত্র ধ্বসে গেলে দেশের কি হাল হয় তার গণ্ডা গণ্ডা উদাহরণ ছড়িয়ে রয়েছে অতীত ও সাম্প্রতিক ইতিহাসের পাতায় পাতায়। এই অভিজ্ঞতা থেকেই তো অনেক রক্ত ঝরিয়ে রাজতন্ত্র–নবাবতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে শত কষ্ট সত্ত্বেও বৈচিত্রের মধ্যে ভারতবাসী

রক্ষা করে চলেছে গণতন্ত্রকে। সংবিধানের পাঠ বলে জনগণতন্ত্রের সামান্যতম বিচ্যুতি এড়াতে প্রথম দুই স্তম্ভের দায়িত্ব তৃতীয় ও চতুর্থ স্তম্ভকে চোখের মণির মতো রক্ষা করা। তবেই প্রতিষ্ঠা হয় প্রকৃত সুশাসনের।

ভারতীয় গণতন্ত্রের সর্বজনবিদিত উপরোক্ত ভাষ্য নতুন করে মনে করিয়ে দিতে হল দুটি আশঙ্কায়। প্রথমটি এসেছে তৃতীয় স্তম্ভ বিচার ব্যবস্থা থেকে। গত ৩০ এপ্রিল নয়া দিল্লিতে অনুষ্ঠিত শীর্ষ জনপ্রতিনিধি (প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীগণ) ও শীর্ষ বিচারকদের (সুপ্রিমকোর্ট ও হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিরা) সম্মেলনে দেশের প্রধান বিচারপতি তাঁর তীক্ষ্ণ মন্তব্যে বলেছেন একদিকে সরকার আদালতের রায়কে চূড়ান্ত অমান্য করছে অন্যদিকে কোর্টের রায় ইচ্ছাকৃতভাবে উপেক্ষা করার ফলে আদালত অবমাননার নতুন সমস্যা তৈরি হচ্ছে। প্রধান বিচারপতি আরও বলেছেন, লোকসভার স্পিকার বিতর্ক আলোচনা ছাড়া বিল পাশের সমস্যা তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে সকলের রায় নিয়ে চুলচেরা বিচার করে বিল পাশ করলে তাতে অস্পষ্টতা থাকে না। তা নিয়ে আদালতে আইনি বিবাদও কম হয়। সরকার ও আইন সভাগুলি পরিচালনার ভার যেহেতু প্রথম দুই স্তম্ভ অর্থাৎ জনপ্রতিনিধি ও আমলাদের সেইহেতু প্রধান বিচারপতির মন্তব্যের তীর স্বভাবতই তাদের উপরই বর্ষিত হয়।

দ্বিতীয় আশঙ্কাটি তৈরি করেছে সাম্প্রতিক প্রকাশিত এক সমীক্ষা। 'রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার্স'–এর সূচকে গত বছরের থেকে ৮ ধাপ মেনে ভারতের স্থান দাঁড়িয়েছে ১৫০। গতবছর ভারতের স্থান ছিল ১৪২। প্রশ্ন হল দেশের এই স্খলন কিসের ইঙ্গিত? এর উত্তর দিয়ে ওই রিপোর্ট বলেছে বর্তমান ভারতে সংবাদমাধ্যম ও সাংবাদিকদের হেনস্থা করা হচ্ছে। নিজেদের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার আলোয় এই রিপোর্টটি দেখলেই কিন্তু রিপোর্টের সত্যতা বুঝতে পারবে ভারতবাসী। সাংবাদিকদের জন্য বরাদ্দ কার্ডে নিয়ন্ত্রণ, আমন্ত্রণে মুখ বাছাই, অকুস্থলে ঢুকতে বাধা, বৈধ কার্ড নিয়ে খবর করতে গেলেও সাংবাদিকদের বাধা দেওয়া, বিজ্ঞাপন বন্টনে রাজনৈতিক পোষণ, দেখে নেবার হুমকি দেওয়া, নির্দিষ্ট কিছু সংবাদ মাধ্যম না পড়তে বা দেখতে পরামর্শ দান মাত্র এক বছরে ভারতের মানকে ৮ ধাপ নামিয়ে দিয়েছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

পোস্ট অফিসে কোটি টাকা আত্মসাৎ

সুব্রত মন্ডল, বারুইপুর : বারুইপুর প্রধান ডাকঘরে এক কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে। বারুইপুর থানায় লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ট্রেজারি বিভাগের কর্মী পোস্টমাস্টার অ্যাসিস্ট্যান্ট পোস্টমাস্টার সহ ৭জনকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। অভিযোগ দায়ের করেছেন প্রধান ডাকঘরের অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিনটেনডেন্ট অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। শোরগোল পড়ে গিয়েছে সংশ্লিষ্ট মহলে ও গ্রাহকদের মধ্যে। ঘটনা নিয়ে ডাক বিভাগের কর্তারা কার্যত মুখে কুলুপ এঁটেছেন। আরো কিছু তথ্য জানার জন্য ডাকঘরের সুপারিনটেনডেন্ট মনোজ

পট্টনায়ক–এর কাছে গেলে তিনি ব্যস্ততার কথা বলে প্রসঙ্গটি এড়িয়ে যান। বারুইপুর পুলিশ সূত্রের খবর এ সংক্রান্ত অভিযোগ গত ২৭ এপ্রিল জমা পড়ে। সেখানে দেখা যায় ডাকঘরের একাউন্টে এক কোটি ৩৫ লাখ টাকা ছিল। ২০১৯ সালের মধ্যে সেই অংকের টাকা ব্যাংকে জমা দেওয়ার কথা। কিন্তু পোস্ট অফিসের পাশেই একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের শাখায় জমা পড়েছে মাত্র ৩৫ লক্ষ টাকা। বাকি এক কোটি টাকা জমা পড়েনি। তছরুপ এর ঘটনাটি ঘটে ২০১৫ থেকে ২০১৯ এর মধ্যে। পোস্টমাস্টার হিসেবে এই সময়কালে অনেকেই দায়িত্ব সামলেছেন ।ডাকঘরের অধীনে ৬৮ টি উপ ডাকঘর আছে। প্রত্যেকদিন ৭০ থেকে ৭৫ লক্ষ টাকা আনুমানিক জমা হয় প্রধান ডাকঘরে। সমস্ত গ্রাহকরা সংশয়ের মধ্যে ভুগছেন। সাতজনকে ২মে সাসপেন্ডের নোটিশ ধরানো হয়েছে।

শাহী সফরের পরে পাচার রোধে সীমান্তে তৎপরতা

কল্যাণ রায়চৌধুরী, বাগদা: ভারত–বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার সীমান্ত এলাকাগুলি একাধিকবার সংবাদের শিরোনামে এসেছে। পশ্চিমবঙ্গে ভারত–বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকা প্রায় ২ হাজার ২৪৩ কিমি। তার মধ্যে উত্তর চব্বিশ পরগণায় রয়েছে প্রায় এক হাজার কিমি। ভৌগোলিক কারণে উত্তর চব্বিশ পরগণার পুরো সীমান্ত এলাকায় উন্নত প্রযুক্তির ফেন্সিং বা কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া সম্ভব হয়নি। ফলে অনেক জায়গাই এখনও উন্মুক্ত অবস্থায় আছে। এই সমস্ত উন্মুক্ত সীমান্ত এলাকাগুলো পাচার, চোরাচালান ও অনুপ্রবেশকারীদের কাছে একপ্রকার স্বর্গরাজ্য। এর ফলে সীমান্তে পাচার, চোরাচালান ও অনুপ্রবেশ রোধ করা সীমান্তরক্ষীবাহিনীর কাছে একপ্রকার চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। গত বছরের শেষ দিকে কেন্দ্রিয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নয়া গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে

বনগাঁ ও বসিরহাট এলাকা বিএসএফের নজরদারিতে আনা হল। কেন্দ্রিয় এই নয়া নির্দেশিকায় বিএসএফের নজরদারি এলাকা ১৫ কিমি থেকে বাড়িয়ে ৫০ কিমি করা হয়। এসত্ত্বেও প্রায়শঃই সীমান্তের ভৌগোলিক অসুবিধাকে হাতিয়ার করে যেমন চোরাচালান ও পাচার বন্ধ হয়নি, তেমনই অনুপ্রবেশও অব্যাহত। উত্তর চব্বিশ পরগণার বাগদা থেকে হিঙ্গলগঞ্জ পর্যন্ত সীমান্ত সুরক্ষাকে আরও মজবুত করার জন্যে দু'দিনের বঙ্গ সফরে এলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ। উত্তর চব্বিশ পরগণায় স্থল পথের পাশাপাশি জলপথেও সুরক্ষা ও নজরদারি বৃদ্ধি করা দরকার। একারণে বৃহস্পতিবার প্রত্যন্ত সুন্দরবন অঞ্চলের হিঙ্গলগঞ্জে তিনটি স্টিমার উদ্বোধন করেন তিনি। এই তিনটি স্টিমারেই অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র সহ বিভিন্ন ধরণের আগ্নেয়াস্ত্র বহন করা যাবে।

এরপর পাঁচের পাতায়

শুধু সদিচ্ছার অভাবে ব্যর্থ বহু কোটি টাকার প্রকল্প

দেবাশিস রায়

গঙ্গা দূষণ রোধে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কোটি কোটি টাকার প্রকল্প রয়েছে। তা সত্ত্বেও এখনও 'পবিত্র' গঙ্গার জলকে আধুনিক মানব সভ্যতার রাশি রাশি আবর্জনা ময়লা বয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই যতই বড়ো মুখে সভ্য সমাজের বড়াই করা হোক না কেন যাবতীয় প্রকল্পের ব্যর্থতার চিত্রটাই বেশি প্রকট হয়ে পড়েছে। এর জন্য দায়ী একমাত্র সদিচ্ছার অভাব। শুধুমাত্র গালভরা প্রকল্পের নামে কোটি কোটি টাকা খরচ করলেই যদি গঙ্গার দূষণ রোধ হত তাহলে এখন অন্তত পরিবেশবিদ এবং নদী বিশেষজ্ঞরা নিশ্চিন্তে অন্য কোনও নতুন গবেষণায় সময়

কাটাতে পারতেন। কিন্তু, আধুনিক মানব সমাজের অপরিণামদর্শী কাজকর্মের কারণে আজও 'পবিত্র' গঙ্গা প্রতিনিয়তই কলুষিত হয়ে চলেছে। উৎসস্থল গোমুখ থেকে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার ধুলিয়ান পর্যন্ত ভারতের প্রধান নদীর নাম গঙ্গা। এখানেই নদীটি দু'ভাগ হয়েছে এবং একটি ভাগ পদ্মা নামে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। ধুলিয়ান থেকে নবদ্বীপ পর্যন্ত নদীর নাম ভাগীরথী এবং তারপর হুগলি নাম নিয়ে নদীটি বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। কিন্তু, এত নামের মধ্যেও বঙ্গবাসী কার্যত গঙ্গা নামেই নদীকে সকলে চেনে এবং ডাকে। এমনকি, গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান নামেই সরকারি প্রকল্প রচিত হয়েছে। গঙ্গা তীরবর্তী অন্যান্য রাজ্যের কথা আলোচনা না করেই যদি শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের প্রসঙ্গ তুলে ধরা হয় তাহলেও নদী দূষণের বিপর্যস্ত পরিস্থিতি নজর এড়ায় না। আধুনিক সভ্যতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ধুলিয়ান থেকে সাগর পর্যন্ত এই নদীর দুপারে ছোট–বড় অসংখ্য জনবসতি, শহর এবং কলকারখানা গড়ে উঠেছে।

সেইসব এলাকার অসংখ্য নিকাশি নালা এবং কারখানার বিপুল পরিমাণে রাসায়নিক বর্জ্য ,আবর্জনা সহ নোংরা জল গঙ্গা নদীতে এসে মিশছে। যা কিনা গঙ্গার জলকে প্রতিনিয়ত দূষিত করে তুলছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

আবার ঘূর্ণিঝড়ের আশঙ্কা

আয়লা আমফান খ্যাত অভিশপ্ত 'মে'

কুনাল মালিক : আবার 'মে' মাসেই ঘূর্ণাবর্ত– নিম্নচাপ এবং ঘূর্ণিঝড়ের পদধ্বনি। রাজ্য সরকার এবং হাওয়া অফিস দক্ষিণ আন্দামান সাগরের ঘূর্ণাবর্তের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছে। অসহ্য গরমের হাত থেকে রাজ্যবাসী কিছুটা হলেও স্বস্তি পেয়েছে। প্রতিদিন হালকা ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু এই স্বস্তির মধ্যেও নতুন করে 'অশনি' ঘূর্ণিঝড়ের আশঙ্কা রাজ্যবাসীকে নতুন করে চিন্তায় ফেলেছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর শুক্রবারই ঘূর্ণাবর্তটি নিম্নচাপে পরিণত হবে। আগামী রবিবার তা গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়ে ঘূর্ণিঝড়ের রূপ নিতে পারে। আগামী মঙ্গলবার থেকে শুরু হবে উপকূলবর্তী এলাকায় প্রবল বৃষ্টি। তবে ঝড়ের অভিমুখ কোন দিকে হবে এবং ঘন্টায় কত কিলোমিটার বেগে ঝড় বইবে এখনও মৌসমভবন এ ব্যাপারে চূড়ান্ত ঘোষণা কিছু করেনি। তবে রাজ্য সরকার পূর্বের ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে এখনই বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। বিশেষ করে নদী উপকূলবর্তী এলাকায় জোর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। গোসাবা, পাথরপ্রতিমা, সাগর এলাকায় নদী বাঁধ সংস্কার হচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের কোথায় রাখা হবে তার জন্য ফ্লাড সেন্টারগুলিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হচ্ছে। রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর জেলায় জেলায় নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করছে।

প্রসঙ্গত মে মাসেই এ রাজ্যে একাধিক বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড় আছড়ে পড়েছে। ২০০৯ সালের ২৫ মে ঘূর্ণিঝড় আয়লা সুন্দরবন এলাকাকে তছনছ করে দিয়েছিল। ২০১৯ সালে মে মাসে পশ্চিমবঙ্গ ওড়িশা উপকূলে এসেছিল ঘূর্ণিঝড় 'ফণী'। ২০২০ সালের ২০ মে করোনা কালে বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড় আমফানে রাজ্যে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। ২০২১ সালের মে মাসে ভরা কোটালে সময় 'যশ' ঘূর্ণিঝড়ে সুন্দরবন এলাকায় ব্যাপক ক্ষতি হয়েছিল। তাই মে মাস এলেই রাজ্যবাসী সিঁদুরে মেঘ দেখতে শুরু করেছে।

আস্ফালন নয়, জাতীয় সঙ্গীত গাইতে সুশিক্ষা লাগে

নিজস্ব প্রতিনিধি : জনগণমন–অধিনায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা। হ্যাঁ, এটাই আমাদের জাতীয় সঙ্গীত। রাম, রহিম, জন প্রত্যেক ভারতবাসীর গর্বের সম্পদ। ঠিক ঠিক হান্ড্রেড পার্সেন্ট ঠিক। তবুও, এখনও দেশবাসীর অনেকেই এই অমূল্য সম্পদের অমর্যাদা করেই চলেছেন। এখনও অনেকেই যথাযথ নিয়ম মেনে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে জাতীয় সঙ্গীত ঠিকঠাক গাইতে পারেন না। কেউ ভুল শব্দ উচ্চারণ করেন তো কেউ বাড়তি শব্দ যোগ করে জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে থাকেন। এসবই জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি অবমাননাকর। এই অবমাননার কারণে দোষী ব্যক্তির যথাযথ শাস্তিরও বিধান রয়েছে ভারতীয় আইন ব্যবস্থায়। কিন্তু, তা সত্ত্বেও অসংখ্য দেশবাসীর সম্বিত ফেরেনি। এই সকল অপরাধীর একটা বড়ো অংশই রাজনৈতিক জগতের প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। সম্প্রতি, যেমনটা দেখা গেল এরাজ্যের পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথি শহরে যুযুধান দুই রাজনৈতিক দলের একাধিক কর্মসূচিতে। সেখানে জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি অবমাননার কারণে দু'তরফে অভিযোগ এবং পাল্টা অভিযোগে এখন রাজনীতির ময়দান সরগরম। কিছু মানুষের কাছে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়াটাই বড়ো কথা। সেটা সঠিক না বেঠিকভাবে হল তা নিয়ে ভাবার মতো সুশিক্ষা এনাদের নেই। দেশের স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তির দোড়গোড়ায় দাঁড়িয়ে এখনও যদি জাতীয় সঙ্গীতের অমর্যাদা হয় তাহলে এটা নিঃসন্দেহে সমগ্র জাতির লজ্জা। অপদার্থ সেইসব দেশবাসীকে বুঝতে হবে, শুধুমাত্র আস্ফালন আর পেশিশক্তি প্রদর্শনেই সব হয় না। অমর্যাদা, অধঃপতন, সম্ভ্রম, শ্রদ্ধাবনত, দেশাত্মবোধ... এই শব্দগুলির সঙ্গেও পরিচিত হতে হয়। জাতীয় সঙ্গীত গাইতে গেলেও সুশিক্ষার প্রয়োজন হয়। ভারতের জাতীয় সঙ্গীতের রচয়িতা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯১১ সালের ২৭ ডিসেম্বর কলকাতায় আয়োজিত

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ২৬তম বার্ষিক অধিবেশনে সমবেত কন্ঠে সর্বপ্রথম এই গানটি গাওয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে এই গানের প্রথম স্তবকটি ১৯৫০ সালের ২৪ জানুয়ারি দেশের জাতীয় সঙ্গীত রূপে স্বীকৃতি লাভ করে। এই স্তবকটি গাওয়ার নির্ধারিত সাধারণ সময়সীমা ৫২ সেকেণ্ড। কিন্তু কখনই তা মিনিট অতিক্রম করবে না। শুধু তাই নয়, জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার সময় সকলকে উঠে দাঁড়িয়ে 'সাবধান' ভঙ্গিতে থাকতে হয়। জাতীয় সঙ্গীত গাইতে হয় বিশুদ্ধ উচ্চারণে এবং মূল সুর ও শব্দের কোনওরকম সংযোজন এবং বিয়োজন কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এসবই জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এসবের বিন্দুমাত্র অবমাননা গর্হিত অপরাধ বলেই গণ্য হয়ে থাকে। কিন্তু, বাস্তবে প্রায়শই উল্টো চিত্র ধরা পড়ে দেশবাসীর কাছে। বিশেষ করে প্রায়শই বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচিতে জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি অবমাননার অভিযোগ ওঠে। রাজনৈতিক দলগুলি মানুষ তথা সমাজের কাছে নিজ নিজ দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধকে প্রমাণ করার জন্য সর্বদাই নানাধারায় সচেষ্ট থাকে। জাতীয় সঙ্গীত গাওয়াটাও এই ধারার মধ্যে অন্যতম প্রধান। এরাজ্যে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিরোধীদল বিজেপির বিভিন্ন কর্মসূচিতেও জাতীয় সঙ্গীত গাওয়াটা একপ্রকার রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু, বিতর্ক বাঁধে তখনই যখন জাতীয় সঙ্গীত নিয়ম মেনে গাওয়া হয় না। এখন প্রশ্ন হল, দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামো ধরে রাখার দায়িত্ব যে রাজনৈতিক দলগুলির কাঁধে তাদের নেতা–কর্মীদের এমন মূর্খের মতো আচরণ কেন? নেতা–নেত্রীরা মঞ্চ আলো করে গদি আঁটা চেয়ারে পায়ের ওপর পা তুলে জনগণের সামনে বসে থাকবেন, মিঠে–কড়া ভাষণ দিয়ে দেশবাসীকে জাগাবেন সে ঠিক আছে! কিন্তু, সুশিক্ষার অভাবে জাতীয় সঙ্গীত গাইতে গিয়ে বারংবার হোঁচট খাবেন, জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি অমর্যাদা হবে এটা তো অপরাধ। শুধু পেশিশক্তির আস্ফালন, পোশাক–আশাকে দেখনদারি আর কথার চাতুরিতে দেশভক্ত সাজলেই হবে না জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করাটাও সকলের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য।

সাপ–লুডোর খেলায় উলটপুরাণ হবে কী?

পার্থসারথি গুহ

অর্থনীতি

ভারতীয় শেয়ার বাজারে আপাত সাপ-লুডোর খেলা অব্যাহত। গত কিছুদিন ধরে হঠাৎ করেই যে বেয়ার পদধ্বনি শোনা যাচ্ছিল এদেশের অর্থবাজার জুড়ে তা বেমালুম উধাও হবে কী? ফের বাজারের কবজা হাতে নিতে পারবেন তো বুলরা? বস্তুত ক্ষণে ক্ষণে বাজারের এই রঙ পরিবর্তনে পালটে যাচ্ছে ট্রেডিংয়ের অনেক চিত্রনাট্যই। যাঁরা এই সেদিনও কিনে খেলার কথা ভাবছিলেন তাঁরা হয়তো হাতের শেয়ার বেচে বসে আছেন। আর তার মধ্যে নেপথ্যে শুরু হয়েছে অন্য ধরনের কলকাঠি নাড়া। অর্থাৎ যে জায়গায় শেয়ারটি বেচলেন দেখা গেল ফের বাজারের আপমুডে সেই স্টক আবার বাড়তে শুরু করেছে। একটাই কথা বলার থাকবে এক্ষেত্রে আপশোস না করে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে বা নিজেদের মানিয়ে নিন। না হলে শেয়ার বাজারের অথই সাগরে কূল কিনারা করে উঠতে পারবেন না।

ভরা বুল বাজারে এমন সব ছবি চোখে পড়ছে যা সাধারণ ক্রিকেট মাঠে আত্মবিশ্বাসী কোনও দলকে ঘিরে তৈরি হয়। ক্রিজে জমে যাওয়া ব্যাটসম্যান যেমন সব বলকেই ফুটবলের মতো দেখতে থাকেন তেমনই আই-সেট যেন হয়ে গেছে সূচক জোরের। নিফটির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এখন সেনসেক্সও ছুটছে দ্রুতগতিতে। সেনসেক্সের সামনে এখন আবার ৬৩ হাজারকে ছুঁয়ে দেখার হাতছানি। অর্থাৎ দুই সূচকের চাপা প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়ে গেছে। এ বলে আমায় দেখ, তো ও বলে আমায়। এর প্রেক্ষিতে বিশেষজ্ঞদের নানা নিদানের কথাও শোনা যাচ্ছে বিভিন্ন গণমাধ্যমে। প্রিন্ট মিডিয়ার বহু জায়গায় যেখানে বহুদিন শেয়ার বাজার কার্যত ব্রাত্য ছিল সেখানে শুরু হয়েছে বিস্তর লেখালেখি। ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার বিজনেস চ্যানেলগুলিতে তো বিশেষজ্ঞদের বসার বহর আগের থেকে অনেক গুণ বেড়ে গিয়েছে। এসবই ভরা বুল বাজারের সঙ্কেত এটা তো আর বলার কোনও প্রয়োজনই নেই। যথারীতি তার মধ্যে সবটাই ঠিকঠাক তা নয়, অনেক গাঁজাখুড়ি পর্যবেক্ষণ রিপোর্টও বেরোচ্ছে।

এমনিতে এই বাজারের চাল বা মতিগতি বোঝা যে কোনও বিশেষজ্ঞের কম্ম নয় সেটা বোধহয় সবাই বোঝেন। তার ওপর এখন যে জায়গায় চলে গিয়েছে ভারতের শেয়ার বাজার তাতে আড়াআড়িভাবে ভাগ হয়ে গিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। যাঁরা পথ বাতলে দেন বাজারের তাঁদের এই বিভাজনে অবাক হওয়ার কিছু নেই। এই তীব্র আকারের বুল-বাজারে এমন সব নানা ঘটনা-প্রতি ঘটনা ঘটতেই থাকে অহরহ, যা চমকে দেয় সাধারণ লগ্নিকারীদের। এমতাবস্থায় নিফটি সম্পর্কে চালু দুটি ভবিষ্যতবাণী হল, হয় নিফটি সাড়ে ১৬ হাজারকে বেস ধরে আপাতত আরও ওপরে উঠবে। আর না হলে ব্যাক গিয়ার দিয়ে বড়সড় কারেকশন বৃত্তে প্রবেশ করবে। অপর মত পোষণকারী অংশের মতে ভারতের শেয়ার বাজারে গত ৫-৬ মাসে যা উত্থান হওয়ার সবটাই হয়ে গিয়েছে। এবার উলট পুরাণের পালা। টেকনিক্যাল বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আপাতত ১৬,৫০০ হচ্ছে বড় সাপোর্ট। এই জায়গাটা ভেঙে বাজার যদি ক্রমাগত বন্ধ দিতে থাকে তবে অচিরেই ১৬ হাজার ভেঙে দিতে পারে নিফটি। সেক্ষেত্রে ১৪ হাজার চলে আসাটাও অসম্ভব নয়।

এক্ষেত্রে বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন ৯ হাজারের নিফটি ২০১৬ সালে প্রায় ২৫ শতাংশ কারেকশন করে ৬৮০০ তে এসেছিল। এত বড় মাপের কারেকশন হওয়ার মতো জমি হয়তো এখন প্রস্তুত নেই। বরং বুলদের পার্টি ভেস্তে দেওয়া এখন রীতিমতো অসম্ভব। সেক্ষেত্রে নিফটি তার লাগাতার উত্থান বজায় রেখে ২০ হাজার পর্যন্ত পৌঁছে যেতেই পারে। তারপর টেকনিক্যালস চিত্রে দেখা যাচ্ছে একটা বড় রেজিস্ট্যান্স। সেই জায়গায় গিয়ে হয়তো বড়সড় ধাক্কার মুখে পড়তে হবে সূচককে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা যেভাবে চলছে তাতে এই সম্ভাবনার ইঙ্গিত বেশি করে পাওয়া যাচ্ছে।

কারণ গড়পরতা লগ্নিকারীর ভাবনাকে মিথ্যা করাই যেন এই বাজারের নিয়মরীতি হয়ে আসছে। এই ট্র্যাডিশন চলছে যুগ যুগ ধরে। সেক্ষেত্রে অতিরিক্ত নেতিবাচক চিন্তা যখন শুরু হয়েছিল এই বাজারে তখনই পাশা পালটাতে আরম্ভ করে। এখন আবার রিভার্স গেম যেন শুরু হয়েছে জোরদার মেজাজে। হয়তো সাধারণ ট্রেডারদের বোকা বানানোর পর্ব (পড়ুন ফাঁসানো) শেষ হলেই আবার দাঁত-নখ খিঁচিয়ে আক্রমণ শুরু করবেন বেয়ারা। আর তাতে বিদেশিদের বিক্রি যে একটা বড় ইন্ধন জোগাবে তা বোধহয় আর বলার প্রয়োজন নেই।

উত্তরের আঙিনায়

কুকুরদের নিয়ে সচেতনতা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : কুকুরদের নিয়ে একটি সচেতনতা শিবিরের উদ্বোধন হল শিলিগুড়ির ২৪নং ওয়ার্ডে। এই ক্যাম্পে অসুস্থ কুকুরদের চিকিৎসা থেকে আরম্ভ করে তাদের পরিচর্চা এবং দেখাশোনার সমস্ত দায়িত্ব নেবে কলকাতার একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। এই ক্যাম্পে কুকুরদের আলাদা করে রেখে তাদের চিকিৎসার সমস্ত রকমের ব্যাবস্থা করবে তারা। আজ

এই ক্যাম্পের উদ্বোধন করে ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার জানান, কুকুরদের অনেকেই পছন্দ করেন না,তাদের হেলাফেরা করেন। খাবার এবং আশ্রয় না পেয়ে ওই কুকুরগুলি সবসময় ক্ষিপ্ত থাকে, সেই সব কুকুরদের আশ্রয় দিয়ে তাদের পরিচর্চা করবে ওই সংস্থা। যাতে আগামীদিনে ওই কুকুরগুলি রাস্তায় ছাড়া পেলে সঠিক আচরণ করে। এদিন কুকুরদের নিজে দাড়িয়ে থেকে খাবার ব্যাবস্থা করেন ডেপুটি মেয়র। খিচুড়ি এবং মুরগীর মাংস দিয়ে খাবার ব্যাবস্থা করা হয় কুকুরদের।

ইস্টিশনের রেলগাড়িতে স্কুলযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্কুলের রূপ বদলে হয়ে গেল রেলগাড়ি। অবাক কান্ড শিলিগুড়ি শহর লাগোয়া একটি স্কুলে। পথের পাঁচালির অপুর অবাক বিস্ময়ে রেলগাড়ি দেখতে যাওয়ার গল্প অনেক শিশুমনেই প্রভাব ফেলে। গ্রামে গঞ্জে এখনও একদল শিশু জড়ো হয়ে রেলগাড়ি রেলগাড়ি খেলা খেলে থাকে। শিশুদের মনে রেলগাড়ির প্রতি যে একটা আলাদা আকর্ষণ রয়েছে তা এই উদাহরণ গুলি থেকেই স্পষ্ট । তাই শুধুমাত্র পড়াশুনার গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ না থেকে পড়া পড়া খেলার অনুভূতি মনে জাগরিত করতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রেলগাড়ির কামরার রূপ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এতে একদিকে যেমন পড়ুয়াদের স্কুলমুখি করা গেছে অন্যদিকে চিরাচরিত স্কুলের চার দেওয়ালের মরচে ধরা রঙ আলাদা মাত্রা পেয়েছে।

এই স্কুলটি শিলিগুড়ি শহরের অদূরে জঙ্গল ঘেরা রাজগঞ্জ ব্লকের শিমূলগুড়িতে। স্কুলটির নাম সিএস প্রাথমিক বিদ্যালয়। ২০১৯ সালে স্কুলটির পোড়ামাটির রূপ বদলে সর্বসম্মতিক্রমে রেলগাড়ির কামরার রূপ দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয় । স্কুলের ১০৩ জন পড়ুয়া সকলেই নিয়মিত স্কুলে আসে। স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক নির্মল কান্তি সরকার জানান, বিশেষজ্ঞদের মতে নতুন ধারণায়, নতুন আঙ্গিকে যদি শৈশবকে পড়াশোনার বন্ধনে আবদ্ধ করা যায় তাতে পড়াশুনার প্রতি শিশুরা বেশি করে আকৃষ্ট হয় । তাই এই চিন্তা ভাবনা। আমাদের চেষ্টা থাকবে কিভাবে শিশুদের আকর্ষণ করা যায়। কারণ, অনেকেই বাড়িতে ঠিক পরিবেশ পান না। এর ফলে শিশুদের মনও ক্ষতিগ্রস্ত হয় । তাই শিশুরা যাতে ইস্কুলে গিয়ে ফুর্তি করে পড়াশোনা করতে পারে সেই কারণেই এই চিন্তাভাবনা।

ধর্ষণে অভিযুক্ত বৃদ্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজগঞ্জের বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ফাড়াবাড়ি আদর্শপল্লীতে এক নাবালিকাকে গত সাতদিন ধরে ধর্ষণ করে এক বৃদ্ধ বলে অভিযোগ। আমবাড়ি ফাঁড়িতে অভিযোগ জানিয়েছেন ওই নাবালিকার মা। জানা যায় ওই নাবালিকার মা প্রতিদিনের মত কাজে যান। গতকাল কাজ না হওয়ার তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে দেখেন ঘর বন্ধ এবং প্রতিবেশী বৃদ্ধ (৬০) ধীরেন বর্মন তাদের ঘর থেকে বের হচ্ছে । ঘরে ঢুকে দেখেন তার নাবালিকা মেয়ে হাত পা বাঁধা ও বিবস্ত্র অবস্থায় বিছানায় পরে আছে। এরপর মেয়ের হাত পা খুলে দেন । পরে নাবালিকা তার মাকে সব খুলে বলে। নাবালিকা ভয়ে ভয়ে বলে এ কথা কাউকে বললে প্রাণে মেরে ফেলার ভয় দেখাত প্রতিবেশী ওই বৃদ্ধ । এ খবর ছড়িয়ে পরতেই প্রতিবেশীরা অভিযুক্ত বৃদ্ধকে ধরে মারধর করে । নাবালিকার মায়ের লিখিত অভিযোগের ওপর ভিত্তি করে আমবাড়ি ফাঁড়ির পুলিশ সঙ্গে সঙ্গেই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। দুজনেরই মেডিক্যাল টেষ্ট করানো হয়। নাবালিকাকে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ এবং বৃদ্ধকে জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হয়।

কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ঘুরে গেলেন দার্জিলিঙে

নিজস্ব প্রতিনিধি : দুই দিনের পাহাড় সফরে জম্মু কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লা। সকালে শৈল শহর দার্জিলিঙে এসে পাহাড় ভ্রমণে দেখা গেল ফারুক আবদুল্লাকে। প্রথম দিন দার্জিলিঙের চকবাজারে পায়ে হেঁটে দার্জিলিঙের বিভিন্ন দোকান ঘুরতে দেখা যায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে। আগামীকাল ফিরে যাওয়ার কথা ফারুকের। ফিরে যাওয়ার আগে রেলের পরিষদীয় দলের বৈঠকে যোগ দেওয়ার কথা তার । এদিন দার্জিলিঙের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে দেখার পাশাপাশি বিভিন্ন দোকানে কেনাকাটা করেন।

এছাড়াও স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলেন জম্মু কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লা। তিনি জানান দার্জিলিং তাঁর প্রিয় শহর। অনেকবার এসেছেন। আবারও আসবেন বলে জানালেন তিনি। এখানকার কমলালেবু কিনে নিয়ে যাবেন বলেও জানান ফারুক আবদুল্লা। দার্জিলিং এর ঘুম তাঁর ভালো লেগেছে বলে জানান।

একতারা–দোতারায় সংসারের তার জোড়ে না

নিজস্ব প্রতিনিধি : একতারা দোতারা বিক্রি করে কোনোমতে চলে সংসার। আধুনিকতার বেড়াজালে সেই ব্যবসাও এখন শিকেয় ওঠার জোগাড়। চরম অভাব অনটনে চলছে বর্মন পরিবার। শিলিগুড়ি শহর সংলগ্ন ফুলবাড়ির চতুরাগছ এলাকার বাসিন্দা হরেন্দ্র বর্মন। দীর্ঘ কয়ে ক'বছর ধরে তিনি শিলিগুড়ি সহ বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে একতারা, দোতারা বিক্রি করেন সাইকেলে করে। ফেলে দেওয়া জিনিসপত্র দিয়ে এই একতারা, দোতারা বানিয়ে রুটি-রোজগারের জোগান দেন। নারকেলের খোল, বাঁশ, সুতো, কাগজ, তার দিয়ে তৈরি করা হয় এই বাদ্যযন্ত্র।

এগুলি বিক্রি করেই তার সংসার চলে। তবে বয়সের ভারে এখন আর সেভাবে জিনিস তৈরি করতে পারেন না। তিন ছেলেমেয়ে এবং স্ত্রীকে নিয়ে তার সংসার। পূর্বে এই বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার বেশি থাকলেও, বর্তমানে আধুনিক সরঞ্জামের গলগ্রহে এর প্রাচুর্যতা কমতে বসেছে।

একতারা, দোতারা হচ্ছে বাঙালিদের একজাতীয় লোক বাদ্যযন্ত্র। যা মূলত বাউল সাধকরা ব্যবহার করতেন একসময় । এক তার বিশিষ্ট বলে এটি একতারা নামে অভিহিত হয় । একসময় এর নাম একতন্ত্রী বীণা ছিল বলে ইতিহাসে পাওয়া যায়। দেশীয় সংস্কৃতির স্বকীয় তা আর ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় যে বাদ্যযন্ত্রটি আদি ও অকৃত্রিমভাবে বহমান রয়েছে তার নাম একতারা। অন্যদিকে দুই তার বিশিষ্ট বিশেষ বাদ্যযন্ত্র দোতারা নামে অভিহিত। এই বাদ্যযন্ত্রগুলির বাদন ভঙ্গি আর সুরের মূর্ছনায় আজো খুঁজে পাওয়া যায় মাটির ঘ্রাণ। এখনো এদেশের গ্রাম-গ্রামান্তর আর নগরে পাড়ি জমানো নগর বাউলদের কাছে শুনতে পাওয়া যায় এই বাদ্যযন্ত্রের বোল। আর মাত্র একটি তারের তৈরি এবং দুই তারের তৈরি এই বাদ্যযন্ত্রগুলি দিয়ে বাউল সাধকেরা সুরের যে বৈচিত্র্য ফুটিয়ে তোলেন তা এককথায় অসাধারণ।

হরেন্দ্র বর্মন বলেন, আগে এই বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার বেশি ছিল। বর্তমানে আর নেই। একসময় মানুষ বাড়িতে এসেই নিয়ে যেতেন। বর্তমানে আর তেমনটা হয় না। বিক্রি অনেকটাই কমে গেছে। বয়স হয়েছে। তেমন ভাবে বের হওয়াও হয় না। ৫ জনের সংসারে তিনিই একমাত্র উপার্জন করেন। ছেলেমেয়েরা স্কুলে পড়ে। তাদের খাবার জুগিয়ে স্কুলে পড়ানো খুব দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গাঁজা সহ গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৫২ কেজি ৬০০ গ্রাম গাঁজা সহ এক যুবককে গ্রেপ্তার করল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের বাগডোগরা থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে রবিবার বিকেলে ৫২ কেজি ৬০০ গ্রাম গাঁজা সহ এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে বাগডোগরা থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্তের নাম রাজু সরকার, বয়স ২৩ বছর। অভিযুক্তের বাড়ি অসমের অন্তর্গত নওগাঁও জেলার লনকায়। বাগডোগরা থানার পুলিশ জানিয়েছে, গতকাল রবিবার বাগডোগরার গুরুদুয়ারার

কাছে গাঁজা নিয়ে বাস ধরার জন্য অপেক্ষা করছিল ধৃত ওই যুবক। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে সেখান থেকেই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। অভিযুক্তের কাছ থেকে ৫২ কেজি ৬০০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার হয়। আজ সোমবার, অভিযুক্তকে শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করা হয়। তার সাথে তার আরো সঙ্গী আছে কী না,বা সে বাইরে কারো সাথে যুক্ত আছে কিনা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

মানবিকতার নজির পুলিশের

নিজস্ব প্রতিনিধি : পিঠে খাবার সরবরাহের ব্যাগ। জোরে জোরে প্যাডেল করছেন বছর বাইশের এক যুবক। গ্রাহকের বাড়িতে যে সময়মতো খাবার পৌঁছে দিতে হবে। না হলেই বিপদ। ঘেমেনেয়ে একসা হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু প্যাডেল থামানো যাবে না! তাই প্যাডেলে পা যেন আরও জোরে জোরে পড়ছিল।

যুবকটিকে দেখে বড় মায়া হয়েছিল মধ্যপ্রদেশের বিজয়নগর থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক তেহজিব কাজিরের। সোমবার রাতে রাস্তায় টহল দেওয়ার সময় ওই যুবককে দেখেন তিনি। ঘামে ভেজা যুবকটিকে কৌতূহলবশত দাঁড় করান তিনি। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারেন তাঁর নাম জয় হালদে।

সংসারের ভার তাঁরই কাঁধে। পরিবারে আর্থিক অনটন। আর সে কারণেই এই কাজ খুঁজে নেওয়া। কিন্তু গ্রাহকের কাছে সময়মতো খাবার পৌঁছতে গেলে তো আরও গতির প্রয়োজন! সাইকেলে করে সেই সময়ে পৌঁছতে পারেন? প্রশ্নটা জয়কে করেছিলেন পুলিশ আধিকারিক। মলিন মুখে একটু হাসির রেখা ফুটে উঠল জয়ের। তিনি বলেছিলেন, সংসার টানতেই সব টাকা খরচ হয়ে যায়। তার পরে বাইক কেনার স্বপ্ন তো অলীক। জয়ের

কথাগুলি যেন গেঁথে গিয়েছিল কাজির মনে। তারপরই স্থির করেন জয়কে একটি বাইক কিনে দেবেন। এর পরই তিনি নিজে এবং সহকর্মীদের আর্থিক সহযোগিতায় একটি বাইক কিনে দেন জয়কে। তারপর থানায় ডেকে সেই বাইক তুলে দেন জয়ের হাতে। বাইক পেয়ে জয়ের মলিন মুখের হাসিটা যেন আরও চওড়া হয়েছিল। আগে যেখানে দিনে ৫-৬ প্যাকেট খাবার সরবরাহ করতেন, এখন ১৫-২০ প্যাকেট খাবার সরবরাহ করতে পারছেন বলে জানিয়েছেন জয়। সেই সঙ্গে পুলিশ আধিকারিক কাজি এবং তাঁর সহকর্মীদের কৃতজ্ঞতাও জানিয়েছেন তিনি।
এবং তাঁর সহকর্মীদের কৃতজ্ঞতাও জানিয়েছেন তিনি।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৭ মে – ১৩ মে ২০২২

মেষ রাশি : মানসিক অশান্তি ও উদ্বিগ্নতা বৃদ্ধি পাবে। সন্তানের পড়াশোনায় অমনোযোগীতা বৃদ্ধি পাবে। সঞ্চিত অর্থ ব্যয় হওয়ার সম্ভাবনা। কোনও মামলা সংক্রান্ত ব্যাপারে জড়িয়ে পড়তে পারেন। কর্মসূত্রে বিদেশ যাওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় বাধা। দাম্পত্য মনোমালিন্য। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান।

প্রতিকার : প্রতিদিন ৪১ বার 'ওঁ রাঘবে নমঃ' জপ করুন।

বৃষ রাশি : মানসিক চঞ্চলতা বৃদ্ধি। দুগ্ধ জাতীয় খাদ্য, দধি, শাক-সবজি খাওয়ার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। গুরুজনদের শারীরিক সমস্যা বৃদ্ধি পাবে। চাকরিতে সমস্যা থাকবে কিন্তু ব্যবসায় শুভ। সঞ্চিত ধন বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : শুক্রবার লক্ষ্মী-নারায়ণ পুজো করুন।

মিথুন রাশি : মানসিক উদ্বেগ বৃদ্ধির সম্ভাবনা স্বজনের আচরণে মনোকষ্ট। চাকরিতে সাফল্যে বাধা। এমনকি চাকরি চলে যাওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। ব্যবসা ক্ষেত্রে সাফল্য আসার সম্ভাবনা। কর্মোন্নতিতে শুভ ফল দৃষ্ট।

প্রতিকার : বৃহস্পতিবার বৃহস্পতি গ্রহের পুজো করুন।

কর্কট রাশি : স্বজনদের সঙ্গে বিরোধ বৃদ্ধি পাবে। পারিবারিক বিবাদ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের আচরণে কষ্ট পাবেন। রাস্তাঘাটে সাবধানে চলাফেরা করবেন। চাকরিতে উন্নতির সমস্যা ও ব্যবসায় প্রসারতায় বাধার সম্মুখীন হবেন। স্বামী-স্ত্রীর মনোমালিন্য বৃদ্ধি পাবে। ঈশ্বর আরাধনায় ব্রতী হবেন এবং ধর্মে-কর্মে আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিরোধিতার সম্ভাবনা। আয়ভাব শুভ।

প্রতিকার : প্রতিদিন হনুমান চাল্লিশা পাঠ করুন।

সিংহ রাশি : মানসিক উদ্বেগ বৃদ্ধি এবং সকলের সঙ্গে রূঢ় আচরণ থেকে বিরত থাকুন। চাকরি ক্ষেত্রে বাধা ও ব্যবসার প্রসারতায় বাধা আসার সম্ভাবনা। আয় হলেও অর্থ পেতে সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। কর্মক্ষেত্রে বাধা আসবে। সন্তানের আচরণে খুশি হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : শনিবার শনি দেবের জন্য তেলের প্রদীপ জ্বালুন।

কন্যা রাশি : স্বজনদের আচরণে দুঃখ পাওয়ার সম্ভাবনা। অর্থের অপব্যয় হওয়ার সম্ভাবনা। কর্মে অমনোযোগিতা বৃদ্ধি। স্বজনদের সঙ্গে বিবাদ এড়িয়ে চলুন। চাকরিতে সমস্যা হবে তুলনামূলক ব্যবসা ক্ষেত্রে সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা। সতর্কতার সঙ্গে রাস্তা পারাপার হবেন। আয়ভাব শুভ। কর্মক্ষেত্রে শুভ ফল লাভ। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রতিদিন দুর্গা চালিশা পাঠ করুন।

তুলা রাশি : অকারণে বিরক্ত হওয়ার সম্ভাবনা। স্বজনদের প্রতি বিরূপ মনোভাব। চাকরি ক্ষেত্রে শুভ। ব্যবসার প্রসারতায় বাধা। দাম্পত্য মনোমালিন্য বৃদ্ধি। অংশীদারিত্ব ব্যবসায় বিবাদ হওয়ার সম্ভাবনা। কর্মচারীদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। কর্মক্ষেত্রে সাফল্যে সমস্যা। আয়ভাব শুভ হলেও ব্যয়ের আধিক্য বৃদ্ধি পাবে। কোনও মামলা মোকদ্দমায় জড়াতে পারেন।

প্রতিকার : মঙ্গলবার দিন রাহু বা কেতুর পুজো করুন।

বৃশ্চিক রাশি : হঠাৎ রেগে গিয়ে কারও সাথে রূঢ় আচরণ করে ফেলতে পারেন। স্বজনদের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু পারিবারিক ঝামেলায় জনিয়ে পড়ার সম্ভাবনা। চাকরি ক্ষেত্রে খুব সমস্যার মধ্যে থাকবেন এমনকি চাকরি চলে যাওয়ার সম্ভাবনা। আয় ভাব খুব শুভ নয়।

প্রতিকার : প্রতিদিন 'ওং হনুমতে নমঃ' জপ করুন।

ধনু রাশি : মিষ্ট জাতীয় খাবার খাওয়ার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা। স্বজনদের সঙ্গে বিতর্কে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা। পরিবার বা বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা। চাকরি ও ব্যবসা ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভ। উচ্চশিক্ষায় সাফল্যে বাধা, ভ্রমণে বাধা আসবে। আয়ভাব শুভ হলেও অর্থ পেতে বিলম্ব হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : বৃহস্পতিবার ব্রাহ্মণ ভোজন করান।

মকর রাশি : আয় হলেও তা পেতে বিলম্ব হওয়ার সম্ভাবনা। অতি কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করে জীবন যুদ্ধে এগিয়ে যেতে একটু বিলম্ব হবে। পারিবারিক সমস্যা মিটতে বিলম্ব হবে। তবে সন্তানের আর্থিক সমস্যা কিছুটা হলেও অনুকূলে থাকার সম্ভাবনা। অর্থাৎ সন্তান থেকে সুখ পাওয়ার সম্ভাবনা। চাকরি ও ব্যবসা ক্ষেত্রে কিছুটা শুভ ফল লাভ। রাস্তা-ঘাটে সতর্কতার সঙ্গে চলাফেরা করুন।

প্রতিকার : শনিবারের শনির পুজো করুন।

কুম্ভ রাশি : এই সপ্তাহে পরিস্থিত অতটা অনুকূল নয়। তবে স্বজনদের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি হবে। ভাই-বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হওয়ার সম্ভাবনা। চাকরি ক্ষেত্রে শুভ হলেও শত্রুতা বাড়তে পারে। ব্যবসার প্রসারতায় বাধা আসবে। উচ্চ শিক্ষায় সাফল্যে বাধা। আয় ভাব শুভ। সতর্কতার সঙ্গে রাস্তাঘাট পারাপার হবেন।

প্রতিকার : প্রতিদিন ১৭ বার 'ওং মন্দায় নম' জপ করুন।

মীন রাশি : ধনাগমে বাধা আসবে তবে বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা। চাকরি ক্ষেত্রে সমস্যা বৃদ্ধি কিন্তু ব্যবসার ক্ষেত্রে শুভ। চাকরিসূত্রে বিদেশে যাওয়ার সম্ভাবনা। সতর্কতার সঙ্গে যাতায়াত করুন। গবেষণার ক্ষেত্রে বিলম্ব হবে। কর্মক্ষেত্রে খুব শুভ নয়। কিন্তু আয়ভাব শুভ। চাকরিতে উন্নতিতে বাধা। সতর্কতার সঙ্গে কাজকর্ম করুন।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২১ বার 'ওং নম শিবায়' জপ করুন।

শব্দবার্তা ১৯৮

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

২। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। ৫। চন্দ্র ৭। পূর্ণ, পূরিত ৯। উত্তম উপায় ১০। ব্যাধ ১২। বাগাড়ম্বর বা গালভারী কথা।

উপর–নীচ

১। দ্বিগুণ ৩। যে সৈন্য পায়ে চলে লড়াই করে, পাইক ৪। প্রতিদ্বন্দ্বিতা ৬। খবরের কাগজ বিক্রেতা ৮। মূক ও বধির ১১। এখন আমারে লয়ে — করে।

সমাধান : ১৯৭

পাশাপাশি : ১। ঘনফল ৪। বেদরকারি ৫। মহাজন ৭। চিড়িতন ৯। দেখা সাক্ষাৎ ১০। সার্ভেয়ার।

উপর–নীচ : ১১। ধনাগম ২। লবেজান ৩। অকালজাত ৬। হাবুজখানা ৭। চিকিৎসা ৮। নটেশ্বর।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে
৯৮৭৪০১৭৭১৬

সীমান্তে সক্রিয় পাচারচক্র

নিজস্ব প্রতিনিধি : সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কড়াকড়ি সত্ত্বেও উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার ভারত–বাংলাদেশ সীমান্তে নজরদারির ফাঁক গলে পাচার ও চোরাচালান এখনও অব্যাহত। অতি সম্প্রতি এই সত্যতার প্রমাণ পাওয়া গেল বনগাঁ থানাধীন এলাকায়। দেশজুড়ে খুশির ঈদের ঠিক আগের দিন ২ মে চালিয়ে তার পোষাকের ভিতর থেকে ২৯টি প্লাস্টিকের প্যাকেট উদ্ধার করা হয়। যার মধ্যে থেকে পাওয়া যায় প্রায় ৫৬২০টি ইয়াবা নামক নিষিদ্ধ নেশার ট্যাবলেট। যেগুলির বাজারমূল্য প্রায় ২৮ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। জেরায় মহিলা জানায়, তার নাম মিলি মণ্ডল, বয়স ২৪ বছর। স্বামী মৃত। স্বামীর নাম

সোমবার এক বিশ্বস্ত ও গোপনসূত্রে খবর পেয়ে দক্ষিণ বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ারের অধীন ১৫৮নং ব্যাটালিয়নের পক্ষ থেকে বনগাঁ বাজারে অভিযান চালিয়ে এক মহিলা পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করে বিএসএফ। সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়, এদিন বিশ্বস্তসূত্রে পাওয়া খবর অনুযায়ী প্রায় দুপুর আড়াইটে নাগাদ বনগাঁ বাটার মোড় সংলগ্ন এলাকায় সন্দেহভাজন এক মহিলাকে দেখা যায়। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বিএসএফের মহিলা কর্মীরা তাকে আটক করে। এরপর তল্লাশি ইছা মণ্ডল। তারা বনগাঁর বাসিন্দা। প্রায় তিন বছর যাবত মহিলা এই চোরাচালান চক্রের সঙ্গে জড়িত। বনগাঁর বাসিন্দা জাহাঙ্গীরের সঙ্গে চোরাচালানের বাহক হিসেবে কাজ করে সে। ব্যাটালিয়ন-এর সিও হরেন্দ্র সিং জানান, বাজেয়াপ্ত ইয়াবা ট্যাবলেট সহ ধৃত মহিলা পাচারকারীকে বনগাঁ থানার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি সীমান্ত নিরাপত্তা রক্ষা সহ পাচার ও চোরাচালান রোধে নজরদারি আরও কঠোর করার কথাও উল্লেখ করেন তিনি।

ইফতার পার্টিকে কেন্দ্র করে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর চব্বিশ পরগণার বিভিন্ন পুর এলাকা, ব্লক ও গ্রামীণ বা পঞ্চায়েত এলাকায় শাসকদলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এখন অনেকাংশেই প্রকাশ্যে এসেছে। তবে তার মধ্যে বাগদা ব্লক তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব একপ্রকার সভাপতি গোপাল শেঠ স্বয়ং। যদিও বাগদাতে তৃণমূলের অভ্যন্তরে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের বিষয়টি তিনি মানতে নারাজ। পরিতোষবাবু নেপথ্য নায়ককে অনুষ্ঠিত এই ইফতার ও দোয়া মেহফিলে অবশ্য দেখা যায়নি বাগদার বিধায়ক বিশ্বজিৎ

চরমে পৌঁছেছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক বিশ্লেষকমহল। তৃণমূলের এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব উর্ধতন নেতৃত্ব মানতে না চাইলেও বিষয়টা যে অনস্বীকার্য তা সাম্প্রতিক ইফতার পার্টি ও দোয়া মেহফিল অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে রীতিমতো প্রকাশ্যে চলে আসে।

বাগদা ব্লকের তৃণমূলের দুটি গোষ্ঠীর পক্ষ থেকেই পৃথক পৃথক আমন্ত্রণ পত্র ছাপিয়ে এলাকার রোজাদারে মুসলিমদের হেলেঞ্চায় পর পর দুদিন দুটি পৃথক জায়গায় আমন্ত্রণ জানানো হয়। গত শুক্রবার হেলেঞ্চায় মসজিদ পার্শ্ববর্তী মাঠে ইফতার ও দোয়া মেহফিলের আয়োজন করেছিল বাগদা পূর্ব ও পশ্চিম ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস এবং ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি যথাক্রমে পরিতোষ সাহা, অঘোর হালদার ও কিঙ্কর মণ্ডল। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কয়েকজন জেলা নেতৃত্বের সাথে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা দাস, বাগদা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি গোপা রায়, সহ সভাপতি তরুণ ঘোষ সহ কিছু নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের। আবার গত শনিবার বিধায়ক বিশ্বজিৎ দাসের ইফতার ও দোয়া মেহফিলেও দেখা গেল না বাগদা পূর্ব ও পশ্চিম ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ও তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি সহ কিছু নির্বাচিত জন প্রতিনিধিদের। এদিকে মাত্র একদিনের ব্যবধানে একই দলের দু'দুটি ইফতার মেহফিলে রোজাদার মুসলিমদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণও ছিল নিঃসন্দেহে চোখে পড়ার মতো। দলের দায়িত্বশীল নেতৃবৃন্দের এহেন কর্মকাণ্ডে এলাকার তৃণমূলপন্থী প্রবীণ ও বয়স্ক মানুষেরা আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে বাগদার রাজনৈতিকাকাশে দুর্যোগের ঘনঘটা লক্ষ্য করছেন। তাদের মতে এভাবে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব চলতে থাকলে, আগামী দিনে এর ফল ভোগ করতে হবে শাসকদলকেই।

মৃৎশিল্পীদের মন কী বাত

নিজস্ব প্রতিনিধি : মৃৎ শিল্পীদের পরিচয় পত্র প্রদান বলাগড়ে, বুধবার হুগলির বলাগড় বিধানসভার অন্তর্গত গুপ্তিপাড়া ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের কুমোরপাড়ায় আনুষ্ঠানিক ভাবে বলা গড় ব্লকের ৭২জন মৃৎশিল্পীকে পরিচয় পত্র প্রদান করা হয় সর্বভারতীয় অনুন্নত কুম্ভকার সমিতির পক্ষ থেকে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গবক্তারা মৃৎশিল্পীদের বর্তমানে বিভিন্ন অসুবিধার কথা উল্লেখ করেন এবং সরকারি তরফে সহযোগিতার আশ্বাস দেন। মৃৎশিল্পীদের পক্ষে বলা হয় এমনিতেই বাজার মন্দা সত্ত্বেও তারা কমদামে মূর্তি সরবরাহের কথা ভাবেন কিন্তু মাটির জোগান ও দামের কারণে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়, ইঁটভাটা গুলিতে যথেচ্ছ

ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ এসসি, এসটি, ওবিসি অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংস্থার চেয়ারম্যান অসীম মাঝি বলাগড় বিধানসভার বিধায়ক মনোরঞ্জন ব্যাপারী, নদিয়া, হুগলি, বর্ধমান জেলার কুম্ভকার সমিতির নেতৃত্ব ছাড়াও অন্যান্য বিশিষ্ট মাটি সরবরাহ হচ্ছে সেই দামে মাটি সরবরাহকারীদের কাছ থেকে মাটি কেনা সম্ভব নয়,অন্য জায়গা থেকে মাটির জোগান নিলে বহু বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে বলে কুম্ভকার সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক বাবু পাল অভিযোগ করেন।

রাতের অন্ধকারে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল আস্ত একটি ব্রিজ

সুভাষ চন্দ্র দাশ : রাতের অন্ধকারে আচমকাই হুড়মুড় করে ভেঙে পড়লো আস্ত একটি ব্রিজ। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার রাতে ক্যানিং থানার অন্তর্গত নিকারীঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের দুমকি পূর্বপাড়া এলাকায়। রাত প্রায় নটা নাগাদ এমন দুর্ঘটনা ঘটায় কোনও প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি। উল্লেখ্য সাতমুখি বাজার থেকে ডাবু পর্যটন কেন্দ্র পর্যন্ত সাতমুখি খালের উপর সেচ দফতর তিনটি ব্রিজ তৈরি করেছিল বিগত প্রায় চল্লিশ বছর আগে। সাতমুখি ও ডাবু পর্যটন কেন্দ্রের ব্রিজ দুটি সংস্কার হলেও দীর্ঘদিন ধরে সংস্কার হয়নি দুমকি পূর্বপাড়ার এই ব্রিজটি। ভগ্নদশায় পরিণত হলেও সাধারণ মানুষ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রতিনিয়ত যাতায়াত করতেন। প্রশাসনের কোনও হেলদোল ছিলো না। এই ব্রিজটি আচমকা ভেঙে পড়ায় দুমকি পূর্বপাড়া, ডাবু, সাতমুখী, জয়রামখালির মানুষজন

যাতায়াত সমস্যায় মহাবিপাকে পড়েছে। বর্তমানে ঘুরপথে প্রায় তিন কিলোমিটার অতিরিক্ত পথ অতিক্রম করে যাতায়াত করতে হচ্ছে এলাকার মানুষের। কিংবা একান্ত জরুরি অবস্থায় ঝুঁকি নিয়ে নৌকা করে পারাপার হতে হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, দীর্ঘ প্রায় পনেরো বছরের অধিক সময় ব্রিজটি ভগ্নদশায় পড়েছিল। কোনও যানবাহন চলাচল না করলেও ব্রিজটি দিয়ে সাধারণ গ্রামবাসীরা হেঁটে যাতায়াত করতেন। বর্তমানে ব্রিজটি পুরো ভেঙে পড়ায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। কবে হবে সমস্যার সমাধান সেই আশায় চাতকের মতো তাকিয়ে কয়েক হাজার গ্রামবাসী। ব্রিজ ভেঙে পড়া প্রসঙ্গে ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রে বিধায়ক পরেশরাম দাস জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন কোনও সংস্কার না হওয়ায় ব্রিজটি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। আচমকা রাতের অন্ধকারে সেটি খালের জলে ভেঙে পড়ে। যাতায়াতের জন্য সাধারণ মানুষ যাতে দুর্ভোগে না পড়ে সেদিকে নজর দিয়ে দ্রুততার সাথে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করার কাজ চলছে। পাশাপাশি ওই ভাঙা ব্রিজের পাশে যাতে করে একটি নতুন ব্রিজ তৈরি করা যায় সেই প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।

যানজট রুখতে রাস্তায় পুর চেয়ারম্যান

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়: বারুইপুর স্টেশন রোডে অটো, টোটো, বাইকের যানজট রুখতে এবারে পথে নেমে পোস্টার সাঁটালেন পুরসভার চেয়ারম্যান। বারুইপুর স্টেশন রোডে (ফিডার রোডে) দোকানের সামনে যেখানে-সেখানে অটো, টোটো, বাইকের যানজট রুখতে এবারে পথে নামলেন বারুইপুর পুরসভার চেয়ারম্যান শক্তি রায়চৌধুরী। সোমবার এই ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে পোস্টার সেঁটে বাইক, অটো, টোটো না রাখার আবেদন জানালেন গাড়ি চালকদের কাছে। এ ব্যাপারে পুরসভার চেয়ারম্যান

শক্তি রায়চৌধুরী বলেন, এই রাস্তায় যত্রতত্র গাড়ি দাঁড় করায় মানুষের হেঁটে যাওয়ার জায়গা থাকে না। আমার কাছে এই নিয়ে অনেকেই অভিযোগ জানিয়েছিল। তাই প্রথমে পোস্টারের মাধ্যমে গাড়ি চালকদের কাছে আবেদন করা হল। এর অন্যথা হলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বারুইপুর ফিডার রোড, উমাচরন রায় রোড, বারুইপুর রেলগেট-স্টেশন রোড, ছায়াশ্রী বস্ত্রালয়-বারুইপুর রেলগেট, স্টেশন-মদারাট রোড পর্যন্ত রাস্তায় অটো, টোটোর দাপটে মানুষের জীবন একেবারে ওষ্ঠাগত।

এমনকী, বাইক রাস্তার উপর দোকানের যত্রতত্র দাঁড়িয়ে থাকে। এদিন চেয়ারম্যান বলেন, ফুটপাত, রাস্তা হকার কর্নারে পরিণত হয়েছে। সাধারণ মানুষ ফুটপাত ব্যবহার করতে পারে না। আমি পুর নাগরিকদের স্বার্থে বারুইপুর ব্যবসায়ী সমিতির কাছেও এই ব্যাপারে চিঠি দেবো পদক্ষেপ নেওয়ার ব্যাপারে। বারুইপুর আদালতের সঙ্গে কথা বলে কোর্ট মাঠে গাড়ি পার্কিং জোন করার জন্য মহকুমাশাসকের কাছে আবেদন জানাবো।

বিজেপি প্রার্থী কী এবার তৃণমূলে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ক্যানিং মহকুমা থেকে একে একে বিজেপি সংগঠনের লোকজন তৃণমূলের খাতায় নাম লেখাচ্ছেন। বর্তমানে রাজনৈতিক পরিস্থিতি যে দিকে পদার্পণ করছে তাতে করে আগামী দিনে ক্যানিং মহকুমা এলাকায় বিজেপি খুঁজে পাওয়াই মুশকিল।

জয়ের ব্যাপারে অনেকটা আশাবাদী হয়ে বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী হয়ে লড়াই করেছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীর বিরুদ্ধে। জীবনে প্রথমবার বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী হওয়াটা মোটেই সুখকর হয়নি। পরাজয় হয়েছিল। তিনি রমেশ চন্দ্র মাঝি। বিগত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী হয়ে লড়াই করেছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের শ্যামল মন্ডলের সাথে। প্রচুর ভোটে পরাজয় স্বীকার করতে হয়। বিধানসভা নির্বাচনের পর রাজ্য-রাজনীতিতে প্রচুর বদল ঘটেছে। রাজ্যে বিরোধী দলের তকমা পাওয়া বিজেপির বেশকিছু জয়ী প্রার্থী নির্বাচনের পর তৃণমূল কংগ্রেসের খাতায় নাম লিখিয়েছেন। সেই তালিকাতে পরাজিত প্রার্থীরাও সমান ভাবে দৌড়ে এগিয়ে রয়েছেন। ইতিমধ্যে গোসাবা বিধানসভার বিজেপির পরাজিত প্রার্থী চিত্ত ওরফে বরুণ প্রামাণিক, ক্যানিং পশ্চিমের বিজেপি প্রার্থী অর্ণব রায় নির্বাচনে ভরাডুবি হয়ে তৃণমূল কংগ্রেসে নাম লিখিয়েছেন।

এবার সেই পথেই পা বাড়িয়ে বাসন্তী বিধানসভা নির্বাচনে পরাজিত বিজেপি প্রার্থী রমেশচন্দ্র মাঝি। তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের আঙিনায় ঠাঁই নেওয়ার প্রক্রিয়া

শুরু করেছেন। যদিও তিনি ছিলেন একজন সজ্জন ব্যক্তি ও বিজেপির জেলা নেতা। এবার তিনিও যোগ দিতে পারেন তৃণমূল কংগ্রেসে এমনটাই ইঙ্গিত দিয়েছেন। তবে কবে তিনি তৃণমূল যোগ দেবেন সে বিষয়ে অবশ্য খোলস করে বলেননি। তবে সুত্রের খবর জেলার এক প্রভাবশালী তৃণমূল নেতার হাত ধরে তৃণমূল কংগ্রেসে আসতে পারেন।

বাসন্তী বিধানসভার পরাজিত বিজেপি প্রার্থী রমেশ চন্দ্র মাঝি প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য না করলেও তিনি আকার ইঙ্গিতে জানিয়েছেন সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করতে এবং তাদের পাশে থাকার জন্য তৃণমূল কংগ্রেস দলটা করা জরুরি। কারণ বিজেপি বাংলার ভালো চায় না। বাংলার উন্নয়ন করতে গেলে তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়া কোনও বিকল্প নেই। কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাকে যে ভাবে অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন,তাতে করে আগামী দিনে দেশের শীর্ষস্থান দখল করবে আমাদের এই বাংলা। তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

এবার পাড়ায় পাড়ায় স্বয়ংসিদ্ধা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্রত্যন্ত সুন্দরবনের প্রান্তিক ঝড়খালি থানার অন্তর্গত ত্রিদিব নগর গ্রাম। ঝড়খালি কোস্টাল উপস্থিত ছিলেন বারুইপুর মহিলা থানার আইসি কাকলি ঘোষ কুন্ডু, ঝড়খালি কোস্টাল থানার ওসি প্রদীপ কুমার রায়, সোশ্যাল ওয়ার্কার

থানা ও বারুইপুর মহিলা থানা এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা প্রামায়া ফাউন্ডেশন উদ্যোগে আয়োজিত হল পাড়ায় পাড়ায় স্বয়ংসিদ্ধা'র সচেতনতা কর্মসূচি অনুষ্ঠান। ঝুম্পা ঘোষ, পঞ্চায়েত সদস্য মাধবী বর্মন। প্রামায়া ফাউন্ডেশন কর্ণধার মুকুট বিশ্বাস ও স্বদেশ কোটাল, এছাড়া এলাকার অসংখ্য শিশু ও সাধারণ মানুষ। গরমের ছুটির জন্য স্কুল কলেজ বন্ধ। তার মধ্যে সুন্দরবনে পথ দেখাচ্ছে প্রামায়া ফাউন্ডেশন। শিশু অভিভাবকরা যাতে করে বাল্যবিবাহ, নারীপাচার সম্পর্কে সচেতন হন ও পুলিশকে সমস্যার কথা জানাতে পারেন সেই জন্য এমন পাড়ায় পাড়ায় স্বয়ংসিদ্ধা এমন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষের আর্থিক সংকট রেয়েছে। রয়েছে শিক্ষার অভাবও। ফলে সাধারণ মানুষ প্রলোভনের ফাঁদে পা দিয়ে সর্বনাশে পড়ে যায়। যাতে করে নারীপাচারকারীরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে না পারে এবং শিক্ষার আলো প্রকাশিত হত তার উদ্যোগ গ্রহণ করে পুলিশ প্রশাসন ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পাড়া পাড়ায় এমন অভিনব কর্মসুচী আগামী দিনে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পথ দেখাবে। সমাজের বুক থেকে কমবে বাল্য বিবাহ, শিশু পাচার, শিশুশ্রম, নারীপাচারে মতো অপকর্ম। এমন কর্মসূচির ফলে সমাজের বুকে অপকর্ম কমে যাবে বলে জানান সংস্থার কর্ণধার মুকুট বিশ্বাস। পাশাপাশি শিশুদের আগামী দিনের ভবিষ্যৎ কথা মাথায় রেখে তাদের জন্য একটি ডিজিটাল পাঠশালা আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে বর্তমানে ৭৪ জন ছাত্র ছাত্রী পঠন পাঠান করেন। প্রামায়া ফাউন্ডেশন উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকার সাধারণ মানুষ।

বদলি রুখতে ধর্না মৎস্যচাষিদের

নিজস্ব প্রতিনিধি : ঘটনাস্থল ক্যানিং ১ নম্বর ব্লক। ক্যানিং ১ ব্লকের মস্য দফতরের আধিকারিক অরুণ কুমার দেব। তিনি ক্যানিং ১ ব্লকে মৎস্য আধিকারিক হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন গত ২০০৬ সালে। সরকারি নির্দেশে আগামী ১০ মে তাঁর বদলি হচ্ছে। এবার তিনি দায়িত্ব পাচ্ছেন মালদা জেলার ইংলিশ বাজারে। ক্যানিং ১ ব্লকের মৎস্য আধিকারিক অরুণ কুমার দেব বদলি হচ্ছে এমন খবর জানতে পারেন এলাকার মৎস্যজীবী থেকে মৎস্যচাষীরা। বৃহস্পতিবার বিকালে শতাধিক মৎস্যচাষী ও মৎস্যজীবীরা মৎস্য আধিকারিকের বদলি আটকাতে প্ল্যাকার্ড হাতে ধর্নায় বসলেন ক্যানিং ১ ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের দফতরের সামনে। তাদের দাবি, অরুণ বাবু যে ভাবে মৎস্য দফতরের কাজ করে চাষি

ও মৎস্যজীবীদের আলোর দিশা দেখিয়েছেন তাতে করে ক্যানিং ১ ব্লক তথা ক্যানিং মহকুমা এলাকায় মৎস্য চাষে ব্যাপক সাফল্য লাভ করে এগিয়ে চলেছে। এলাকায় বিভিন্ন প্রজাতির মাছ চাষ থেকে শুরু করে রঙিন মাছ চাষ ব্যাপক হারে বেড়েছে। চাষিদের দাবি, অরুণ বাবু ক্যানিংয়ের দায়িত্বে থাকলে আগামী দিনে দেশ তথা আন্তর্জাতিক বাজারে মাছের জোগান দিয়ে ক্যানিং শীর্ষস্থান দখল করবে। অরুণ বাবুর বদলিতে সেই কর্মসূচি একে বারেই ভেঙে পড়বে। তাদের আরো দাবি বদলি রুখতে আমরা ক্যানিং ১ ব্লকের বিডিওকে একটি স্মারক লিপি জমা দিয়েছি। পাশাপাশি এবিষয়ে শুক্রবার রাজ্য মৎস্য দফতরকে আমরা চিঠি দিয়ে জানাবো।

উল্লেখ্য এর আগে বহুবার দেখা গিয়েছে স্কুলের শিক্ষক বদলি রুখতে ছাত্রছাত্রীরা ধর্নায় বসতে। বৃহস্পতিবার একেবারে ভিন্ন ভাবে সরকারী আধিকারিকের বদলি রুখতে ধর্নায় বসলেন সাধারণ মানুষ। ঘটনা প্রসঙ্গে ক্যানিং ১ ব্লক মৎস্য আধিকারিক অরুণ কুমার দেব এর সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বদলি সম্পর্কে কোন মন্তব্য করতে রাজি হননি। তবে তাঁর বদলি রুখতে সাধারণ মানুষের ধর্না প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন ক্যানিং ১ ব্লকের সাধারণ মৎস্য চাষি ও মৎস্যজীবীদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

ঘূর্ণিঝড়ের আভাস, শঙ্কায় সুন্দরবনবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি : চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহে আছড়ে পড়তে পারে ঘূর্ণিঝড়। তারই ভ্রূকুটি দেখা দিয়েছে সুন্দরবন এলাকা জুড়ে। কয়েক বছর ধরেই সুন্দরবনের ওপর দিয়ে দফায় দফায় আয়লা, ফণি, বুলবুল, আম্পান,ইয়াসের মতো ঘূর্ণিঝড় বয়ে গিয়েছিল।তছনছ হয়ে গিয়েছিল সমগ্র সুন্দরবন।বিগত দিনে প্রাকৃতিক ঝড়ের ফলে সুন্দরবনের বহু জায়গাতেই দুর্বল নদীবাঁধ ভেঙে প্লাবিত হয়েছে গ্রামের পর গ্রাম। সামনেই দুর্যোগের পূর্বাভাস। আগামী ৯ মে ওড়িশা উপকূলে ঘূর্ণিঝড় আছড়ে পড়ার পূর্বাভাস জানিয়েছে আবহাওয়া

দফতর। সেই ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব গোটা সুন্দরবন এলাকাতেও পড়বে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করছেন আবহাওয়াবিদরা। সব মিলিয়ে সুন্দরবনের মানুষ যথেষ্ট আতঙ্কিত। আর সেই কারণেই এবার আগে থেকেই দুর্যোগ মোকাবিলার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ক্যানিংয়ের মহকুমাশাসক আজহার জিয়ার নেতৃত্বে ইতিমধ্যেই সমস্ত লাইন ডিপার্টমেন্টকে নিয়ে ম্যারাথন বৈঠক হয়েছে। পাশাপাশি গোসাবা ব্লক প্রশাসনের তরফেও সেচ দফতর, সুন্দরবন উন্নয়ন দফতরের আধিকারিকদের সাথে বারে বারে বৈঠক করা হয়েছে। গোসাবা, ক্যানিং, বাসন্তী ব্লকের দুর্বল নদীবাঁধগুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে ইতিমধ্যেই। সেচ দফতর দ্রুত সেই বাঁধ মেরামতির কাজ শুরু করেছে। বুধবার সকালে গোসাবার বিডিও বিশ্বনাথ চৌধুরী বেশ কয়েকটি জায়গায় দুর্বল নদীবাঁধ ঘুরে দেখেন। রাঙাবেলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বাগবাগান এলাকায় গিয়ে সেখানে বাঁধ মেরামতির কাজের অগ্রগতি দেখেন। যেখানে যেখানে বাঁধের সমস্যা রয়েছে সেগুলি সম্পর্কে সেচ দফতরের আধিকারিকদের জানান। সব মিলিয়ে দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য তৎপরতা অবলম্বন করেছেন ব্লক প্রশাসনের কর্তারা।

মহিলা উইনার্স টিমের কাজ শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতার পর এবার বারুইপুর পুলিশ জেলার শহরতলিতে মহিলা উইনার্স টিম।স্কুল, কলেজ, শপিং মল সহ জনবহুল এলাকায় দাঁড়িয়ে থাকবে স্কুটি করে কালো পোশাকের মহিলা জি পি সিদ্ধিনাথ গুপ্তা বলেন, মুখ্যমন্ত্রী নারী নিরাপত্তার জন্য মহিলা উইনার্স টিম গঠনের উপর জোর দিয়েছেন। এই লক্ষ্যেই কমিশনারেটে ও জেলায় এই টিম শুরু হয়েছে। জানা গিয়েছে,২২

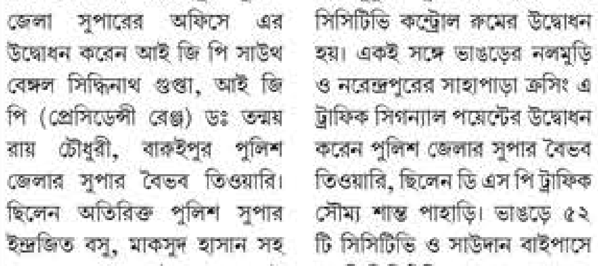

উইনার্স টিম। এককথায় মহিলা বাইক স্কোয়াড। এবার বারুইপুর পুলিশ জেলার সোনারপুর, বারুইপুর, নরেন্দ্রপুর ও জয়নগরে কাজ করবে এই মহিলা উইনার্স টিম। সোমবার বারুইপুর পুলিশ জেলা সুপারের অফিসে এর উদ্বোধন করেন আই জি পি সাউথ বেঙ্গল সিদ্ধিনাথ গুপ্তা, আই জি পি (প্রেসিডেন্সী রেঞ্জ) ডঃ তন্ময় রায় চৌধুরী, বারুইপুর পুলিশ জেলার সুপার বৈভব তিওয়ারি। ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইন্দ্রজিত বসু, মাকসুদ হাসান সহ আরো অনেকে। এই প্রসঙ্গে আই জনের এই টিম। হাসপাতাল গুলিতেও এই টিম প্রায়ই যাবে। জয়নগর থানার প্রত্যয় সংস্থার মেয়েরা এই কাজে অংশ নিয়েছে। এদিন, ভাঙড়ে অত্যাধুনিক ঘটকপুকুর ট্রাফিক গার্ডে সহ সিসিটিভি কন্ট্রোল রুমের উদ্বোধন হয়। একই সঙ্গে ভাঙড়ের নলমুড়ি ও নরেন্দ্রপুরের সাহাপাড়া ক্রসিং এ ট্রাফিক সিগন্যাল পয়েন্টের উদ্বোধন করেন পুলিশ জেলার সুপার বৈভব তিওয়ারি, ছিলেন ডি এস পি ট্রাফিক সৌম্য শান্ত পাহাড়ি। ভাঙড়ে ৫২ টি সিসিটিভি ও সাউদান বাইপাসে ৪০টি সিসিটিভি বসানো হয়েছে।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৬ বর্ষ, ২৮ সংখ্যা, ৭ মে – ১৩ মে, ২০২২

নতুন ভোরের আশা

পশ্চিমবঙ্গের কর্মসংস্থানাকাশে ২০১৪, ২০১৬ সালে হঠাৎই দেখা দিয়েছিল স্কুল নিয়োগের ধ্রুবতারা। পরীক্ষা দিয়ে, ইন্টারভিউ দিয়ে পাশ করে সুপারিশ পত্র, নিয়োগ পত্র হাতে পেয়ে বাংলার বেশ কিছু বেকার যুবক যুবতী স্বপ্ন দেখেছিল এবার দিন ফিরবে তাদের। বাবা মায়ের মুখে হাসি ফুটিয়ে প্রবেশ করবে বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে। গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান হবে পরিবারে। সুখে সংসার পাতবে গৃহকোণে। কিন্তু সে স্বপ্ন মিলিয়ে যেতে বেশিদিন লাগে নি। হাতে নিয়োগ পত্র থাকা সত্ত্বেও তাদের চাকরি না হয়ে নিয়োগ হচ্ছে অন্যদের। কারা এরা? সদুত্তর পেতে আদালতে যেতেই বেরিয়ে পড়েছে কেউটে। স্কুল সার্ভিস কমিশনের অলিন্দ থেকে ভেসে আসতে লাগল দুর্নীতি স্বজনপোষণের দুর্গন্ধ। কী আশ্চর্য, ফেল করারাও নাকি শিক্ষকতা করছে স্কুলে স্কুলে। আর যাদের হাতে বৈধ নিয়োগ পত্র তারা কলকাতার পথে বসে কাঁদছে, পুলিশের তাড়া খাচ্ছে। মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে সরকার। প্রতিবাদ জানাতে গেলে কত কাঁদানে গ্যাস, জলকামানের কত জল, লাঠি এদের খেতে হয়েছে এদের তার ইয়ত্তা নেই। মাইক খুলে দিয়ে বাক স্বাধীনতাটাও কেড়ে নিয়েছে পুলিশ।

অবশেষে নতুন ভোরের আশা জাগালেন রাজ্যের বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী। দায়িত্ব নিয়ে কথা দিলেন অতীতের ভুলচুক সংশোধন করে স্কুল নিয়োগে মেধা–স্বচ্ছতা–যোগ্যতাই হবে সরকারের অগ্রাধিকার। নতুন দুর্নীতিমুক্ত স্কুল সার্ভিস কমিশন জানিয়েছে দুটি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে দ্রুত নিয়োগের কথা জানাবে। কত শূন্যপদ আছে, আবেদনের শেষ তারিখ, পরীক্ষার নির্ঘন্ট, কাউন্সিলিং ও নিয়োগের পদ্ধতি সব জানানো হবে এই বিজ্ঞপ্তিতে। শিক্ষামন্ত্রী কথা দিয়েছেন এবারের নিয়োগে কোন রাজনীতির যোগাযোগ থাকবে না। কিন্তু যারা নিয়োগ পত্র নিয়ে বসে আছে তাদের কি হবে? মন্ত্রিসভার বৈঠকে এদের জন্য ৫২৬১টি পদ তৈরির প্রস্তাব দিয়েছে শিক্ষা দফতর। কর্মশিক্ষা ও শারীরশিক্ষার জন্য যথাক্রমে ৭৫০ ও ৮৫০টি অতিরিক্ত পদ সৃষ্টি করা হচ্ছে। ২০১৬ সালের প্যানেলের মেয়াদ বৃদ্ধিরও সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। স্বভাবতই তাপদগ্ধ পথ অবস্থান মঞ্চে খুশির মৃদু হাসি দেখা গেলেও পুরো স্বস্তি আসেনি। কারণ এমন প্রতিশ্রুতি আগেও এসেছে বারবার। কিন্তু তা আজও বাস্তবায়িত হয় নি। তাই এবারেও না আঁচালে বিশ্বাস হয় না ঘরপোড়াদের। আবার হয়ত অজানা উল্কাপাতে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে প্রতিশ্রুতির ছাতা। তাই এখন শুধু দাঁতে দাঁত চেপে অপেক্ষার পালা।

স্বচ্ছ নিয়োগ হয়ে গেলেই কিন্তু কলঙ্ক মুছবে না এসএসসির। ইতিমধ্যে যে সব দুর্নীতিগ্রস্ত আমলা–কর্মী–রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে তাদের প্রকৃত শাস্তিই হবে শাপমোচনের সোপান। বিচার বিভাগের উপর আস্থা আছে, নিশ্চয়ই তারা কলঙ্ক মোচনের কুশীলব হয়ে জনগণকে প্রকৃত বিচার পাইয়ে দেবে। উল্লেখ্য শাসকদলের শীর্ষ বৈঠকে দলের শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীকে যাঁর আমলে শিক্ষক নিয়োগের দুর্নীতি ঘটেছে বলে অভিযোগ। যিনি আদালতের অন্তবর্তী আদেশে সাময়িক স্বস্তি পেয়েছেন সিবিআইয়ের জেরা থেকে। এই পদবদল কী আর কোন ইঙ্গিত বহন করছে? প্রশ্ন মানুষের।

শ্রীঈশোপনিষদ

মন্ত্র সতের

বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্।
ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং ক্রতো স্মর কৃতং স্মর।।১৭।।

অনুবাদ

এই অনিত্য শরীর ভস্মীভূত হোক এবং সমগ্র বায়ুর সঙ্গে প্রাণবায়ু মিলিত হোক। এখন হে ভগবান, কৃপা করে আমার সমস্ত উৎসর্গগুলি স্মরণ রাখবেন এবং যেহেতু আপনি হচ্ছেন পরম সুহৃদ, তাই কৃপা করে আপনার জন্য যা কিছু আমি করেছি সেই সমস্ত স্মরণ রাখবেন।

তাৎপর্য

মৃত্যুর পর সে আর একটি জড় দেহ প্রাপ্ত হয়।
ভগবদগীতায় এই সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে–
যং যং বাপি স্মরণ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদভাবভাবিতঃ।।

'অন্তিমকালে যিনি যে ভাব স্মরণ করে দেহত্যাগ করেন, তিনি সেভাবেই ভাবিত তত্ত্বকে লাভ করেন।' (ভঃ গীঃ ৮/৬)। এভাবেই মন মুমূর্ষু প্রাণীর প্রবৃত্তি পরবর্তী জীবনে বহন করে।

নির্বোধ পশুদের মন উন্নত নয় বলে সে তার জীবনের ঘটনা স্মরণ করতে পারে না, কিন্তু মানুষের মন উন্নত বলেই রাতে স্বপ্ন দেখার মতো চলমান জীবনের কার্যাবলী সবই সে স্মরণ করতে পারে; অতএব তার মন সব সময়ই জড় জাগতিক বাসনায় আচ্ছন্ন থাকে এবং তার ফলে সে চিন্ময় দেহ নিয়ে চিন্ময় ভগবৎ–ধামে প্রবেশ করতে পারে না। কিন্তু ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের মাধ্যমে ভক্তরা ভগবৎ–প্রেমের অনুভূতির বিকাশ সাধন করেন। এমন কি মৃত্যুর সময় ভক্ত যদি তাঁর ভগবৎ–সেবা স্মরণ করতে নাও পারে, তবু ভগবান তাঁকে বিস্মৃত হন না। ভক্তের ত্যাগ ও নৈসর্গের কথা ভগবানকে স্মরণ করানোর জন্য এই প্রার্থনাটি প্রদত্ত হয়েছে, কিন্তু এমন কি স্মরণ করানোর কেউ না থাকলেও ভগবান তাঁর

ফেসবুক বার্তা

An abandoned Train coach is used as a Bridge. This is the Best Example of Recycle. Instead of Wasting Money and Sources, we should focus on things which can be reused!

তৃণমূলের মিশন ২৪এর মূল ইস্যু হোক নেতাজী

নির্মল গোস্বামী

আবার একবার সুভাষকে নিয়ে ঘৃণ্য চক্রান্ত মাথা চাড়া দিচ্ছে। ছাইভস্ম ফিরিয়ে আনা ও ডিএনএ পরীক্ষার দাবি উঠছে বসু পরিবারের একাংশ থেকে। একথা জলের মতো সহজ যে একদা নেহেরু অ্যান্ড কোম্পানি যে চক্রান্ত করে সুভাষ সত্যকে জনসমক্ষে আসতে দেয়নি তার শরিক ছিল বসু পরিবারের কেউ কেউ। তিনটে তদন্ত কমিশন গঠিত হয়েও যে সত্য এখনও প্রমাণিত হয়নি তা বর্তমান সরকার প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে ক্ষমতার জোরে। যখন সোস্যাল মিডিয়ায় যুব সমাজ নেতাজীকে নিয়ে ভীষণভাবে আবেগ প্রবণ হয়ে পড়েছে। যখন রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকারের কিছু কিছু প্রকাশিত ফাইলের তথ্য ঘেঁটে খুব সহজেই প্রমাণ করা যায় যে বিমান দুর্ঘটনা সুভাষেরই সাজানো ইংরেজদের চোখে ধুলো দেবার জন্য। সেই বিমান দুর্ঘটনাকেই ঐতিহাসিক সত্য বলে দেশবাসীর কাছে চালাতে চাইছে একাংশ। ডাঃ জয়ন্ত চৌধুরী সহ অন্যান্য গবেষকদের বই পড়ে মানুষ যখন আসল সত্যটা জানতে চাইছে এবং পূর্বতন সরকারদের সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়ছে, অচিরেই দেশে সুভাষের শেষ পরিণতি কি তা জানার জন্য যখন একটা গণ–আন্দোলন রূপ নিতে পারে ঠিক সেই সময় সেই বহু চর্চিত মিথ্যাগল্পকে আবার দেশবাসীর সামনে নিয়ে আসতে চলেছে চক্রান্তকারীরা।

তথ্যের কচকচানিতে যাবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু সম্ভাব্যতার তত্ত্বকে আমরা এড়িয়ে যেতে পারি না। সেটা হল যে, পরিস্থিতির বিচার করা। নেতাজী তখন স্বাধীন আজাদ হিন্দ সরকারের প্রেসিডেন্ট। মৈরাংএ স্বাধীন ভারতের পতাকা উঠেছে। একটা সরকার ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। পৃথিবীর সাতটা দেশ আজাদ হিন্দ সরকারকে সমর্থন জানিয়েছে। একটা সরকারের নিজস্ব মুদ্রা আছে। ব্যাঙ্ক আছে। পর রাষ্ট্র দফতর আছে। আছে মন্ত্রীসভা, আছে সেনাবাহিনী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ, জাপান আত্মসমর্পণ করেছে। আজাদ হিন্দ সরকারও যুদ্ধে জয়ী হতে পারেনি। মিত্র বাহিনী তখন হন্যে হয়ে সুভাষকে খুঁজছে। নেতাজী সায়গণ থেকে পালাতে গিয়ে প্লেন দুর্ঘটনায় মারা গেলেন। দুর্ঘটনায় কারও হাত থাকার কথা নয়। একটা সরকারের প্রেসিডেন্ট দুর্ঘটনায় মারা গেলেন। তাতে লুকো ছাপার কি থাকতে পারে? মর দেহ ভারতে তার পরিবারের হাতে তুলে দেওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক। তাতে ইংরেজ সরকার ও নেহেরু কোম্পানি স্বস্তির শ্বাস নিতে পারতেন। সুভাষের মৃত্যুকে লুকিয়ে যুদ্ধে গতি প্রকৃতির কি কোন পরিবর্তন হতে পারত। যুদ্ধ তো শেষ। জাপান সরকার সরকারী ভাবে ইংরেজ সরকারের হাতে মরদেহ তুলে দিতে পারত। তাতে জাপানের পুরস্কার প্রাপ্তিও ঘটতে পারত। এই স্বাভাবিক সহজ নিউজ এজেন্সির ঘোষণা ছাড়া আর কোনও প্রমাণ পৃথিবীর কোন সরকারের হাতে নেই।

পৃথিবীর কোন বিখ্যাত ব্যক্তি বা রাজনৈতিক নেতার মৃত্যুর ডেথ সার্টিফিকেট চারটে হয়! মৃত্যুর তারিখ বিভিন্ন সময়ে পাল্টে যায়? নেতাজীর মতো মানুষের মৃত্যু যদি দুর্ঘটনায় সত্যিই হয়ে থাকত তাহলে মৃত্যু নিয়ে কোনও বিভ্রান্তির ঘটার বাস্তব পরিস্থিতি ছিল না। নেতাজীর মৃত্যুকে চেপে রেখে আজাদ হিন্দ সরকারের কোনও লাভ হবে এমন সম্ভাবনাও ছিল না। তাহলে কেন লোকচক্ষুর আড়ালে লুকিয়ে দাহকার্য সম্পন্ন করা হল। বসু পরিবারের কাউকে উপস্থিত থাকার জন্য কেন ডাকা হল না। মৃত মানুষের তো শাস্তি হবার কথা নয়। সুতরাং মৃত্যুটা সত্য নয় বলেই এতো ধোঁয়াশা, এতো লুকোচুরি, এতো গোপনীয়তা। আমরা জানি যে একটা মিথ্যাকে সত্যে পরিণত করতে হলে হাজারো মিথ্যার জাল বুনতে হয়। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে।

আমাদের সৌভাগ্য যে আমাদের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী সুগত বসুর মুখের উপর বলতে পারেন যে, 'তোমরা যাই বল আমি প্লেন দুর্ঘটনায় মৃত্যু বিশ্বাস করি না।' ১৯৪৫ থেকে ২০২২ অনেক হয়েছে জল ঘোলা, এবার সত্যটা সামনে আসা প্রয়োজন। আর এই কাজ যাঁর দ্বারা সম্ভব, তিনি হলেন বাংলার নিজের মেয়ে। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বিশ্বাস যাতে সত্য হয় তাঁর উদ্যোগ নেওয়া উচিত। বাংলার অগ্নি কন্যা কি পারেন না আর একবার গর্জে উঠতে? বাংলার এক শ্রেষ্ঠ সন্তানের সত্য টুকু প্রকাশ পাক, শুধু এইটুকু দাবী সমস্ত বাঙালির পক্ষ থেকে করছি।

যিনি বাম সরকার নামক জগদ্দল পাথরটা সরাতে পারেন। যিনি ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ ধনী টাটাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে কৃষকদের জমি ফিরিয়ে দিতে পারেন। যিনি মার খেয়েও থেমে থাকেন না। তিনি এই সহজসাধ্য কাজটুকু করতে পারেন না এটা বিশ্বাস করা কঠিন। শুধু স্থির করতে হবে। তাহলেই হবে। তাঁর সরকার এবং সংগঠন যদি এক মাসে আন্দোলনে নামে তাহলে বাধ্য হবে কেন্দ্রীয় সরকার গোপন ফাইল প্রকাশ করতে।

এখন মমতা ব্যানার্জী আর কংগ্রেস পরিবারের সদস্য নন। ফলে কংগ্রেসের পাপ প্রকাশ হলে আখেরে তৃণমূলেরই লাভ। ওদিকে বিজেপি মুখে নেতাজীর গুনগান গাইলেও বন্দরের নাম পাল্টে দেয়। ফলে একবার যদি মুখ্যমন্ত্রী পূর্বের মমতা ব্যানার্জী হন, তাহলে এক তীরে অনেক পাখি মারতে পারবেন। তৃণমূল কংগ্রেস যে মিশন ২৪ সিএম মমতা ব্যানার্জী কর্মসূচি গ্রহণ করেছে তাকে সফল করতে হলে 'নেতাজী' ইস্যুই হবে সব থেকে স্পর্শ কাতর সেরা ইস্যু। সারা ভারতের যুব সমাজের অকুণ্ঠ সমর্থন মিলতে পারে এই ইস্যুতে।

বাজার দর, বেকারত্ব, আইনশৃঙ্খলা, সাম্প্রদায়িক এই সব ইস্যু আজ ক্লীশে হয়ে গেছে। ফলে মমতাদি আপনি একটা ইস্যুতে সারা ভারতকে নাড়িয়ে দিতে পারেন। শুধু ভারতের নয় পৃথিবী একজন শ্রেষ্ঠ বীরের শেষ পরিণতি কী হয়েছিল, মিথ্যার জাল সরিয়ে সত্যটুকু প্রতিষ্ঠা করবেন– শুধু এই দাবি নিয়ে যদি বিরোধী মঞ্চ তৈরি করেন তাহলে কেউ আপত্তি করবে না। দেশ চালাতে গেলে উন্নয়ন তো করতেই হবে। কিন্তু তার সাথে যদি 'নেতাজী' ইস্যুটাও যুক্ত করেন তাহলেই ম্যাজিক খেলে যাবে। কোন ভোট কৌশলির প্রয়োজন পড়বে না। ভারত জয়ের পথ সুগম হবে।

তার আগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মহাফেজ খানায় আর যে কটা ফাইল আছে তা প্রকাশ করে দিন। তারপর ডাক দিন যুব সমাজকে, এসো ভাই সব বাঙালির গর্বের এক ইতিহাসের সন্ধানে এক হয়ে লড়াই করি। প্রকাশ্যে তর্ক বিতর্ক হোক। সব গবেষকরা তাঁদের লব্ধ তথ্য জনসমাবেশে প্রকাশ করুক। নেতাজীর নামেই ডাক দিন 'দিল্লি চলো।' দিল্লির আর্কাইভের সব ফাইল প্রকাশ হোক। দেশের মানুষ সত্য জানুক। দিদি আপনিই উপযুক্ত ব্যক্তি। কালের কর্তব্য সম্পাদন করে অমর হবার এই সুযোগ এসেছে। বুদ্ধিমান রাজনীতিক হলে অবশ্যই আপনি উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। আপনার সরকারের গায়ে ১১ বছরের যে শ্যাওলা জমতে শুরু করছে তা এক মুহূর্তেই ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাবে। এতো দিন দিল্লির সরকার তদন্ত কমিশন গঠন করেছে এবার আপনি বাংলার সরকারের পক্ষে একটা তদন্ত কমিশন গঠন করে কাজ শুরু করে দিন।

আখেরে জয় আপনার হবেই। এক ক্ষুদ্র কলমচি হিসাবে আমার মত ব্যক্ত করলাম। গ্রহণ করা না করা আপনার দলের সিদ্ধান্ত। তবে দীর্ঘ আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি নেতাজীর মতো একজন বিশ্ব বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের মৃত্যু রহস্য উন্মোচন হলে তার অভিঘাত বিশ্ব রাজনীতিতে পরতে বাধ্য। নেতাজী রাজা, দেশ, মহাদেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক। তাই এই রহস্য উদ্ঘাটন হলে আপনি খুব সহজেই আন্তর্জাতিক উচ্চতায় উন্নীত হতে পারেন।

নেতাজী রহস্য জানতে স্বাধীনতার ৭৫ বছরে উন্মুখ হয়ে আছে ভারতবাসী। বারবার কমিশন গঠন করেও যে সত্য আজও বেরিয়ে আসেনি তা জানতে এবং জানাতে চাই এমন এক বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব যার নেত্রীত্বে নেতাজী দিতে পারবেন চক্রান্তকারীদের যোগ্য জবাব। আগামী ২০২৪–এ দেশ জুড়ে ফের নেতা নির্বাচনের পালা। এ পালায় নেতাজী রহস্যের উন্মোচন হোক এক শপথ।

দেশ দেশান্তরে

সফর সংবাদ

প্রণব গুহ : কোভিড মহামারির ভাইরাস ছড়াবার দায়ে চিনকে কাঠগড়ায় তুলেছিল ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্র। চিন ছিল স্পিকটি নট। সময়ের ফ্রেমে আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে এই স্মৃতিপট। জাপান, আমেরিকা, ব্রিটেন, জার্মানি, ফ্রান্সের কোম্পানীগুলি তখনই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে আর নয়, এবার চিন থেকে পাততাড়ি গোটাতে হবে। সস্তা শ্রম ও সুলভ কাঁচামালের হাতছানিতে একসময় এরাই উৎপাদনের ডেস্টিনেশন বানিয়েছিল চিনকে। শুধু সিদ্ধান্ত নয় খোঁজা শুরু হয় নতুন ডেস্টিনেশন। আর সেই সন্ধানী দূরবীনে ধরা পড়ে ভারতের মাটি যেখানে কাজের জন্য অপেক্ষা করছে সস্তা শ্রমিকের দল। যেখানে মেধাকে কর্মকুশলতায় পরিরত করতে মরিয়া সরকার। যেখান থেকে বিশ্বের নানা প্রান্তে পরিবহনের দরজা উন্মুক্ত। এবার শুধু বেছে নেওয়ার পালা। এতদিনে সে পালা

সম্পন্ন। এবার তারা ভারতের মাটিতে তাঁবু ফেলার অপেক্ষায়। শিল্প মহল বলছে অদূর ভবিষ্যতে শিল্প ও কর্মসংস্থানের বুম আসতে চলেছে ভারতে।

শিল্প বিশেষজ্ঞদের এই দাবিরই প্রতিফলনে দেখা যাচ্ছে সাম্প্রতিক সফর সংবাদে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যেই ঘুরে গিয়েছেন ভারতে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবার গিয়েছেন জার্মানি, ডেনমার্ক ও ফ্রান্স সফরে। তারই মাঝে ভারতে উপস্থিত ইটালির বিদেশমন্ত্রী। কয়েকদিন আগে বিদেশ সফর করে এসেছেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। প্রত্যেকটি সফরের নির্যাসকে একটি সুতোয় গাঁথলে দেখা যাচ্ছে সব আলোচনার মূল বিষয় বাণিজ্য সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক অর্থনীতি। এই সফরে ডেনমার্কে দ্বিতীয় ভারত–নর্ডিক সম্মেলনে যোগ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী যেমন কূটনৈতিক সহযোগিতার পথ প্রশস্ত করেছেন তেমনি দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেছেন ফিনল্যান্ড, সুইডেন, আইসল্যান্ড ও নরওয়ের রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে। এইসব বৈঠকের বিষয়বস্তুও ছিল অর্থনীতি ও বাণিজ্য। বিদেশ মন্ত্রকের বিবৃতিতে বলা হয়েছে সমুদ্র পথে সহযোগিতা বাড়ানোর জন্য নর্ডিক সংস্থাগুলিকে বিনিয়োগের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন মোদী। কথা হয়েছে 'ভারতের সাগরমালা' প্রকল্প নিয়েও।

এই সফরে ইউরোপের কাছে রাশিয়া–ইউক্রেন যুদ্ধে ভারতের কূটনৈতিক অবস্থান স্পষ্ট করে বুঝিয়েছেন, রাশিয়ার প্রতি ভারতের বার্তা যুদ্ধ নয়, আলোচনার মাধ্যমে শান্তি। শিল্প মহলের ধারণা ভারতে বিনিয়োগের জন্য মুখিয়ে থাকা ইউরোপের গোঁসা কাটাতে সক্ষম হয়েছেন মোদী। বুঝিয়ে দিয়েছেন রাশিয়া থেকে ভারতের তেল আমদানি শুধুমাত্র প্রয়োজনের খাতিরেই। এর মধ্যে রাশিয়ার পাশে সমর্থনের কোন প্রশ্নই নেই।

ফলে আশা করা যাচ্ছে কূটনীতির জট কাটিয়ে অবিলম্বে বিদেশী বিনিয়োগের জোয়ার আসতে চলেছে ভারতে। এরজন্য ইতিমধ্যেই নিজেদের তৈরি করে ফেলেছে বেশ কয়েকটি রাজ্য। পরিকাঠামো, পরিকল্পনা, বিদ্যুৎ, জলের যোগান নিশ্চিত করে ফেলেছে তারা। রাজনৈতিক সমস্ত বিতর্কের উর্দ্ধে উঠে সমস্ত ভারতবাসীর লক্ষ্য হোক বিনিয়োগের আহ্বান। এটাই হবে স্বাধীনতার ৭৫ বছরে দেশমার্তৃকার পায়ে সেরা পুষ্পাঞ্জলি।

অর্থনীতির ভবিষ্যৎদ্রষ্টারা বলছেন, ভারতে বিদেশী বিনিয়োগ অবশ্যম্ভাবী। তাঁদের কথায় 'ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে'। অর্থনীতিবিদদের মতে, গত সাত–আট বছর ধরে ভারত সরকার যেভাবে সংস্কারের পথে হেঁটেছে তাতে বিনিয়োগ বান্ধব হয়ে উঠেছে ভারতবর্ষের মাটি। বিশ্বজুড়ে ভয়াবহ মহামারী যখন ছোটখাট উন্নয়নশীল দেশগুলোকে কাবু করে ফেলেছে তখন ভারত কিন্তু কোটি কোটি মানুষকে বিনা পয়সায় খাদ্যশস্য বন্টন করে এবং ভ্যাকসিন দিয়েও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অনেকেই ভেবেছিলেন মহামারীর ধাক্কায় ভেঙে পড়বে ভারতের শেয়ার বাজার। দুর্ভিক্ষ আসার কথাও শোনা গিয়েছিল কারো কারো মুখে। কিন্তু তা হয়নি বরং ভারতের বাজার ফের ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে। বিদেশ সফর সেরে সবে মাত্র দেশে ফিরেছেন প্রধানমন্ত্রী এরপরের সময়কালটি কি নিয়ে অপেক্ষা করছে তা দেখবার আকাঙ্খায় দিন গুনছে ভারতবাসী।

ভূঁইয়া ও জুয়াং আদিবাসীদের বিদ্রোহ

নিজস্ব প্রতিনিধি: ওড়িশার কেওনঝড়ে ভূঁইয়া ও জুয়াং আদিবাসীদের বিদ্রোহ ব্রিটিশদের শুধু বিপদেই ফেলেনি বরং ব্রিটিশ শাসনের অবসানও ঘটায়। আসলে, ব্রিটিশ সরকার কেওনঝড়ের ভূঁইয়া ও জুয়াং জনগণের ইচ্ছা ও রীতিনীতির বিরুদ্ধে সিংহাসনে নতুন রাজাকে বসিয়েছিল। ব্রিটিশরা এমন একজন রাজার মাধ্যমে শাসনকার্য বজায় রাখতে চেয়েছিল যাকে স্থানীয় মানুষরা ঘৃণা করতেন। নতুন রাজা ব্রিটিশদের স্বার্থে কাজ করছিলেন, জনগণের স্বার্থে নয়। এমতাবস্থায় তিনি সিংহাসনে আরোহণ করার পরেই নির্বিচারে কর আদায় শুরু করেন। ১৮৬৮ সালের ২১ এপ্রিল রত্না এবং নন্দ নায়েকের নেতৃত্বে জুয়াং এবং ভূঁইয়া জনগণ নিজেদের হাতে অস্ত্র তুলে নেন এবং ব্রিটিশ ও নতুন রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন।

রত্না নায়ক ১৮২০ সালে কেওনঝড় জেলার তরপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি, কেওনঝড়ে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। রত্না নায়ক ভূঁইয়া উপজাতির মানুষ। নন্দ নায়ক, নন্দ প্রধান, বাবু নায়ক, দাসারথি কুনওয়ার এবং পাদু নায়কের মতো লোকেরা তাঁকে সমর্থন করেছিলেন। ব্রিটিশ শাসন ও স্থানীয় রাজার অত্যাচার ও অবিচারের প্রতিক্রিয়ায় এই বিদ্রোহ হয়েছিল। এইরকম পরিস্থিতিতে, বিদ্রোহীরা কেওনঝড় বাজার লুট করে এবং ১৮৬৮ সালের ২৮ এপ্রিল রাজপ্রাসাদে আক্রমণ করে। রাজার দেওয়ান এবং তাঁর ১০০ জন সৈন্য ও সমর্থককে অপহরণ করে।

ব্রিটিশ সরকার আন্দোলনকে দমন করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং ১৮৬৮ সালের ৭ মে সিংভূমের ডেপুটি গভর্নর ড. ডব্লিউ. হাইসের নেতৃত্বে একটি সেনা দল কেওনঝড়ে গিয়ে উপস্থিত হয়। সেনাবাহিনী এসে আদিবাসীদের উপর আক্রমণ করে। এর ফলে আন্দোলন বড় আকার নেয়। এর পরে, রত্না নায়কের নেতৃত্বে আন্দোলনকারীরা দেওয়ানকে হত্যা করে। হাইস এই পরাজয় নিতে পারেনি। এমতাবস্থায়, ব্রিটিশরা আদিবাসীদের বাড়িতে আগুন দেওয়ার নির্দেশ দেয় এবং অত্যাচার শুরু করে।

একই সাথে হাইস একটি ডিক্রি জারি করে, সেখানে বলা হয়েছিল, তোমরা আত্মসমর্পণ কর নতুবা সবাইকে হত্যা করা হবে'। আন্দোলনকারীরা অবশ্য কথা শোনেনি। তাঁরা চাইবাসা এবং কেওনঝড়ের মধ্যে সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এমতাবস্থায়, ব্রিটিশরা কমিশনার কর্নেল ইটি ডাল্টনকে ছোটনাগপুর থেকে কেওনঝড়ে পাঠানো হয়, কিন্তু পাহাড়ি অঞ্চলের কারণে তিনি আন্দোলন স্থলে পৌঁছাতে পারেননি। এমতাবস্থায় ব্রিটিশরা প্রতিবেশী রাজ্যের রাজা ও বিশাল সেনাবাহিনীর সহায়তায় বিদ্রোহ দমনের চেষ্টা শুরু করে। এই প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে, প্রতিবেশী রাজ্য বানাই, ময়ূরভঞ্জ, পাল্লহারা এবং ঢেঙ্কানাল থেকে সেনাবাহিনী পাঠানো হয়েছিল। একই সাথে, কটকের কমিশনার টি ই রাভেনসাকে কেওনঝাড়ে পাঠানো হয়েছিল। তিনি আন্দোলনকারীদের আত্মসমর্পণ করতে বলেছিলেন। কিন্তু রত্না নায়ক সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত লড়াই করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ভূঁইয়া সম্প্রদায়কে বাঁচাতে পরে রত্না নায়ক এবং নন্দ নায়ক উভয়েই আত্মসমর্পণ করেন। ব্রিটিশরা তাঁদের ফাঁসি দিয়েছিল। ব্রিটিশরা রাণি বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকেও কারারুদ্ধ করেন, কারণ তিনি আন্দোলনকারীদের সমর্থন করেছিলেন। পরে ধরনীধর নায়ক এই আন্দোলনে নতুন গতি সঞ্চার করেন। কেওনঝড়ে যুদ্ধের চিহ্ন Sign of Ke–onjhar's Battle ওড়িশার তৎকালীন কেওনঝড় রাজ্যের রাজপ্রাসাদ যেখান থেকে এই বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল। রত্না নায়কের নেতৃত্বে ভূঁইয়া উপজাতি সমাজের লোকেরা অস্ত্র হাতে তুলেছিল। বিদ্রোহের ফল হয়ত ব্রিটিশদের পক্ষে গিয়েছিল, কিন্তু এই আন্দোলনের প্রভাব শুধু ওড়িশায় নয়, গোটা দেশেই ছড়িয়ে পড়েছিল।

খংজোমে একযোগে লড়াই

নিজস্ব প্রতিনিধি: উত্তর–পূর্বাঞ্চলের রাজ্য মণিপুরে অবস্থিত একটি স্থানের নাম খংজোম। এই খংজোম এমনই একটি জায়গা যেখানে সশস্ত্র বিদ্রোহ ব্রিটিশদের বেকায়দায় ফেলেছিল। ১৮৯১ সালের অ্যাংলো মণিপুর যুদ্ধ ছিল দেশের ইতিহাসে অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ছোট পাহাড়ি রাজ্য মণিপুরের বহু মানুষ শক্তিশালী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। ব্রিটিশ উপনিবেশের সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে তাঁরা মাতৃভূমির মর্যাদা, সম্মান এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে তাঁদের জীবন বলিদান দিয়েছিলেন। সেই সময় একটি প্রচলিত কথা ছিল, এবং তা হল 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সূর্য কখনই অস্ত যায় না'। ব্রিটিশদের মতো এত শক্তিশালী, প্রভাবশালী ক্ষমতার বিরুদ্ধে মণিপুরের মতো একটি ছোট রাজ্যের লড়াই করার অর্থ ছিল একটাই : মণিপুরের পরাজয়। কিন্তু তবুও বীর মণিপুরী যোদ্ধারা হাল ছাড়েননি।

প্রকৃতপক্ষে, ব্রিটিশ সরকার প্রথম থেকেই মণিপুরকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু যত দিন যাচ্ছিল তা যেন অসম্ভব হয়ে উঠছিল। এমতাবস্থায় ১৮৯০ সালের ২২ মার্চ ব্রিটিশরা ৪০০ গোর্খা সৈন্যকে মণিপুরে পাঠায় এবং ১৮৯১ সালের ২৪ মার্চ মণিপুরের কাংলা দুর্গ আক্রমণ করে। ব্রিটিশদের এই অপরিণামদর্শিতার ফলে বহু মানুষের মৃত্যু হয়। মণিপুরী ও ব্রিটিশ বাহিনীর মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষ শুরু হয়। ইংরেজ সেনাবাহিনীর কাছে বোমা, বন্দুকের মতো আধুনিক অস্ত্র ছিল, অন্যদিকে মণিপুরী সেনাবাহিনীর কাছে শুধুমাত্র বর্শা এবং তলোয়ার ছিল। তা সত্ত্বেও মণিপুরের যোদ্ধারা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে। যুদ্ধের প্রথম পর্বে ব্রিটিশরা পরাজিত হয়, আত্মসমর্পণও করে কিন্তু দ্বিতীয় পর্বে ব্রিটিশরা বিজয়ী হয়। মণিপুরের যোদ্ধারা বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করলেও তাঁরা খংজোমে পরাজিত হন, এর ফলে বহু সাহসী যোদ্ধা নিহত হয়েছিল। এই যুদ্ধকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হিসাবে বর্ণনা করা হয়। মণিপুরের খংজোমের খেবা পাহাড়ে ১৮৯১ সালের ২৩ এপ্রিল যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল বলে এই দিনটিকে খংজোম দিবস বলা হয়। ১৮৯১ সালের ২৭ এপ্রিলযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর মণিপুরের উপর ব্রিটিশরা সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে। যুদ্ধের পর ব্রিটিশ সরকারই বিচার করে এবং বহু মানুষকে মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত করে। ১৮৯১ সালের ১৩ আগস্ট ক্রাউন প্রিন্স টিকেন্দ্রজিৎ, থাঙ্গাল জেনারেলকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। শুধু তাই নয়, আরও চারজনকে ব্রিটিশরা ফাঁসি দিয়েছিল, কুলচন্দ্রকে ২২ জনের সঙ্গে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে নির্বাসিত করা হয়েছিল। বলা হয়ে থাকে যে মণিপুরী যোদ্ধা ও জনগণের বীরত্ব ও সাহসিকতা দেখে ব্রিটিশরা হতবাক হয়ে গিয়েছিল। মণিপুরের খংজোমে, সাহসী সৈন্যরা তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন যাতে আগামী প্রজন্ম স্বাধীনতার অর্থ বুঝতে পারে, দেশে স্বাধীনভাবে বাস করতে পারে। ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধের পর ভারতীয় রাজ্যগুলিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং খংজোমের যুদ্ধের মাধ্যমে শেষ হয়। এই যুদ্ধের পর, মণিপুর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে আসা ভারতীয় উপমহাদেশের শেষ রাজ্যে পরিণত হয়।

দুর্ঘটনায় মৃত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি : সিউড়ি লম্বোদরপুরে অটোর সঙ্গে ডাম্পারের সংঘর্ষে গুরুতর আহত হয় অটোচালক এবং এক যাত্রী। বুধবার ১৪ নং রাজ্য সড়কে পায়ের পাম্পের কাছে ট্রলারের ধাক্কায় ঘটনাস্থলে মারা গেলো পাইকুনি গ্রামের সেখ সেরাফৎ আলি (৪৫)। খবর পেয়ে ইলামবাজার থানার পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠায়। সোমবার রাত আটটা নাগাদ দুবরাজপুর কামারশাল মোড়ে ষাট নম্বর জাতীয় সড়কে ট্রলারের ধাক্কায় মারা গেলো অতীত আঁকড়ে (৫৫)। বাড়ি দুবরাজপুর পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডে। দুর্ঘটনার জেরে জাতীয় সড়কে যান চলাচল অবরুদ্ধ হয়ে যায়। দুবরাজপুর থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। রবিবার ভোরে ইলামবাজার কৃষিদপ্তর কার্যালয়ের সামনে জাতীয় সড়কে ধান বোঝাই লড়ির সঙ্গে একটি কন্টেনার মুখোমুখি সংঘর্ষে জখম হয় দুই গাড়ির চালক। পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে আহত চালকদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠায়।

কুকুরকে অ্যাসিড হামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দুবরাজপুর পাহাড়ে শবর এলাকায় এক পথ কুকুরকে অ্যাসিড মারা অবস্থায় দেখতে পেয়ে সিউড়ির এক পশুপ্রেমী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে খবর দেয় স্থানীয় বাসিন্দারা। সিউড়ি পশু হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে পথ কুকুরটির। কিছুদিন আগে, পার্বতীপুরে বাড়ির এক অসুস্থ মুরগীকে টেনে নিয়ে যাওয়াতে একটি সারমেয়কে প্রথমে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে গিয়ে তার বাচ্চাদের সামনে গাছে বেঁধে পিটিয়ে খুন করে এক দম্পতি। সেই ভিডিও প্রকাশ্যে আসতেই পশুপ্রেমী সংগঠন পাঁড়ুই থানায় অভিযোগ দায়ের করে। মহিলা পলাতক। এক ব্যাক্তিকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। কুকুরটির পোস্টমর্টেম করা হয়েছে পুরন্দরপুর প্রাণী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে।

নিম্নচাপে বোরো ধানের সর্বনাশ, পাটের পোয়া বারো

নিজস্ব প্রতিনিধি : মঙ্গলবার ভোর থেকে নিম্নচাপের প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে জনজীবন কার্যত বিপর্যস্ত হল। ঝড়–বৃষ্টির কোপে পড়ল ফলন্ত বোরোধান। তবে, ব্যাপক বৃষ্টির প্রভাবে পোয়াবারো পাট, তিল সহ বিভিন্ন সবজির। যদিও এদিনের প্রাকৃতিক দুর্যোগে মাটি হল খুশির ঈদ সহ অক্ষয় তৃতীয়ার আনন্দোৎসব। সবমিলিয়ে এদিনটায় দক্ষিণবঙ্গবাসীকে নাজেহাল পরিস্থিতির শিকার হতে হয়েছিল।

কালবৈশাখীর মরশুমে এই মুহূর্তে দক্ষিণবঙ্গের চাষিরা ভীষণ ব্যস্ত। বিশেষ করে মাঠে মাঠে বোরোধান তোলার ব্যস্ততা। আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় এবারে অনেক জায়গাতেই যেসব চাষি সময়মতো বোরো চাষ শুরু করতে পারেননি এদিনের প্রাকৃতিক দুর্যোগে তাঁদেরই সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে। কোথাও মাঠভরা ফলন্ত বোরো ধান ঝড়ের তাণ্ডবে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। আবার কোথাও মাঠেই কেটে রাখা ধানের গাদা জলে ভেসে গিয়েছে। সামগ্রিক পরিস্থিতিতে রাজ্যের শস্যগোলা পূর্ব বর্ধমান জেলার একটা বড়ো অংশের বোরো চাষির মাথায় হাত। তবে, ইতিমধ্যেই যাঁরা ধান কেটে বস্তাবন্দি করতে পেরেছেন ফসলের প্রত্যাশা মতো ফলন দেখে তাঁদের মুখে চওড়া হাসি ফুটে উঠেছে। অন্যদিকে, এই মুষলধারে বর্ষণে পাট, তিল, নানাবিধ সবজি সহ বিভিন্ন ধরনের ফুল চাষে বেশ খানিকটা উপকার হয়েছে। দিনকতক ধরে তীব্র দাবদাহের কারণে এসময় মাটিতে বেশ টান ধরেছিল। প্রয়োজন ছিল সেচের। সেদিক থেকে সেচের অনেকখানি ঘাটতি পূরণ করতে এদিনের বৃষ্টিপাত। হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী সামনে এরকম বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা প্রবল। ফলে রাজ্যের অন্যতম প্রধান অর্থকরী ফসল পাটের উৎপাদন ভালো হওয়ার আশায় এবারে বুক বাঁধছেন চাষিরা। যদিও এবারে আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে আম, লিচু, কাঁঠাল প্রভৃতি মরশুমি ফলের উৎপাদন নাকি মার খাবে বলে একাধিক সূত্রে দাবি করা হয়েছে। ফলে এসব ফলের বাজার যে এবারে বেশ খানিকটা চড়া হবে সেটা সহজেই অনুমেয়।

নদীবাঁধ খতিয়ে দেখলেন মহকুমা শাসক

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে আছড়ে পড়তে পারে ঘূর্ণিঝড়। ইতিমধ্যে তারই ভ্রুকুটি দেখা দিয়েছে সমগ্র সুন্দরবন এলাকা জুড়ে। কয়েক বছর ধরেই সুন্দরবনের ওপর দিয়ে দফায় দফায় আয়লা, ফণি, বুলবুল, আম্ফন, ইয়াসের মতো ঘূর্ণিঝড় বয়ে গিয়েছিল। তছনছ হয়ে গিয়েছিল সমগ্র সুন্দরবন জুড়ে। বিগত দিনে প্রাকৃতিক ঝড়ের ফলে সুন্দরবনের বহু জায়গাতেই দুর্বল নদীবাঁধ ভেঙে প্লাবিত হয়েছে গ্রামের পর গ্রাম। সামনেই দুর্যোগের পূর্বাভাস। আগামী ৯ মে ওড়িশা উপকূলে ঘূর্ণিঝড় আছড়ে পড়ার পূর্বাভাস জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। সেই ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব গোটা সুন্দরবন এলাকাতেও পড়বে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন আবহাওয়াবিদরা। সব মিলিয়ে সুন্দরবনের মানুষ যথেষ্ট আতঙ্কিত। আর সেই কারণেই এবার আগে থেকেই দুর্যোগ মোকাবিলার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ক্যানিংয়ের মহকুমাশাসক আজহার জিয়ার নেতৃত্বে ইতিমধ্যেই সমস্ত লাইন ডিপার্টমেন্টকে নিয়ে ম্যারাথন বৈঠক হয়েছে। পাশাপাশি ক্যানিং ১ ও ২, বাসন্তী, গোসাবা ব্লক প্রশাসনের তরফেও সেচ দফতর, সুন্দরবন উন্নয়ন দফতরের আধিকারিকদের

সাথে বারে বারে বৈঠক করা হয়েছে। গোসাবা, ক্যানিং, বাসন্তী ব্লকের দুর্বল নদীবাঁধগুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে ইতিমধ্যেই। সেচ দফতর দ্রুত সেই বাঁধ মেরামতির কাজ শুরু করেছে। শুক্রবার বিকালে ক্যানিংয়ের মহকুমা শাসক ও ক্যানিং ১ বিডিও শুভঙ্কর দাস ইঁটখোলা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার চ্যাটার্জীঘাট সহ বেশ কয়েকটি জায়গায় দুর্বল নদীবাঁধ ঘুরে দেখেন। যেখানে যেখানে নদীবাঁধের সমস্যা রয়েছে সেগুলি সম্পর্কে সেচ দফতরের আধিকারিকদের জানান। সব মিলিয়ে দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য তৎপরতা অবলম্বন করেছেন ক্যানিং মহকুমা প্রশাসনের কর্মকর্তারা।

পাচার রোধে সীমান্তে

প্রথম পাতার পর

পাশাপাশি জলপথে নজরদারিও মজবুত হবে বলে মনে করা হচ্ছে। এই সঙ্গে আহত বা আক্রান্ত বিএসএফ কর্মী সহ অসুস্থ গ্রামবাসীদের জলপথে দ্রুত হাসপাতালে পৌঁছানোর জন্যে একটি ওয়াটার অ্যাম্বুলেন্সেরও উদ্বোধন করেন তিনি। পাশাপাশি জলপথে এদিন মোট ৬টি ভাসমান আউটপোস্ট উদ্বোধন করেন। এর দ্বারা জলপথে অনুপ্রবেশ রোখা যাবে বলে দাবি করে অমিত শাহ। এদিন বনগাঁর পেট্রাপোলে বিএসএফের অনুষ্ঠান মঞ্চে দাঁড়িয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, 'আমরা সাংবিধানিক পথেই আমাদের সীমান্তকে দুর্ভেদ্য বানাবো।' এমনকি প্রধানমন্ত্রী সীমান্ত সুরক্ষার উপরে অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছেন বলেও উল্লেখ করেন তিনি। তবে স্থানীয় প্রশাসনের সাহায্য ছাড়া অনুপ্রবেশ, চোরাচালান ইত্যাদি আটকানো কঠিন, বলে তিনি মন্তব্যও করেন। এইসঙ্গে সীমান্ত রক্ষীদের ত্যাগ ও কঠিনতর পরিস্থিতিতেও তাদের কাজ করে যাওয়াকে ধন্যবাদ দেন। এমনকি তাদের সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীও যথেষ্ট ওয়াকিবহাল বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

উল্লেখ্য, এদিন বসিরহাট ও বনগাঁয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যে অনুষ্ঠান করে গেলেন তাতে সিএএ প্রসঙ্গে কোনও কথা না বলায় মতুয়ারা আশাহত হন। তবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অফিসিয়াল অনুষ্ঠানে এসেছেন বলে মন্তব্য করেন, শান্তনু ঠাকুর।

এদিকে এত কিছুর পরেও অনুপ্রবেশ, পাচার ও চোরাচালান কতখানি রোধ করা যাবে, এ ব্যাপারে সীমান্তবাসীরা যথেষ্ট সন্দিহান।

পুতুল নাচকে জড়িয়ে বেঁচে থাকার স্বপ্ন

কুনাল মালিক : দুদিন আগে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম। সন্ধ্যাকালীন মঞ্চে তখন চলছে পুতুল নাটক– সংসার হল শ্মশান। মঞ্চের সামনে থিকথিক করছে ভিড়। মঞ্চের সামনে একটা পর্দা টাঙানো হয়েছে। সেই পর্দার ওপর তখন ডাণ্ড পাপেটের নানা চরিত্র দাপিয়ে অভিনয় করছে। মঞ্চের পিছনে গিয়ে দেখলাম নিপুণ দক্ষতায় ১২–১৩ জন মানুষ পুতুলগুলোকে পরিচালনা করছেন। দুজন মহিলা ও দুজন পুরুষ কণ্ঠ দিচ্ছেন। অপূর্ব তাদের অভিনয়। একজন শিল্পী হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান করছেন। একজন ব্যক্তি এগিয়ে দিচ্ছেন পুতুলগুলিকে। দলের পরিচালক গণেশ মণ্ডলের সঙ্গে আলাপ হল

অভিনয় শেষে। গণেশ মণ্ডলের বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার দোস্তিপুরের পূর্ব দুর্গাপুর গ্রামে। বয়স ৩৮। ঠাকুরদা অনুকূল এবং বাবা শ্রীদামও পুতুল নাচ করতেন। তাদের কাছেই ১৩ বছর বয়সে হাতে খড়ি পুতুল নাচের। ঐতিহ্যের পুতুল নাচকেই আঁকড়ে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখেন গণেশ মণ্ডল। নিজেই পুতুল তৈরি করেন। তিনি জানালেন, বর্তমানে তার দুটি দল ভারতী অপেরা ও লক্ষ্মী নারায়ণ অপেরা। সামাজিক, পৌরাণিক, ঐতিহাসিক সব ধরনের পালাই তারা করেন। করোনার সময়ে খুব কষ্টে কেটেছে তাদের। তখন সরকারী বেসরকারী কোনো অনুষ্ঠান ছিল না। এখন ধীরে ধীরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হচ্ছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা ছাড়াও হুগলি বর্ধমানেও তারা পালা করতে যান। গণেশ মণ্ডল ও তার সম্প্রদায় দিল্লি, পঞ্জাব, ধানবাদেও পুতুল নাটক করে সকলের প্রশংসা পেয়েছেন। গণেশবাবু বলেন, তথ্য সংস্কৃতি দফতর থেকে অনুষ্ঠান করলে সকলে ১০০০ টাকা করে পান, আর গাড়ি ভাড়া ২০০ টাকা করে। কিন্তু দলের জন্য কোনো টাকা দেওয়া হয়না। পুতুলের ড্রেস, হারমোনিয়াম সহ অন্যান্য অনেক সরঞ্জাম আমাকেই জোগাড় করতে হয়। এ ব্যাপারে সরকার ব্যবস্থা করুন।

তৃণমূল নেতাকে বেধড়ক মার

নিজস্ব প্রতিনিধি : যুব তৃণমূল নেতাকে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ উঠলো বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় প্রত্যন্ত গোসাবা বিধানসভার রাধানগর–তারানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের বড় মোল্লাখালি এলাকায়। ইতিমধ্যে যুব তৃণমূলনেতার তরফ থেকে সুন্দরবন কোস্টাল থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তদন্ত শুরু করেছে সুন্দরবন কোস্টাল থানার পুলিশ। যদিও অভিযুক্তদের আটক কিংবা গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এলাকার

যুবতৃণমূল নেতা হাসান মোল্লা রাস্তা দিয়ে রাধানগর–তারানগর পঞ্চায়েতের দিকে যাচ্ছিলেন। অভিযোগ সেই সময় আচমকা বিজেপি আশ্রিত জনাকয়েক দুষ্কৃতি লোহার রড, লাঠি নিয়ে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বেধড়ক মারধর করে। সেই সময় চিৎকার চেঁচামেচি করলে দুষ্কৃতিরা পালিয়ে যায়। স্থানীয়রা ওই যুবনেতাকে গুরুতর জখম অবস্থায় উদ্ধার করে স্থানীয় ছোট মোল্লাখালি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায় চিকিৎসার জন্য। সেখানে যুব নেতার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে রাতেই ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে চিকিৎসকরা। হাসান মোল্লার দাবী 'এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেস করি বলে বিজেপির এমন নৃশংস অত্যাচার।' যদিও ঘটনা প্রসঙ্গে এলাকার কোন বিজেপি নেতৃত্বের কোন মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

পুলিশ সুপারের নতুন দফতর

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৩০ এপ্রিল পৈলানে ডাঃ হারবার পুলিশ জেলার পুলিশ সুপারের

নতুন কার্যালয়ের উদ্বোধন করলেন সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জী। ২০১৭ সালে দক্ষিণ ২৪ পরগনায় তিনটি পুলিশ জেলা হয়। তারপর প্রথমে মহেশতলার ও পরে আমগাছিয়ায় অস্থায়ী কার্যালয়ে পুলিশ সুপার বসতেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের আমগাছিয়ায় যাওয়া সমস্যার ছিল। এখন ডাঃ হারবার রোডের লাগোয়া বৃহৎ সুসজ্জিত দফতর হল। এদিনের অনুষ্ঠানে রাজ্য পুলিশের ডিজি মনোজ মালব্য এই নতুন দফতরের জন্য সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জীকে ধন্যবাদ দেন। সাংসদ বলেন, সারা রাজ্যের মধ্যে এত সুন্দর পুলিশ সুপারের অফিস আর কোথাও নেই। তিনি করোনা কালে তার প্রবর্তিত ডায়মন্ড মডেলের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, ডাঃ হারবার যা ভাবে আগামী দিনে রাজ্য তথা দেশ ভাবে। তিনি সাংবাদিকদের উদ্দেশ্য বলেন, আপনারা কোনো খবর করার আগে প্রশাসনকে বলুন, পুলিশকে জানান পুলিশ ব্যবস্থা না নিলে খবর করবেন। পুলিশ আধিকারিকদের বলেন, মিডিয়া সেল করুন। প্রয়োজনে সাংবাদিকদের পুরস্কৃত করুন। তিনি আরও বলেন, কেউ অন্যায় করলে ছাড়া পাবেন না। সে যত বড়ই নেতা হোক।

ব্যাঙ্ক প্রতারণা রুখতে বড় পদক্ষেপ পুলিশের

নিজস্ব প্রতিনিধি : ইদানিং বিভিন্ন ব্যাঙ্কে এটিএম প্রতারণার খপ্পরের পড়ে সর্বস্ব খুইয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হচ্ছেন সাধারণ গ্রাহকরা। ব্যাঙ্ক জালিয়াতি রুখতে এবার কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করলো বারুইপুর পুলিশ জেলা। বারুইপুর পুলিশ জেলার উদ্যোগে শুক্রবার ক্যানিং মহকুমা এলাকার সমস্ত ব্যাঙ্কগুলো কে নিয়ে বিস্তারিত ভাবে সিকিউরিটি মিটিং হয় ক্যানিং থানাতে। উপস্থিত ছিলেন বারুইপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইন্দ্রজিত বসু, ক্যানিং মহকুমা

পুলিশ আধিকারিক দিবাকর দাস সহ ক্যানিং, গোসাবা, বাসন্তী, সুন্দরবন উপকূল থানা, জীবনতলা ও ঘুটিয়ারি শরিফ এলাকার বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত, সমবায় ও গ্রামীণ ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ও অন্যান্য ব্যাঙ্ক কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। পুলিশের তরফ থেকে উপস্থিত ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিদের সাইবার ফ্রড, এটিএম ফ্রড প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার পদ্ধতি বিষয়ে বলে দেওয়া হয়। এছাড়াও ব্যাঙ্কে আগত সমস্ত ব্যক্তিদের সঠিক পরিচয়পত্র পরীক্ষা করার ব্যাপারে কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় পুলিশের তরফ থেকে। পাশাপাশি ব্যাঙ্কের রেমিটেন্স নিয়ে চলাফেরা করার ব্যাপারেও সতর্কতা সতর্কতা অবলম্বন করার কথা বলা হয়েছে। এরপর ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ পুলিশ প্রশাসনের নির্দেশ মানছে কী না, সেটা তদারকি করার জন্য স্থানীয় পুলিশকে সাথে নিয়ে নিয়মিতভাবে চলবে সিকিউরিটি অডিটও।

গণতন্ত্রের আকাশে সিঁদুরে মেঘ!

প্রথম পাতার পর

এখানেও এই বৈরিতার দায় বর্তায় প্রথম দুই স্তম্ভের উপর কারণ তাদের আঘাতেই রক্তাক্ত হচ্ছে চতুর্থ স্তম্ভটি। অথচ এমন হবার কথা ছিল না। বড় বড় কর্পোরেট সংবাদ মাধ্যম তো দূরস্থ ছোট–মাঝারি সংবাদপত্রগুলিকে সস্তায় ছাপার কাগজ–কালি, যতটা সম্ভব সরকারি বিজ্ঞাপন দিয়ে নিজেদের স্বার্থে রক্ষা করতে সরকারকে সুপারিশ করেছিল ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি। কারণ বলা হয়েছিল, গ্রামীণ সংবাদপত্রই শাসকের আয়না যেখানে এরা দেখিয়ে দেয় তৃণমূল স্তরের শাসনের ত্রুটি–বিচ্যুতি যা দলীয় পথে উপরে আসার সম্ভাবনা কম। কিন্তু এসব ইতিহাসের শিক্ষা শাসন ক্ষমতার কাছে ব্রাত্যই থেকে যায়। যুগে যুগে সংবাদ মাধ্যমের প্রতি শাসকের এই রূপই ফুটে ওঠে দেশে দেশে, রাজ্যে রাজ্যে। তাই সমীক্ষা করতে হয়, চিহ্নিত করতে হয় শাসকের অবস্থানকে।

এত সমীক্ষা, এত পরামর্শ, এত প্রতিবাদ শুধু একটাই কারণে যাতে গণতন্ত্রের চারটি স্তম্ভকেই অটুট রাখা যায়। তবেই অগ্রগতি সম্ভব, দেশের মানুষের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি সম্ভব। তাই সকল স্তম্ভের পরিচালকদেরই বিচ্যুতি এড়িয়ে রক্ষা করতে হবে নিজের স্তম্ভটিকে। মনে রাখতে হবে দেশে যত দুর্নীতি বাড়বে, অপরাধ বাড়বে ততই সক্রিয় হতে হবে বিচারব্যবস্থা ও সংবাদমাধ্যমকে। কারণ এরাই শাসনের ফিল্টার। ধুলো–ময়লা ধুয়ে পরিশ্রুত শাসন জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব এই দুই স্তম্ভেরই। এদের সব আঘাত থেকে বাঁচাবার দায়িত্ব সকলের।

প্রয়াত সনৎ জি

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাংলার ব্রতচারী সমিতির আজীবন সদস্য ও সব পেয়েছির আসরের প্রাণপুরুষ সনৎ ভট্টাচার্য সকলের প্রিয় সনৎ জী ৩ মে, ২০২২ মঙ্গলবার সকালে অগণিত গুণগ্রাহীকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে আনন্দলোকে গমন করেছেন। তাঁর আকস্মিক প্রয়াণে বাংলার ব্রতচারী সমিতি গভীরভাবে শোকাহত। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করে সব পেয়েছি আসর।

শুধু সদিচ্ছার অভাবে

প্রথম পাতার পর

অথচ গঙ্গার বুক থেকে এই জলই পাম্পের সাহায্যে তুলে নিয়ে পরিশুদ্ধ করে শত শত এলাকায় পানীয়জল হিসেবে সরবরাহ করা হচ্ছে। যদিও বিভিন্ন শহরের প্রশাসন এবং কারখানা কর্তৃপক্ষের দাবি, নিকাশি নালার মাধ্যমে নোংরা জল পরিশুদ্ধ করেই তা গঙ্গায় ফেলা হয়। কিন্তু, তারা যতই দাবি করুক না কেন বাস্তব চিত্রটা যে খানিকটা ভিন্ন তা একটু খোঁজ নিলেই বোঝা যায়। বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে কোটি কোটি টাকা খরচে সুবিশাল রিজার্ভার বানিয়ে তাতে নোংরা জল, আবর্জনা পরিশুদ্ধ করে গভীর নিকাশি নালার মাধ্যমে গঙ্গায় ফেলার কথা। কিন্তু, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই কথার খেলাপ হয়ে চলেছে। ফলত গঙ্গায় জল দূষণের মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে কমেনি বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে। একশ্রেণির মানুষের অভিযোগ, সরকারি প্রকল্পে গঙ্গা দূষণ রোধের নামে কোটি কোটি টাকার অধিকাংশ জলেই গেছে। কাজের মতো কাজ তেমন হয়নি। পূর্ব বর্ধমান জেলার সীমান্তবর্তী দুই মহকুমা শহর কাটোয়া, কালনা। এই দুই বিরাট শহরের মোট ৩৮ টি ওয়ার্ডের দূষিত নোংরা জল একাধিক নিকাশি নালার মাধ্যমে গঙ্গা নদীতে মিশছে। কালনায় যদিওবা জল দূষণ মুক্ত করে নদীতে ফেলার একটা রিজার্ভার রয়েছে। কিন্তু, সেটার মাধ্যমে জল দূষণমুক্ত করার তেমন কাজেই আসে না বলে জানিয়েছেন কালনার সিপিএম নেতা অরিজিত রায়। তাঁর অভিযোগ, কালনা শহরের নোংরা জল দূষণমুক্ত করার যে প্রকল্প আছে তার যথাযথ রূপায়ণে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত পুরবোর্ড গুরুত্ব দেয়নি। ফলে শহরের ১৮টি ওয়ার্ডের দূষিত জলই গঙ্গায় মিশছে। তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত কাটোয়া পুরসভার দূষিত নোংরা জল এখন একাধিক নিকাশি নালার মাধ্যমে সরাসরি গঙ্গায় মিশছে। যা নিয়ে শহরের দায়িত্বশীল নাগরিকদের একাংশ ক্ষুব্ধ। কাটোয়া পুরসভার চেয়ারম্যান সমীর কুমার সাহা বলেন, আমাদের শহরের ২০টি ওয়ার্ডের নোংরা জল দূষণমুক্ত করে গঙ্গায় ফেলার জন্য কোটি টাকা ব্যয়ে দু'টি জায়গায় রিজার্ভার তৈরির কাজ শীঘ্রই হাতে নেওয়া হবে। তাহলে আর দূষিত জল গঙ্গায় মিশবে না। সূত্র মারফ জানা গিয়েছে, গঙ্গা তীরবর্তী অসংখ্য শহর এবং কলকারখানা কর্তৃপক্ষ দায়িত্বজ্ঞানহীনের মতো নোংরা জল, আবর্জনা নদীতে ফেলছে। যেকারণে কোটি কোটি টাকার সরকারি প্রকল্পেও গঙ্গা দূষণ রোধের কাজ ব্যর্থ এটা বলাই যায়।

বিবেকানন্দের আদর্শে সেবায় ব্রতী

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ অবলম্বন করে মানবসেবায় ব্রতী জনৈক এক যুবক। তাঁরই জন্মদিনেই হাসপাতালের রোগীরা পেলেন জন্মদিনের খাবার। আচমকাই বড় বড় চিকিৎসক, পুলিশ কর্মী ও শহরের বিশিষ্ট মানুষের হাত থেকে জন্মদিনের খাবার পেয়ে খুশি ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসারত রোগীরা। ক্যানিংয়ের এক বিশিষ্ট ব্যবসায়ী তথা সমাজসেবী তন্ময় দাস ওরফে দীপু। বুধবার ছিল তাঁর ৪০ তম জন্মদিন। প্রতিদিনই একটি নামী ব্র্যান্ডের কেক দোকান থেকে ক্রেতাদের কাছে বিক্রি করেন দীপু। কেউ কেউ জন্মদিন পালন করার জন্যও কেক কিনে নিয়ে যান। দীপু তাঁদের হাতে বেশ যত্ন করে কেক তুলে দেন। তবে অন্যের হাতে জন্মদিনের কেক তুলে দিলেও দীপু নিজের জন্মদিন পালন করলেন এক নতুন অভিনবত্বে। বুধবার নিজের ৪০ তম জন্মদিন পালন করেন কেক ব্যবসায়ী দীপু। নিজের জন্মদিনে তিনি বাড়িতে কেক কেটে ধুমধাম না করে বরং হাসপাতালের অসুস্থ রোগীদের হাতে কেক, ফল ও মিষ্টি তুলে দিয়ে জন্মদিন পালন করলেন। বুধবার ক্যানিং হাসপাতালের প্রায় আড়াইশো রোগী দীপুর জন্মদিনে হাতে পেলেন কেক, ফল এবং মিষ্টি, পানীয় জলের বোতল পেয়ে তাঁরা আনন্দে আপ্লুত। এভাবে আগে কেউ জন্মদিন পালন করেননি। তাই সকলেই দীপুকে দু হাত তুলে জন্মদিনের শুভেচ্ছা আশীর্বাদ করেছেন। জানা গেছে ক্যানিং শহরে দীপুর একটি কেকের দোকান রয়েছে। ব্যবসায়ী দীপু প্রতি বছরই তাঁর জন্মদিন পালন করেন বন্ধু বান্ধবদের সাথে ধুমধাম করে। এবার তাঁর একটু অন্য ভাবনা চিন্তা হয়েছে। তাই তিনি মনস্থ করেন হাসপাতালের চিকিৎসাধীন

অবস্থায় রয়েছেন রোগীদের হাতে কেক ও ফল তুলে দেবেন। যেমন ভাবনা তেমন কাজ। বেশ কিছু নামী চিকিৎসকদের নিয়ে বুধবার সন্ধ্যায় হাসপাতালে পৌঁছে যান। রোগীদের হাতে তুলে দেন কেক ফল ও মিষ্টি। ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সর্প বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সমরেন্দ্র নাথ রায় জানিয়েছে 'আগামী দিনে দীপুর মতো যুবকরা এমন সমাজসেবা কাজে এগিয়ে আসলে সমাজ উপকৃত হবে।' এদিন তন্ময়ের সাথে উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং ট্রাফিক পুলিশের আধিকারীক দেবপ্রসাদ সরদার, বিশ্ব দাস, নিউটন সরকার সহ অন্যান্যরা।

মহানগরে

স্যাটেলাইট ইউনিট সেন্টার

নিজস্ব প্রতিনিধি : আগামী দিনে কলকাতা পুরসভার স্বাস্থ্য দফতর স্যাটেলাইট ইউনিট সেন্টার তৈরির পরিকল্পনা করেছে। কলকাতার উপমহানাগরিক অতীন ঘোষ বলেন, প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি করে পুর স্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে। এগুলি সবই আর্বান প্রাইমারি হেল্থ সেন্টার হিসাবে গড়ে উঠেছে। আগামী দিনে এই সেন্টার গুলিকে আরও উন্নত করতে বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। যেমন, প্রতি ওয়ার্ডে ১৫ হাজার নাগরিক পিছু আর্বান প্রাইমারি হেল্থ সেন্টারের একটিতে তথাকথিত স্যাটেলাইট ইউনিট তৈরি করা হবে। এই স্যাটেলাইট ইউনিট সেন্টারটি সেই ওয়ার্ডের আর্বান প্রাইমারি হেল্থ সেন্টারের একটি কালেকশন পয়েন্ট হবে (ল্যাবরেটরির কাজের জন্য)। অর্থাৎ প্রতি ওয়ার্ডে একটি করে আর্বান প্রাইমারি হেল্থ সেন্টার যেমন আছে তেমনই একটি করে স্যাটেলাইট হেল্থ সেন্টারও তৈরি হবে ওই ওয়ার্ডের অন্যত্র। মূল আর্বান প্রাইমারি হেল্থ সেন্টার যে পরীক্ষা–নিরীক্ষা গুলি হয়, তার কালেকশন সেন্টার হিসাবে স্যাটেলাইট ইউনিট সেন্টারটি কাজ করবে।

পাইপলাইনে জ্যাকেটিং

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুরসভার সড়ক দফতরের মেয়র পারিষদ অভিজিত মুখোপাধ্যায় কলকাতার রাস্তা সংক্রান্ত এক সাক্ষাতকারে জানান, মাঝে মাঝেই রাস্তার নীচ দিয়ে যাওয়া পানীয় জলের পাইপ ফেটে যাওয়ায় সেখান থেকে জল বেরিয়ে রাস্তার ক্ষতি করছে। অভিজিত মুখোপাধ্যায় আরও বলেন, এবার থেকে রাস্তার স্বাস্থ্য ভালো রাখতে জলের পাইপলাইনের গায়ে জ্যাকেটিং করা হবে। এতে জলের পাইপ লিকেজ হয়ে জল বের হলেও রাস্তার ক্ষতি হবে না। এবার থেকে কলকাতা পুর এলাকার সব রাস্তা উন্নত প্রযুক্তিতে সারাই করা হবে। তিনি জানান, চলতি অর্থবর্ষে কলকাতার ৬৪ টি রাস্তার উঁচু–নিচু উপরিভাগ পেভার ফিনিশার দিয়ে কেটে সমতল করার পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে বেহালার জেমস লং সরণি, বুড়ো শিবতলা লেন, মতিলাল গুপ্ত রোড, মহাত্মা গান্ধী রোড, পাইকপাড়া রোড, নীলমণি মিত্র রোড, তারাশঙ্কর সরণি, শোভাবাজার স্ট্রিট ইত্যাদি।

সরোবরে হামলা : সামলালো পুলিশ

সাংবাদিক সরকার : গত ৩০ এপ্রিল রবীন্দ্র সরোবরের ৫ নং গেটে জোর করে ২টি ভক্ত দল বিকেল ৪টে নাগাদ হামলা করে। শীতলা পুজো উপলক্ষ্যে সরোবরে স্নান করে রাজপথ দিয়ে ভিজে কাপড়ে দণ্ডী কেটে পথ পরিক্রমার অনুমতি দিতে হবে তাদের। সরোবরের সিকিউরিটি দুখ কুমার নস্কর রবীন্দ্র সরোবরের গেটে তালা দিয়ে বন্ধ করে দেন। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী ভক্তদের স্নান করতে বাধা দেন। স্নানার্থীরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। জোর করে হামলা চালিয়ে প্রবেশ করতে উদ্যোগী হয়। শুরু হয় ঝামেলা। টালিগঞ্জ থানা খবর পেয়ে ছুটে আসে। অফিসার প্রভাকর বাগ ভক্তদের আদালতের নির্দেশ শুনিয়ে সরোবরের জল ব্যবহারে বিরত করেন। প্রভাকর বাবুর বিচক্ষণ ভূমিকায় উত্তেজিত ভক্তরা ফিরে যেতে বাধ্য হয়। কলকাতা পুরসভার পাঠানো ২টি ট্যাঙ্কের জল দিয়ে দণ্ডী কাটার ভক্তদের স্নান করার ব্যবস্থা হয়। এছাড়া ভক্তদের দণ্ডী কাটার সুবিধা করার জন্য ফিরে যাবার রাস্তা সম্পূর্ণ ভেজাবার ব্যবস্থা করা হয়। ট্রাফিক পুলিশও ভক্ত মিছিলকে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ রচনা করে দিয়ে যান নিয়ন্ত্রণ করে। গোটা রবীন্দ্র সরোবরের সব কটি দরজা তালাবন্দী করে দেওয়া হয়। বৈকালিক ভ্রমণ পিপাসুরা পার্কে ঢুকতে না পেরে হতাশ হলেও পুলিশের কথা সম্পূর্ণ সমর্থন করেন। সকলেরই মনে পড়ে বিগত দিনে ছট পুজার কথা। ওই দিন দল বেঁধে ছুটে আসা ভক্তদের থেকে সরোবরের প্রবেশ দ্বারকে সামলাতে না পারার জন্য যথেষ্ট ভর্ৎসিত হতে হয়েছিল পুলিশকে। সে ধরনের ঘটনা ঘটতে এবার দেওয়া হয়নি। এজন্য সবাই খুশি।

রাধা স্টুডিও বহু দিন আগেই চলচ্চিত্র শতবর্ষ ভবনে পরিণত হয়েছিল। চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত ঐতিহাসিক জিনিস প্রদর্শিত হতো। এবং চলচ্চিত্র উৎসবের সময় সিনেমা দেখানো হতো কিন্তু ৬ মে ২০২২ থেকে দক্ষিণ কলকাতার বুকে এক সিনেমা হল রূপে আত্মপ্রকাশ করলো। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের সহযোগিতায় নন্দনের তত্ত্বাবধানে দিনে তিনটি করে সিনেমা প্রদর্শিত হবে। অনলাইন এবং অফলাইন টিকিট কাটার সুবিধা রয়েছে। উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ও ইন্দ্রনীল সেন এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন চলচ্চিত্র পরিচালক গৌতম ঘোষ, সাংসদ দেব, বিধায়ক সোহম চক্রবর্তী সহ টালিগঞ্জ এলাকার পুর প্রতিনিধিরা। সকলেই সরকারের এই প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানান।

ইলেকট্রিক গাড়ি

বরুণ মণ্ডল : প্রধানত লিথিয়াম ব্যাটারির অভাবেই ভারতে ইলেকট্রিক গাড়ির উৎপাদন তেমন হচ্ছে না। টাটা মোটরস এই গাড়ির উৎপাদন করে। কিন্তু তাদের কাছে এমুহূর্তে ৩০ হাজার গাড়ির অর্ডার আছে। কিন্তু টাটা বছরে ১২০০–র বেশি গাড়ি তৈরি করতে পারছে না বলে জানান কলকাতার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। তিনি জানান, বৈদ্যুতিক গাড়ির জোগান নেই। আর তাই কলকাতা মহানগরকে দূষণমুক্ত করার পরিকল্পনা ধাক্কা খাচ্ছে। কলকাতার জন্য দু'হাজার বৈদ্যুতিক বাসের অর্ডার বহুদিন আগে দেওয়া হলেও সরবরাহ না হওয়ার কারণেই কলকাতার রাস্তায় ডিজেল গাড়ি চালিয়ে যেতে হচ্ছে। ফলে দূষণ নিয়ন্ত্রণে বাধা পাচ্ছে। কলকাতা পুরসভার জন্য চেষ্টা সত্ত্বেও বৈদ্যুতিক গাড়ি নামছে না। ৩০ এপ্রিল কেন্দ্রীয় পুরভবনে মহানাগরিক বলেন, কলকাতা পুরসভার জন্যই গাড়ি চাওয়া হয়েছে। কিন্তু জোগান নেই। সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট দফতরের চিফ মিউনিসিপ্যাল ইঞ্জিনিয়ার শুভাশিস চট্টোপাধ্যায় বৈদ্যুতিক গাড়ি জন্য টেন্ডার করেছেন, সেরকম সাপ্লায়ার পাওয়া যাচ্ছে না। মহানাগরিক এদিন জানান, আস্তে আস্তে কলকাতা পুরসভা থেকে পেট্রোল গাড়ি বন্ধ করে দিয়ে ইলেকট্রিক গাড়ির দিকে যাবে। পেট্রোল–ডিজেলের খরচের হাত থেকে বাঁচতে এবং শহরকে দূষণমুক্ত করতে, অনেকদিন আগেই বৈদ্যুতিক গাড়ি চালানোর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। আসলে যে পরিমাণ পেট্রোলের খরচ, সেই খরচের হাত থেকে বাঁচা যাবে যদি ইলেকট্রিক গাড়ি পাওয়া যায়। কলকাতা মহানগরের জন্য দু'হাজার বৈদ্যুতিক বাস চাইছি। অনেক দিন যাবৎ চাইছি। কিন্তু পাচ্ছি না। বৈদ্যুতিক গাড়ির জোগান অত্যন্ত কম। চিন দেশের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে ভারতে এক্সাইড ইন্ডাস্ট্রিজ বৈদ্যুতিক গাড়িতে ব্যবহৃত লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি তৈরি করলে আগামী দিনে লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারির সমস্যার সমাধান হবে। দেশে বৈদ্যুতিক গাড়ির উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই ব্যাটারির মূল উপাদান 'লিথিয়াম আয়ন সেল' তৈরির পথে বেশ কয়েক ধাপ এগিয়েছে গাড়ির ব্যাটারি তৈরির সংস্থা এক্সাইড ইন্ডাস্ট্রিজ।

আগামী বর্ষায় ২ ঘন্টায় জল নেমে যাবে : তারক সিং

নিজস্ব প্রতিনিধি : আগামী বর্ষায় বেহালাবাসীদের বানভাসি অবস্থা থেকে মুক্তি দিতে বেহালা পশ্চিমের বর্ষার জলনিকাশির প্রধান নিকাশি খাল বেগোর খাল হুগলি নদীর দিকে যেতে গিয়ে যে খালের সঙ্গে মিলিত হয়, সেই মণিখালের পাম্পিং স্টেশনের দায়িত্ব কলকাতা পুরসভা রাজ্যের সেচ দফতরের থেকে নিয়েছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে এই স্টেশনের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য অতিরিক্ত ১৭ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকার বিদ্যু নেওয়া হয়েছে। বেগোরখাল, জোকা ও কেওড়াপুকুর পাম্পিং স্টেশনের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে এবং বেহালা ফ্লাইং ক্লাবের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এছাড়া কলকাতা পুর এলাকার অন্যত্র জল মুক্ত করার জন্য আটটি নতুন পাম্পিং স্টেশনের কাজ এই বছর কলকাতা পুরসভার নিকাশি দফতর হাতে নিয়েছে। দইঘাট পাম্পিং স্টেশন, খিদিরপুর অঞ্চলে নবাব আলি পার্ক পাম্পিং স্টেশন, ভবানীপুর অঞ্চলে নর্দান পার্ক, চেতলা লকগেট, বি বি – ১ ক্যানেল, মার্কাস স্কোয়ার, ট্রেঞ্জিং গ্রাউন্ড, মিন্ট কলোনী পাম্পিং স্টেশন এই আট পাম্পিং স্টেশন তৈরি করা হবে।

কলকাতায় বৃষ্টিপাত জল জমা বিষয়ে পুরসভার নিকাশি দফতরের ভারপ্রাপ্ত মেয়র পারিষদ তারক সিং জানান, ২০২০ তে কলকাতা পুর এলাকায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ছিল ১,৯০১ মিলিমিটার। ২০২১ – এ বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেড়ে হয়েছিল ২,৬৪০ মিমি। অর্থাৎ ২০২১ – এ কলকাতায় প্রায় ৩৯ শতাংশ বৃষ্টিপাত বেশি হয়েছে। তারক সিং আরও জানান, কলকাতা পুরসভার নিকাশি দফতরের হাতে তথ্য আছে, কলকাতার কোথায় কোথায় জল জমতে পারে। নিকাশি ব্যবস্থার উন্নতি ঘটিয়ে সেসব জায়গার বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পুর নিকাশি দফতর সাফল্য লাভ করেছে। কলকাতায় বর্ষায় জল জমার জন্য বিখ্যাত সেই সব জায়গায় এখন আর জল জমে না। কিন্তু কলকাতার কোথায় কোথায় এখনও বর্ষার জল জমে, সেখানে আগে থেকেই পাম্পের ব্যবস্থা করে রাখা হয়। এছাড়াও বর্ষায় সময় স্পেশাল ড্রাইভের ব্যবস্থা থাকে। এছাড়াও পুরসভার কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে কলকাতার কোথায়ও বৃষ্টির জল জমার খবর পেলে পুর নিকাশি দফতর খুব তাড়াতাড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতির মোকাবিলা করেন। বিগত কয়েক বছরে কলকাতা পুর এলাকার জল জমার পরিসংখ্যান বলছে, পুর নিকাশি দফতর আগের তুলনায় অনেক উন্নতি সাধন করেছে। তারক সিং আরও জানান, আগামী বর্ষায় অতি বৃষ্টিতে কলকাতার কোথাও জল জমলেও ২ থেকে ৩ ঘন্টার মধ্যে সে জল নেমে যাবে আশা করছি।

লেন্স বার্তা

পটুয়া পাড়ার পুজো

টার্গেট : টিম ওয়ার্ক, পালিয়ে বাঁচা যাবে না।

সারা বছরই চলছে রাস্তা বন্ধ করে পাইপ লাইনের কাজ। বেহালা শীলপাড়া বাইপাসের কাছে।

ছবি : অভিজিৎ কর

মার্চেন্ট চেম্বার অফ কর্মার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিস–এর আয়োজনে বণিক মহলের এক আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন আমেরিকার কলকাতার রাষ্ট্রদূত মেরিন্ডা পাভেক। তিনি ভারত এবং আমেরিকার ব্যবসায়িক মেল বন্ধন তুলে ধরেন। তিনি বলেন, কোভিডের সময় একসাথে ভারত ও আমেরিকা কাজ করেছে। ভারতের সঙ্গে আমেরিকার হাত এখন শক্ত হয়েছে। বিভিন্ন সামাজিক দিক যেমন নারী পাচার, শিশু পাচার নিয়েও ভারতকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে আমেরিকা। তিনি আরও বলেন ২০২১ সালে ৬২ হাজার পড়ুয়াদের ভিসা দেওয়া হয়েছে। পড়ুয়াদের ভিসা দেওয়া অগ্রাধিকার বলে মনে করেন তাঁরা। তাঁরা বণিকমহলের বণিকদের আমেরিকায় লগ্নী করার জন্য আহ্বান জানান। উপস্থিত ছিলেন এমসিসিআইয়ের সভাপতি ঋষভ সি কোঠারী।

প্রতিবেদন ও ছবি : প্রিয়ম গুহ

এখানে ওখানে

নবরূপে সিদ্ধেশ্বরী কালীমায়ের মন্দির

কলেজ স্কোয়ার বিদ্যাসাগর উদ্যানে প্রাচীন সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দির নতুনভাবে সংস্করণ হল। স্থানীয় ঘটনার তদন্ত শুরু হলেও এখনও কেউ গ্রেফতার হয়নি। এই মন্দিরকে টালি ও মোজাইক করে নতুনভাবে সাজে

মন্দিরের দেখভালের সর্বময় কর্তা বাবলু দাস বলেন, ২০২১ সালের ১৬ জুন প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টির রাতে মন্দিরের অ্যাসবেস্টারের ছাদ ভেঙে মায়ের সোনার গহনা, বাসনপত্র সর্বস্ব চুরি করে নেয় দুষ্কৃতীরা। ১৯৬৪ সালের ৩ নভেম্বর মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়। তখন অ্যাসবেস্টসের ছাউনি দিয়ে ঘেরা মন্দির ছিল। কিন্তু লকডাউনে শুনশান রাস্তায় বৃষ্টির রাতে ভয়ংকর চুরির ঘটনা ঘটে। প্রায় ১ লাখ টাকার জিনিস চুরি করে নিয়ে গিয়েছে চোরেরা। প্রবীর চন্দ্র কুণ্ডু বলেন, আমর্হাস্ট স্ট্রিট থানার পুলিশ এসে দেখে গিয়েছিলেন, প্রসঙ্গত, সজ্জিত করতে প্রায় ৩ লাখ টাকা খরচ হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের ও মায়ের ভক্তদের সহযোগিতায় মন্দিরটি নির্মিত হয়। এই মন্দিরে অমাবস্যাতে কালীপুজো ও দেওয়ালীতে পুজো দিতে ভক্তরা ভিড় করেন। পূজাঅর্চনা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা হয়। মা কালী সকলকে শক্তি জুগিয় আশীর্বাদ করুন। কলেজ স্কোয়ার বইমেলা চলার সময় এখানে তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ, স্বাস্থ্য মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও নির্মল মাজি পরিদর্শন করেন। তারা সকলেই মন্দির সম্পর্কে উচ্চ প্রশংসা করেন।

শরৎ–স্মৃতি দেখিয়েই তৃপ্তি

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যে সময় লেখালেখি করতেন তখন রূপনারায়ণ নদী ছিল প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে। এখন এই টালির ছাউনি দোতলা বাড়ি থেকে রূপনারায়ণ নদী মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে তাঁর ওই ঘরের মধ্যে রয়েছে একটি আরামকেদারা। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিশ্রাম নিতেন তাতে। গ্রামীণ হাওড়ার বাগনান ২ নম্বর ব্লকের অধীনে সামতাবেড়ে। রূপনারায়ণের নদীর পাড়ে শরৎচন্দ্রের বাসভবনে গড়গড় করে যিনি কথাশিল্পী সম্রাটের কথা বলে যাচ্ছিলেন তিনি টুবাই পতি। বিকম গ্র্যাজুয়েট। তাঁর বাবা বাপি পতি বাড়িটির পুরো দেখভালের দায়িত্বে রয়েছেন। এঁনারা বংশপরম্পরায় ৫০ বছর ধরে রয়েছেন। বর্তমানে টুবাই বাড়ির আনাচে–কানাচে শরৎচন্দ্রের ব্যবহৃত জিনিসপত্র ঘুরিয়ে দেখান পর্যটকদের। এক কথায় গাইডের দায়িত্ব পালন করেন। সে চতুর্থ বংশধর প্রায় ৭ বছর ধরে এই বাড়িতে গাইডের কাজ করছেন। এই গাইডের কাজ করার সুবাদে ২ বিঘা জমির উপর টালির ছাউনি ৫টি মাটির ঘর সমেত শরৎচন্দ্রের বাসভবনটি তার ঠোঁটের গোড়ায়। চলতি বছরের ২০ মার্চ রবিবার এই বাসভবনে হাওড়া গ্রামীণ সাংস্কৃতিক চক্র আয়োজিত সারা বাংলা কবিতা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান কর্ণধার ছিলেন চন্দ্রনাথ বসু। ওইদিন শিয়ালদহ থেকে বাচিক শিল্পী তথা সঞ্চালক মধুমিতা ধৃত কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন টুবাইকে করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। সামতাবেড়ে থাকাকালীন শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন একাধিক উপন্যাস ও ছোট গল্প। তাঁর এই সব ঘরে রয়েছে শরৎচন্দ্রের ছোঁয়ামাখা গড়গড়া, রাইটিং টেবিল, লাঠি, খড়ম (জুতো), রেডিও। সাহিত্যপ্রেমীরা তো এখানে আসেনই। প্রতিদিন আসেন বহু পর্যটক। বিশেষ করে শীতের মরশুমে। শিয়ালদহের বাসিন্দা মধুমিতা টুবাইকে ভাল্বসেট রেডিয়ো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। টুবাই তাঁকে জানান, এই রেডিয়ো শুনতেন শরৎচন্দ্র। এবং কৃষকদের খবর শোনাতেন। বাড়ির মাটির দোতলায় দুটি কক্ষের মধ্যে একটিতে বিছানা পরিপাটি শয্যা। শরৎচন্দ্রের ভাইপোর ছেলে জয় চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রী মৌসুমী কলকাতা থেকে গেলে ওই ঘরে থাকেন। অন্য একটি ঘর দেখিয়ে টুবাই বলেন, এখানে মৃত্যু হয়েছিল শরৎচন্দ্রের দ্বিতীয় স্ত্রী হিরন্ময়ী দেবীর। এখানে ২৩ বছর কাটিয়েছিলেন। শরৎবাবু জীবনের শেষ ১২ বছর এখানে কাটিয়েছিলেন (১৯২৬–১৯৩৮)। তাঁর বড়দি অনিলা দেবী পাশের গ্রাম গোবিন্দপুরে থাকতেন। লেখার ঘরের পাশেই রয়েছে বৈঠকখানা, তাকিয়া দেওয়া বালিশ। রাধাকৃষ্ণের একটি মূর্তি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস শরৎচন্দ্রকে দিয়েছিলেন নিত্য পুজোর জন্য। ইংরেজরা যখন দেশবন্ধুকে গ্রেফতার করেন সেই রাধাকৃষ্ণের মূর্তিটি সাহিত্য সম্রাটের জীবদ্দশায় নিত্যপুজো হতো। এখনও হয়। এই বাড়ি থেকেই তাঁর লেখা উপন্যাস শ্রীকান্তের চতুর্থ পর্ব, বিপ্রদাস, শেষ প্রশ্ন, সাহিত্য অনুরাধা, সতী পরেশ, দেনাপাওনা, পল্লীসমাজ, দত্তা, শেষের পরিচয় (অসমাপ্ত)। শরৎচন্দ্র তখন জাতীয় কংগ্রেসের হাওড়া জেলার সভাপতি। সে সময় কংগ্রেসের প্রতীক ছিল চরকা। সেই সময়কার দুটি চরকা এখনও আছে। একটি ছোট ও একটি বড়। হাওড়া জেলা কংগ্রেসের গোপন বৈঠক করতেন এই বাড়ির বৈঠকখানায়।

এখানে বৈঠক করতে কলকাতা থেকে আসতেন সুভাষচন্দ্র বসু, রাসবিহারী বসু, বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়, বাঘাযতীন। আবার বৈঠকখানাতেই শরৎচন্দ্র গ্রামের লোকেদের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করতেন। যদিও শরৎচন্দ্র বিভিন্ন জায়গায় থাকতেন। এরপর তিনি কলকাতায় ২৪ নম্বর শরৎ চ্যাটার্জী স্ট্রিটে (ট্রাঙ্গুলার পার্কে) থাকতে শুরু করেন। আজ যেখানে শরৎ ভবন ট্রাস্টি বোর্ড নির্মাণ হয়েছে। এছাড়া তিনি বাজে শিবপুর, বর্মা প্রভৃতি স্থানে বসবাস করেন। তাঁর জন্মস্থান হুগলির দেবানন্দপুরে (ব্যান্ডেল)। এখানকার চুঁচুড়ায় ডাফ স্কুলে পড়াশোনা করেন। তবে টুবাই পতি শরৎকাকুকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে তাঁর জীবনের স্মৃতি বিজড়িত জিনিসগুলি আঁকড়ে ধরে তৃপ্তির সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করছেন।

মহিলা পুরোহিতের ভূপালে পাড়ি

কলকাতার মহিলা পুরোহিতরা মধ্যপ্রদেশের ভূপালে গিয়ে পাঞ্জাবী ছেলের সঙ্গে বাঙালি কনের বিবাহ সম্পন্ন করলেন। মহিলা পুরোহিত ছিলেন দীপশ্রী গাঙ্গুলী, দত্তাপ্রিয়া ও সোমা চ্যাটার্জী এবং পণ্ডিত ছিলেন কেশব আচার্য ও কী বোর্ডে গৌতম শীল উপস্থিত ছিলেন। বৈদিক মতে পুরোহিতরা হিন্দী, ইংরাজী

ও সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে চার হাত এক করলেন। তাঁরা দুজনেই অস্ট্রেলিয়া ও ইটালীতে কর্মরত। দু'জনের কর্মসূত্রে পরিচয় থেকে ভালবাসার সম্পর্কে গাঁটছড়া বাঁধলেন।

প্রতিবেদন ও ছবি : মলয় সূর

বিনা ওষুধে রোগ সারান

দুর্গাদাস সরকার

ঘুম আনতে

রাতে শোবার আগে বজ্রাসন করুন। চিরুনি দিয়ে মাথা আচরাণ, পায়ের গোড়ালি জল ধুয়ে ফেলুন আঙুলের ডগায় জল দিয়ে নাভিতে দিন, ঘাড়ে জল হাত দিয়ে বুলিয়ে দিন। রাতে শুয়ে ডাইনে, বায়ে গড়াগড়ি করে চিং হয়ে শুয়ে এক হাতের আঙুল অন্য আঙুলের খাঁজে ঢুকিয়ে একদিকে চাপ অন্যদিকে ছাড় করতে হবে, এতেও যদি ফল না হয় তখন দুটো হাত প্রণামের ভঙ্গিতে রেখে বুকে দুপাশের চিবুকের খাঁজের মধ্যবর্তী স্থানে শুয়ে শুয়ে জোরে শ্বাস নিয়ে বন্ধ করে পরে ধীরে ধীরে ছাড়তে হবে, প্রাণায়ামের ভঙ্গিতে। এছাড়া অবসর পেলে বুড়ো আঙুলের ডকা তর্জনীর ডগায় চাপ দিয়ে মাঝারি হাল্কা চাপ দিয়ে ধরে রাখবেন এতে অনিদ্রা কেটে যাবে। তবে ওষুধ খাওয়া রোগীদের ক্ষেত্রে উপরোক্ত কোনও পদ্ধতিই বিশেষ কার্যকরী হতে বা, তবে অভ্যাস করতে করতে ঘুমের ওষুধ বর্জন করা যেতে পারে। এ জন্য প্রচাপন (আকুপ্রেসার) বিদ্যায় শিক্ষিত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

ঘুম তাড়াতে

অনেক সময় পড়তে পড়তে ঘুম আসে। কোন মিটিং বা গানের আসরে শ্রোতারা ঘুমিয়ে পড়েন। সে অবস্থায় চোখে জলের ঝাপটা দিয়ে যে পদ্ধতিতে ঘুম আনার জন্য আঙুলের খাঁজে খাঁজে আঙুল ঢোকানোর কথা বলেছি সেইটি অনবরত করতে বা দাঁড়িয়ে কিংবা বসে বসে।

ক্রিমি তাড়াতে

সকালে খালি পেটে শিউলি পাতার কাঁচা রস খেলে কৃমি নাশ হবে। হাতে এবং পায়ের কনিষ্ঠা আঙুল যেখানে চামড়ায় মিশেছে তার পাশে প্রচাপন করলে ক্রিমি জব্দ হবে।

হাজা

প্রতিদিন রাতে শোবার সময় তুলে গুঁজে দিন আক্রান্ত দুই আঙুলের ফাঁকে। তুলো না পেলে তুলোর সুতোয় তৈরি কাপড়ের ন্যাকরা ব্যবহার করা যাবে। দিনের বেলা আক্রান্ত স্থানে সূর্যের আলো লাগাতে হবে।

শুকনো কাশি

বিরক্তিকর শুকনো কাসি বন্ধ করতে ডান হাতের বুড়ো আঙুল বাঁ হাতে সমগ্র অংশ দিয়ে পেঁচিয়ে ধরে ঘোড়াতে থাকুন। ডান হাতের পর বা হাতের বুড়ো আঙুল ডান হাত দিয়ে ঘোড়ান। এছাড়া হাতের বুড়ো আঙুল থেকে তর্জনী পর্যন্ত সঙ্গে যান। উভয় আঙুলে করতে হবে।

মাঙ্গলিকী

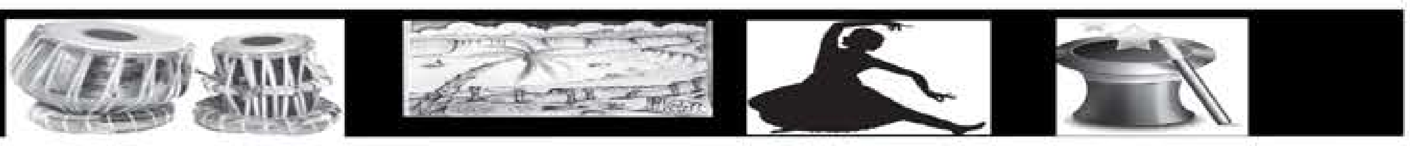

এক অন্য মাত্রার বায়োপিক

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবদ্দশায় তাঁর সম্মতি ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে অভিযান বায়োপিক নির্মিত, সে ছবির আলোচনায়

ড. শঙ্কর ঘোষ

বাঙালির শিল্প সংস্কৃতির দরবারে শেষ আইকন বলে যাঁকে চিহ্নিত করা হয়েছে, সেই সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবন নিয়েই তৈরি 'অভিযান'। আড়াই ঘন্টার মধ্যে এই বিরাট মাপের শিল্পীকে ধরা এক দুরূহ ব্যাপার। তাঁর বিরাট সত্ত্বা জুড়ে ছড়িয়ে আছে শিল্পী জীবন। সেটাকেই মূলত প্রাধান্য দিয়ে গড়া এ ছবি। সেজন্য অবশ্যই পরিচালক পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় ধন্যবাদার্হ। শিল্পী জীবন ভাবনার অংশগুলির ব্যাখ্যা সৌমিত্রের মুখেই শুনতে পাই। ডাবিং হয়ত সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি সৌমিত্র। তাই কফি হাউস সহ নানান জায়গায় তাঁর সংলাপংশের সঙ্গে বাইরের আওয়াজও এসেছে। তাতে কিন্তু ছন্দপতন হয়নি। বাচিক শিল্পী হিসাবে সৌমিত্রের অবদান নজিরবিহীন। আক্ষেপ থাকে আরও কিছু কবিতার টুকরো টুকরো অংশ তাঁর মুখ থেকেই শুনতে না

পাওয়া। কৃষ্ণনগর জীবন, কলেজ জীবন, ইউনিভার্সিটি জীবন, এক্ষণ সম্পাদনা, রাজনীতির সঙ্গে যোগ, কফি হাউসের আড্ডা, স্ত্রী দীপার সঙ্গে তাঁর জীবন, উঠে এসেছে প্রথমার্ধে টানটান ভাবে। সেখানে অবশ্যই যুবক সৌমিত্রের চরিত্রে যীশু সেনগুপ্তের অভিনয় দর্শকের নজর কাড়ে। মন উন্মনা করে দেয় ঝিন্দের বন্দী, সাত পাকে বাঁধা, অরণ্যের দিনরাত্রি প্রভৃতি ছবির দৃশ্যকল্পগুলি।

অবধারিত ভাবে সৌমিত্রের সঙ্গে কাজ করা শিল্পীদের আনা হয়েছে আরও বাস্তবধর্মী করতে। এই ভিড়ে মনে থেকে যায় সুচিত্রা সেন রূপে পাওলি দামকে। অনবদ্য অভিনয়। প্রসেনজিৎএর চেহারাই হয়ে উঠেছে মহানায়ক চরিত্রে অভিনয়ের অন্তরায়। দারুণ লেগেছে সত্যজিৎ রায়ের চরিত্রে কিউ-এর অভিনয়। মনে ধরে না ছবি বিশ্বাসের ভূমিকায় দুলাল লাহিড়ির অভিনয়। অনেক নায়িকার প্রসঙ্গ এলেও তিনি বেশি কাজ করেছেন সন্ধ্যা রায়ের সঙ্গে তাঁর প্রসঙ্গ নেই। অনেক পরিচালকের প্রসঙ্গ এলেও তরুণ মজুমদারের প্রসঙ্গ নেই। আলাপচারিতার সূত্রে সত্যজিৎ, মৃণাল সহ অনেকের কথা আছে। এসেছে অঞ্জন চৌধুরীর নির্দেশনায় সৌমিত্র কোনও ছবিতে কাজ করেননি। তাঁর স্ক্রিপ্টে নির্মিত ছবিতে অবশ্য কাজ করেছেন। এসব ছবিতে তাঁর কাজ করার প্রসঙ্গে রোজগেরে অভিভাবকের চেহারাটাই উঠে আসে। সেখানে সৌমিত্রের সংবেদনশীল অভিনয় মুগ্ধ করে রাখে। সব মিলিয়ে পরমব্রতের প্রচেষ্টা ও যীশু সেনগুপ্তের অভিনয় প্রাপ্তির ভাণ্ডারকে অনেকটাই পূর্ণ করে দেয়।

'নারী তুমি কী সমাজের যুপকাষ্ঠে বলিপ্রদত্ত'

নাটক

কৃষ্ণ চন্দ্র দে

বিগত ২৪ এপ্রিল তপন থিয়েটারে কলেজ স্ট্রীট মর্গান প্রযোজিত তৃপ্তি মিত্র রচিত, রাহুলদেব ঘোষ সম্পাদিত ও রোমিত দাস নির্দেশিত নাটক 'বলি' দেখলাম। আইনজীবী বাসুদেব চ্যাটার্জীর স্মৃতিচারণায় নাটকটি দর্শকের দরবারে এলো। সাদামাটা কাহিনী নির্ভর নাটক। নাটকটির মূল বার্তা নারী সমাজের আত্মত্যাগ। নারী সমাজের অগ্নিপরীক্ষা। তা সে ভালবাসার জন্যই হোক বা সতীত্বের পরীক্ষার জন্যই হোক। পুরুষ তান্ত্রিক সমাজে পুরুষের কোনও অগ্নি পরীক্ষার বিধান সমাজপতিরা রাখেন নি। নাটকে আমরা দেখতে পাই- স্বাধীনতা সংগ্রামী সত্যপ্রিয় কিশোর বয়সে কমলাকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিপ্লবী কাজের জন্য অন্তরালে চলে যায় আর ফিরে আসতে পারেনি। কিছুকাল পরে কমলার সাথে বিয়ে হয়ে যায় ব্রিটিশ সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট অরুণ চৌধুরীর সাথে। কিন্তু কমলা পারেনি তার প্রথম ভালবাসাকে উপেক্ষা করতে। কিন্তু বর্তমান স্বামীকে গ্রহণ করেও কোথায় যেন ভালবাসায় ফাঁক থেকে যায়। একদিন হঠাৎই সত্যপ্রিয় ফেরারী আসামী হয়ে এসে পড়ে ডিএম-এর বাংলোয়। এবং পালাতে গিয়ে এসে পড়ে কমলার সামনে। মুখোমুখি হয় ডিএম-এর সামনে, এখন কী করবে কমলা? প্রেমের সঙ্কটে ভালবাসার দ্বন্দ্বে অবশেষে নিজেকে বলি দেয় সে।

সত্যপ্রিয়র ধরা পড়ে যাওয়ায় তার কী শাস্তি হবে? যাবজ্জীবন না মৃত্যুদণ্ড? ভালবাসার ঘাতপ্রতিঘাতে অতিরিক্ত মাত্রায় আবেগ তাড়িত হয়ে কমলা আত্মহননের পথই বেছে নেয়। তার এই আত্মহনন আত্মপ্রেতনা অনভিপ্রেত তার বিচারের ভার আমি দর্শকের উপর ছেড়ে দিলাম।

অভিনয়ে সবার প্রথমেই বলতে হয় কমলা চরিত্রে সুলগ্না মুখোপাধ্যায় এবং ডিএম-এর ভূমিকায় রোমিত দাসের সংযত অভিনয়। তবে সুলগ্নাকে স্ক্রিপ্ট অনেক বেশি সুযোগ দিয়েছে। এরপরে বলতে হয় সত্যপ্রিয়র ভূমিকায় রাজীব বর্ধনের অভিনয়। আর যারা আছেন মিঃ সাহার চরিত্রে সৌমিত রায়, কালোর মা ও কালো দিদা চরিত্রে সোমা চক্রবর্তী, বাসুদেব চরিত্রে সম্রাট সেনগুপ্ত এবং কমলা ছোটর ভূমিকায় মৌসুমী পাল এবং ছোট সত্যপ্রিয়র ভূমিকায় সৌরভ পয়রা। প্রত্যেক শিল্পীই কাজ চালিয়ে দিয়েছেন সিচুয়েশন মতো। আবহে বারবার বন্দেমাতরম সঙ্গীত বেজেছে। আলোর ক্যারিশমা দেখাবার সেরকম সুযোগ ছিল না। তবে নাটকটি দেখতে ভাল লেগেছে। ওদের আরও ভাল কাজের প্রত্যাশায় রইলাম।

'সিনেমার অন্তরালে' ৫০ পেরিয়ে

শ্রেয়সী ঘোষ : দেখতে দেখতে ইউটিউব চ্যানেলে সম্প্রচারিত 'সিনেমার অন্তরালে' অনুষ্ঠানটি তার ৫০ পর্ব অতিক্রম করেছে। একটি ছবি তৈরির আগে, ছবির শুটিং চলাকালীন, পোস্ট প্রোডাকশনের সময় অনেক রকমের ঘটনা ঘটে থাকে। সে ঘটনা অভিনবও হতে পারে, আবার রোমাঞ্চকর হতে পারে, মজার ঘটনা তো হতেই পারে। সেই সব ঘটনা থেকে নির্বাচন করে নিয়ে উপস্থাপিত করা হয় 'সিনেমার অন্তরালে' অনুষ্ঠানে। ২০২১ সালের অক্ষয় তৃতীয়ায় এর যাত্রা শুরু হয়েছিল। প্রতি রবিবার সকাল ১০টায় এই আকর্ষণীয় অনুষ্ঠানটি সম্প্রচারিত হয়ে থাকে। উপস্থাপক

বাংলা ছবির জনপ্রিয় অভিনেতা ড. শঙ্কর ঘোষ। তিনি অধ্যাপকও বটে। ৫০তম পর্বটি ছিল 'জীবন যে রকম' ছবির কেয়া চক্রবর্তীর দুর্ঘটনায় মৃত্যু নিয়ে ঘটনাটি। সম্প্রতি যে সব ছবির ঘটনা নিয়ে অনুষ্ঠান নির্মিত হয়েছে তার মধ্যে আছে মরুতীর্থ হিংলাজ, হাঁসুলীবাঁকের উপকথা, দীপ জ্বেলে যাই, হীরক জয়ন্তী, বাদশা, ছদ্মবেশী, সপ্তপদী, অগ্নিপরীক্ষা, মেজদিদি, আলো আমার আলো, মুক্তি, পঞ্চতপা প্রভৃতি ছবি। প্রায় দশ মিনিটের এই অনুষ্ঠানে দর্শকরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে দেখেন। জানতে পারেন ছবি নির্মাণের আড়ালের নানা ঘটনা, তাঁদের অভিজ্ঞতাকেও সমৃদ্ধ করতে পারেন। বেঙ্গল মুভিওয়ালা টিম নিবেদিত এই অনুষ্ঠান নির্মিতিতে সহযোগিতা করেছেন 'ফিল্ম ৩৫' এবং 'বিনোদন প্লাস'। অনুষ্ঠানটির পরিকল্পনা ও রূপায়ণের দায়িত্ব জয়ন্ত কুমার ঘোষ। চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা ও পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন বাপ্পাই সিনহা। অনুষ্ঠানটির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

বিশ্ব নৃত্য দিবসে নট বর্দ্ধিনী

মলয় সুর : একদল শিশু শিল্পী মন মাতিয়ে দিল বড়দের। চন্দননগর নিত্যগোপাল স্মৃতি মন্দির মঞ্চে নটবর্দ্ধিনী ফাইন আর্টস আকাদেমির নৃত্য প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক অনুষ্ঠান বিশ্ব নৃত্য দিবস ও শ্রমিক দিবসের দিন অনুষ্ঠিত হল। প্রসঙ্গত করোনার আতঙ্ক পরিস্থিতি এবং দীর্ঘ লক ডাউন থাকার দরুণ দু'বছর নিয়মবিধি মানতে বদ্ধ ছিল। শিশু শিল্পীরা প্রথমেই শ্রদ্ধাঞ্জলী নৃত্যের তালে তালে নিজেদের যোগ্যতার প্রমাণ রেখেছে। এরাই যখন গণপতি রাইম নাচল তখন তাদের নৃত্যজ্ঞান ও পারদর্শিতায় অবাক হতে হয়। শতদল বিকশিত হোক এই সংস্থার প্রধান নৃত্য শিক্ষিকা মধুরিমা চক্রবর্তী মুখার্জি ২ বছর বয়স থেকে উত্তরবঙ্গের মালদার নৃত্য শিক্ষিকা অতসী পণ্ডিতের কাছে ভরতনাট্যম

ও অন্যান্য নাচে হাতে খড়ি হয়। সেই শুরু ২৮ বছর ধরে নাচের জগতে পারদর্শিতা লাভ করেছেন। বর্তমানে মধুরিমার ধ্যানজ্ঞান এই নৃত্য স্কুল নটবর্দ্ধিনী ফাইন আর্টস আকাদেমি। তার বাবা চাকরি সূত্রে মালদায় থাকতেন। পরবর্তী পর্যায়ে আদি বাসস্থান চন্দননগরে ফিরে আসেন। তাঁর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অক্লান্ত পরিশ্রমে উন্নতিতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন স্বামী দিব্য মুখার্জী। এদিন সন্ধ্যায় মঞ্চে মা শুক্লা চক্রবর্তীকে অভিনব ভাবে মধুরিমা সংবর্দ্ধিত করলেন। কিশোরী নৃত্য শিল্পীদের ওড়িশি, অসমের কুচু নৃত্য ও লোক নৃত্যের আঙ্গিকে পরিবেশিত মোট ২১টি নৃত্যগুলিও মন্দ নয়। এই নৃত্যের পরিবেশনায় শিশু ও কিশোরী শিল্পীদের দক্ষতার ছাপ স্পষ্ট। সৌজন্য দে-এর আবৃত্তি কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের লেখা 'এক যে ছিল'। অন্যদিকে শ্রাবণী দাসের আবৃত্তি বুদ্ধ দাশের লেখা কবি মশাই শ্রুতিমধুর লাগে। সবচেয়ে উল্লেখ্য, শ্রমিক দিবস উপলক্ষে শ্রমিকদের জন্য মধুরিমা উৎসর্গ করলেন 'শপথ' নৃত্যের সঙ্গে ভাষ্যকার অন্তরা কুণ্ডু দুজনের যুগলবন্দী দৃশ্য অতুলনীয়। হল ভর্তি দর্শকরা হাত তালি ও প্রশংসায় ভরিয়ে দেয়।

মনসা পূজা ও ভীম মেলা

জয়দেব আচার্য : সাগরদ্বীপের ধসপাড়া সুমতি নগর ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের সুমতি নগর দক্ষিণ পল্লী নবজোয়ান সংঘের পরিচালনায় পাঁচদিন ব্যাপী মনসা পূজা ও ভীম মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এটি ১০ম বর্ষ। এই মেলার সভাপতি সৌরভ মান্না বলেন, এই পাড়ার যুবক কর্মীরা বেশিরভাগ পশ্চিমবঙ্গের বাইরে কেউ কেরালা, হায়দ্রাবাদ কাজ করতে যাই। গ্রামের কোনও পূজা অনুষ্ঠানে থাকতে পারি না। পাড়ার সকলে এই অনুষ্ঠানের অপেক্ষায় থাকে। তাই আমরা সবাই এলে আমাদের কঠোর পরিশ্রমের অর্জিত বেশিরভাগ অর্থ এই অনুষ্ঠানে খরচ করি। সহযোগিতায় মহিলারা। এবছর আমাদের থিম মহাভারতের মধ্যম পাণ্ডব ভীম। উচ্চতা ২৫ ফুট। এখানে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ ভীমদর্শন ছাড়াও নরনারায়ণ সেবা বাউল গান, নৃত্য অনুষ্ঠান দেখে ও আনন্দ উপভোগ করেন।

স্মৃতি চারণায় মাণিকের মণি–মাণিক্যরা

প্রিয়ম গুহ : সত্যজিতের শিল্পীরা আজ অনেকেই নেই। আবার বেশ কয়েকজন এখন আমাদের মধ্যে সত্যজিতের স্মৃতি নিয়ে রয়েছেন। তাঁদের সকলকে একই মঞ্চে এক আড্ডায় দেখা গেল রবীন্দ্রসদনে। কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের শেষ লগ্নে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল সত্যজিতের এই সকল শিল্পীদের। মঞ্চ আলো করে অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

আবার অনেকেই শারীরিক অসুস্থতা বা অন্যান্য কারণে উপস্থিত হতে পারেন নি। এবছর চলচ্চিত্র উৎসব সত্যজিৎ রায়ের জন্ম শতবর্ষকে আধার করেই তাকে পরিপূর্ণ রূপ দিয়েছিল। নন্দন চত্বর সেজে উঠেছিল সত্যজিতের বিভিন্ন সিনেমার পোস্টারে।

রবীন্দ্রসদনের এই দুপুরে বরুণ চন্দ্র তাঁর স্মৃতিকথায় তুলে ধরেন কীভাবে তাঁকে সত্যজিৎবাবু সিনেমার জন্য ভেবেছিলেন। তাঁর কোট প্যান্ট পরার অভ্যাস সেই সিনেমার জন্য প্রয়োজন ছিল। তাই সাবলীল ভাবে এই চরিত্রটি করবার জন্য সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের জায়গায় নবাগত বরুণ চন্দ্রকেই বেছে নিয়েছিলেন তিনি।

মনোজ মিত্র তাঁর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, মানিকবাবুর ভাবনা ছিল এক অন্য পর্যায়ে। তাকে সুষ্ঠুভাবে রূপায়িত করতে পারতেন চলচ্চিত্রে তাই একটি মণিমাণিক্য হয়ে ঝড়ে পড়ত প্রেক্ষাগৃহে। রঞ্জিত মল্লিক বলেন, সত্যজিৎ বাবু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সব জিনিসগুলিকে এমনভাবে সাজিয়ে তুলতেন যা এক একটা হয়ে যেত সময়ের দলিল। শুটিং ফ্লোরে বিভিন্ন মানুষের আনাগোনা থাকতই কথাবার্তা হতোই কিন্তু সত্যজিৎ রায়ের মন থাকতো শুধুমাত্র শটের দিকে। গালে হাত দিয়ে এমনভাবেই মনোযোগ দিতেন যে তাঁর কানে কোনও কথাই ঢুকতো না। অনেক বিদেশিরাও শুটিং দেখতে আসতেন। কিন্তু সেই সময় আমাদের বাংলা সিনেমার শুটিং ফ্লোরের ছিল সত্যি খুবই করুণ অবস্থা। চারদিকে ঝুল ধরে থাকত। আমাদের লজ্জা হলেও মানিক বাবুর তেমন কোনও ভ্রুক্ষেপ ছিল না কারণ সেই সব ফ্লোরেই অনবদ্য সব সিনেমা রূপ পেয়েছে এবং জিতেছে বিভিন্ন পুরস্কার।

মমতা শংকর তাঁর স্মৃতিচারণায় বলেন, এমন এক মানুষের সামনে অভিনয় করতে গেলে হাত পা কাঁপত। একদিন কোনও একটা কারণে একটি পেন এবং কাগজ চেয়েছিলেন। সত্যজিৎবাবু তাঁর নিজের ফাউন্টেন পেনটা বার করে দিলেও সেই পেন দিয়ে লিখতে হাত কেঁপে উঠেছিল কারণ সেই পেনের জাদুতেই বিভিন্ন কালজয়ী সিনেমার স্ক্রিপ্ট থেকে গল্প তৈরি হয়েছিল শেষমেষ অন্য পেন দিয়ে লিখতে পেরেছিলাম। পথের পাঁচালির সেই অপু এখন আর ছোট নেই। বেশ বয়স হয়েছে সুবীর ব্যানার্জীর। কিন্তু তিনি এখনও সকলের কাছেই ছোট্ট অপুটিই রয়ে গেছেন। তাঁর স্মৃতি চারণায় তিনি বলেন, কাকাবাবু আমাকে দেখে একদিন ডেকে পাঠালে আমি যাই তার কাছে এবং অপুর জন্য

আমাকেই তিনি খুঁজছিলেন প্রায় এক বছর ধরে। আমার মা কোনও ইচ্ছাই ছিল না তাই মামা বাড়িতে নিয়ে গিয়ে আমার চুল কেটে দেয় যাতে আমি অপুর চরিত্র করতে না পারি। কিন্তু কাকাবাবু ঠিক লোক পাঠিয়ে সেখান থেকে আমাকে ধরে নিয়ে চলে আসেন। তারপর তো পথের পাঁচালী হল এবং এক ইতিহাস রচনা হলো। সত্যজিৎ রায়কে নিয়ে প্রদর্শনী দেখতে দেখতে সেই ছোট্ট অপু আমাদের এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে জানান, এখনও পথের পাঁচালি দেখলে নস্টালজিয়ায় ভেসে যাই মনে পড়ে সেই সব পুরনো স্মৃতি। বাড়ির সকলের স্মৃতি রোমন্থন করতে থাকি। ছোট্ট অপুর ছবির সামনে দাঁড়িয়ে এখনের অপু সকলের সাথে সেলফি তুলতে তুলতে বার বার বলতে থাকেন এসবই পাওয়া তার কাকাবাবু অর্থাৎ সত্যজিৎ রায়ের জন্য। সোনার কেল্লার সেই মুকুল অর্থাৎ কুশল চট্টোপাধ্যায়ও তার স্মৃতিচারণে বলেন, শিশু শিল্পীদের সাথে সত্যজিৎ রায় মিশতেন একটু অন্যরকম ভাবে, তিনি বলেন, যদি জানতাম সত্যজিৎ রায় কে তাহলে হয়তো সিনেমাটা করতেই পারতাম না। আসলে তখন ছোট ছিলাম আর জানতাম না তিনি কে বড় হয়ে বুঝেছি কার সান্নিধ্য পেয়েছি কার হাত ধরে সিনেমা জগতে পা রেখেছি। তোপসে অর্থাৎ সিদ্ধার্থ চ্যাটার্জীও একই কথা বলেন। এবং বলেন আগে সোনার কেল্লার ওদিকে কেউ ঘুরতে যেত না। কিন্তু সিনেমাটি হওয়ার পরে এখন ওখানকার মানুষের দুঃখ দুর্দশা দূর হয়েছে। এমন কী মুকুল নামে একটি দোকানও ওখানে তৈরি হয়েছে এসবই সত্যজিৎ রায়ের অবদান। নায়ক সোহমও কিন্তু সান্নিধ্য পেয়েছে সত্যজিৎ রায়ের। তার মুখেও একই কথা শোনা গেল। রবীন্দ্র শতবর্ষের আলোকে তৈরি তিন কন্যার পোস্ট মাস্টারের ছোট মেয়েটি তথা চন্দনা চ্যাটার্জী স্মৃতি চারণায় একই কথা বলেন এবং তিনি আরও বলেন, ছোট বেলায় মনে হয়েছিল সিনেমা করতে যাচ্ছি অনেক মেকাপ অনেক সাজগোজ করাবে কিন্তু সেখানে গিয়ে সেই ছেঁড়াকাপড় আর কাঁচের চুরি পরতে হলো আমাকে। বলে দেওয়া হয়েছিল চুলে যেন তেল না দেওয়া হয়। আসলে সত্যজিৎবাবুর পারফেকশনটা ছিল একটু অন্য ধরনের। তাই আমাদেরকে খুঁজে খুঁজে বার করে তিনি ছবি গুলো করেছিলেন। এছাড়াও এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সত্যজিৎ রায়ের সিনেমার ক্যামেরাম্যান অনিল ঘোষ। তিনি বলেন, সত্যজিৎবাবুর সাথে তার এক অনবদ্য টিউনিং হয়ে গিয়েছিল, শটের মাধ্যমে কোনটা রাখতে হবে এবং কোনটা রাখতে হবে না তা চোখের ইশারায় বুঝে নিতে পারতাম। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্থির চিত্রকার হীরক সেন সহ আরও অন্যান্যরা। সত্যজিৎ পুত্র সন্দীপ রায় এদিন বিশেষভাবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তার বাবার খেরোর খাতা প্রসঙ্গে বলেন। আসলে শুটিংয়ের যাবতীয় প্রসঙ্গ লেখা থাকতো খেরোর খাতায়। লাল মলাটের সেই খেরোর খাতা একটি সিনেমার ইতিহাস ও স্মৃতি বয়ে নিয়ে চলেছে। তিনি আরও বলেন, সত্যজিৎ বাবুর কাছে অবারিত দ্বার। সকাল থেকেই বহু লোক তার কাছে আসতেন এবং তিনি সবার সাথে কথা বলতেন। আর তার খাতার একদম পিছনের পাতায় যাতে কেউ 'ইন্টারেস্টিং' লাগত তাঁর মুখের একটি অবয়ব তিনি এঁকে রাখতেন কোনও সময় ছবির জন্য প্রয়োজন হলে তাকে ডেকে পাঠানো হতো। সেই মুখের পাশে লেখা থাকত তার ফোন নম্বর। এদিনের এই অনুষ্ঠানে সকলেই সৌমিত্র চ্যাটার্জীর না থাকাটাকে অনুভব করছেন। এছাড়া অনেকে কাছ থেকে অনেক গল্প শোনা বাকি রয়ে গেল। যেমন অপর্ণা সেন, বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়, ভিক্টর ব্যানার্জী এবং চারুলতা অর্থাৎ মাধবী মুখোপাধ্যায়। শেষ মুহূর্তে হঠাৎ শারীরিক গোলযোগে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে তাঁকে। তাই গল্প শোনা বাকী রয়ে গেল। যদিও হাসপাতালে যাওয়ার আগের দিন রাতে আমাকে ফোন করে হাসপাতালে ভর্তি হবেন বলে জানিয়েছিলেন এবং বার বার বলছিলেন সত্যজিতের শিল্পীরা এই অনুষ্ঠানে না থাকার দুঃখের কথা।

ছবি : কৃষ্ণেন্দু দত্ত

গণ বিবাহ

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর বারাকপুর পুরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডে গঙ্গাপাড়ের বটতলা স্পোর্টিং ক্লাবের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার (২১ এপ্রিল) সন্ধ্যায় ক্লাবের সামনে গণবিবাহ আয়োজন হল। পাঁচটি বাঙালি মেয়ের জীবনে রাজপুত্রের দেখা মিলল। এঁদের বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবন, ক্যানিং, গোসাবা এবং বর্ধমানে।এই জোড়া বরকনে হলেন রূপসা সর্দার–সুজন সর্দার, সুস্মিতা হালদার–গোপাল নস্কর, কৃষ্ণা পুরকাইত–অসীম মণ্ডল, সুজাতা দাস– নিরঞ্জন হালদার, সন্ধ্যা বারিক– কমল কৈবর্ত্ত। ক্লাবের সেক্রেটারি তপোব্রত মুখার্জী বলেন, এই প্রথম বছর সাড়ম্বরে বিয়ের অনুষ্ঠান করতে পেরে মন ভরে উঠল। আমাদের তরফে প্রত্যেক বরকনেকে যৌতুক ও উপহার সামগ্রী দেওয়ার ত্রুটি রাখেনি। বিয়ের বেনারসি, সোনার গয়না, হাতঘড়ি, স্টিলের আলমারি, ট্রলিব্যাগ,

স্টিলের খাট, বিছানা। এমনকি ঘোড়ার গাড়িতে বরকনেকে বিয়ের মণ্ডপে নিয়ে আসার ব্যবস্থা ছিল। বৈদিকমন্ত্র উচ্চারণে লগ্ন অনুযায়ী পাঁচ কন্যার বিবাহ সম্পূর্ণ হল। এদিন ক্লাবের প্রত্যেক সদস্যরা হলুদ রঙের পাঞ্জাবী পরে স্বেচ্ছাসেবকের ভূমকায় ছিলেন। পাশাপাশি মেয়েরাও ব্যস্ত বিয়ের সব কিছু তদারকিতে। এরই সঙ্গে বঙ্গ বাজিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সেখানে অভিনেত্রী সায়ন্তিকা ব্যানার্জী গান পরিবেশন করেন। এলাহী কর্মকাণ্ডে ভুরিভোজের ব্যবস্থা ছিল। ক্লাবের সহ সম্পাদক অমিত বাগ বলেন, আমাদের বহুমুখী জনসেবামূলক কর্মকাণ্ডের মধ্যে গণবিবাহ এক অন্যরকম অভিজ্ঞতার সাক্ষী হল। কিন্তু কারও বিয়ে দেওয়া প্রথম। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী মদন মিত্র, উত্তর বারাকপুর পুরসভার চেয়ারম্যান মলয় ঘোষ, কাউন্সিলর প্রদীপ বসু।

রক্তদান

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভ্রাতৃত্বের বন্ধন দৃঢ় হোক, রক্তের বন্ধনে এই স্লোগান স্মরণ করে বজবজ খড়িবেড়িয়া ইয়ং স্টার সোসাইটি ক্লাবে রবিবার ২৪ এপ্রিল এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। রক্তদানে মানুষের যে অনীহা রয়েছে, তা দূর করতেই এহেন উদ্যোগ। তীব্র দাবদাহে রাজ্যের হাসপাতালগুলিতে রক্তের চাহিদা তুঙ্গে রয়েছে। সেই অভাব পূরণ করতেই ক্লাবের সদস্যরা এক নতুন নজির স্থাপন করল। কলকাতা শেঠ সুখলাল করনারী হাসপাতাল রক্ত সংগ্রহ করলেন। এই ভরদুপুরে প্রচণ্ড গরমের মধ্যে সুশৃঙ্খলভাবে এতে পুরুষ ও মহিলা সহ ১০০ জন রক্তদান করেন। ক্লাবের প্রেসিডেন্ট অনিমেশ রায় বলেন, এই ক্লাব সমস্ত সামাজিক কার্যকর্মে সাধারণ নাগরিকদের পাশে থাকে, ক্লাব সম্পাদক কমলেশ মণ্ডল বলেন, সতেরো বছর ধরে রক্তদান শিবির চলছে, থ্যালাসেমিয়া রোগীরা হাসপাতালে ভর্তি অবস্থায় রোগীদের কাছে রক্ত পৌঁছে যায় সেই ব্যবস্থা করবেন।

সরকারি উদ্যোগে পাড়ায় পাড়ায় সুইমিংপুল হোক

দাবি এশিয়া সেরা সাঁতারুর

নিজস্ব প্রতিনিধি : পাড়ায় পাড়ায় সরকারি উদ্যোগে সুইমিংপুল তৈরি হোক, এমনটাই দাবি তুললেন এশিয়া সেরা সাঁতারু ভারতের গর্ব সায়নী দাস। পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা নিবাসী তথা কলেজ ছাত্রী সায়নী বিশ্বের সপ্তসিন্ধুর সবচেয়ে দীর্ঘ মলোকাই চ্যানেল সদ্য জয় করে ৩ মে গভীর রাতে নিজের বাড়িতে ফিরে এসেছেন। আর তারপর দিন সকাল থেকেই কালনা শহরের বাড়িতে তাঁকে শুভেচ্ছা জানানোর কার্যত ঢল নেমেছে। সাত সকালেই মিষ্টি, ফুল, উত্তরীয় নিয়ে গিয়ে সপরিবারে সায়নী দাসকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। স্বাভাবিকভাবেই চারিদিক থেকে আসা অভিনন্দন আর শুভেচ্ছার বন্যায় ভেসে যাওয়ার মধ্যেই সায়নী কিছুটা সময় দিলেন আলিপুর বার্তা পত্রিকার এই প্রতিবেদকের জন্যও। এশিয়া সেরা সাঁতারুর সঙ্গে কথোপকথনের মধ্যেই সায়নী জানিয়ে দিলেন তাঁর নানা অনুভূতির কথা, সাঁতার নিয়ে সরকারের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের কথা। সেইভাবেই উঠে এল পাড়ায় পাড়ায় নবীন প্রজন্মের সাঁতার শেখার জন্য যথোপযুক্ত পরিকাঠামো তৈরির প্রসঙ্গও।

কালনার শহরের বাসিন্দা রাধেশ্যাম দাস এবং রূপালী দাসের কৃতী কন্যা সায়নী। পেশায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক রাধেশ্যাম দাসের

মেয়ে সায়নী শৈশবকাল থেকেই একজন মেধাবী ছাত্রীর পাশাপাশি সাঁতারেও ধারাবাহিকভাবে নজর কেড়ে চলেছে। কালনার মতো একটা মফস্বল শহরে সার্বিকভাবে দক্ষ সাঁতারু হিসেবে নিজেকে মেলে ধরার যথেষ্টই পরিকাঠামোর অভাবই শুধু ছিল না নানারকম প্রতিকূল পরিস্থিতিও ছিল। কিন্তু, সবকিছু প্রতিকূলতা ঠেলে ফেলে সায়নী দাস সপ্তসিন্ধু (নর্থ চ্যানেল, কুক স্ট্রেইট, মলোকাই চ্যানেল, ইংলিশ চ্যানেল, ক্যাটালিনা চ্যানেল, সুগারু স্ট্রেইট এবং স্ট্রেইট অব জিব্রাল্টার। সাঁতারুদের কাছে এই সাতটি চ্যানেলকে একত্রে সপ্তসিন্ধু) জয়ের লক্ষ্যে অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলেছেন। ইতিমধ্যেই তিনি ইংলিশ চ্যানেল ও ক্যাটালিনা চ্যানেল অতিক্রম করেছেন। এবার গত ২৮ এপ্রিল জয় করলেন মলোকাই চ্যানেল। সূত্র মারফত জানা গেছে, আমেরিকার হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের মলোকাই চ্যানেলটি সপ্তসিন্ধুর মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘতম (প্রায় ২৭ মাইল) শুধুই নয় অত্যন্ত প্রতিকূলও। এটা জয় করতে সায়নী দাসের সময় লেগেছে ১৮ ঘন্টা ৫০ মিনিট। রাধেশ্যাম দাস বলেন, বিভিন্ন সূত্রে যেটা জানা গিয়েছে, তাতে সায়নী দাসই এশিয়ার প্রথম মহিলা সাঁতারু হিসেবে মলোকাই চ্যানেল জয় করার বিরল কৃতিত্ব লাভ করল এবং আমরা এরপরে হয়তো দেখতে পাব জেনারেল নলেজের বইতে বিশ্বের অন্যান্য সাঁতারুদের সঙ্গে এই তথ্যটাই লিপিবদ্ধ হবে। মেয়ের এই সাফল্যে একজন পিতা হিসেবেই শুধু নয় একজন দেশবাসী হিসেবে অত্যন্ত গর্ব বোধ করছি।

এদিন কথা প্রসঙ্গে জানা গিয়েছে, আমেরিকার সময় অনুযায়ী ২৭ এপ্রিল রাত ৮ টা ২০ মিনিটে সায়নী দাস মলোকাই চ্যানেল জয় করার লক্ষ্যে সাঁতার শুরু করেছিলেন এবং পরদিন বিকেল ৩ টা ১০ মিনিটে সাঁতার শেষ করার পর ভারতের জাতীয় পতাকা মেলে ধরেন। সায়নী বলেন, মলোকাই চ্যানেলে তীব্র স্রোতের কারণে আমাকে বেশ কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও পড়তে হয়েছিল। এটা নিয়ে সপ্তসিন্ধুর তিনটি ধাপ জয় করলাম। পরেরবারের লক্ষ্য নিউজিল্যান্ডের কুক স্ট্রেইট জয় করার। তার জন্য অনেকটাই প্রস্তুতি এগিয়েছে। সায়নী এরাজ্য তথা দেশের নবীন প্রজন্মের সাঁতার প্রশিক্ষণ সহ এবিষয়ে যথাযথ পরিকাঠামো প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে হতাশার দিকটাও কিছুটা তুলে ধরলেন। তিনি বলেন, সকলেরই নিজের সুরক্ষার পাশাপাশি অপরকে রক্ষা করার জন্যও সাঁতার শেখাটা জরুরি। আমার পাড়ার পুকুরেই তো প্রথম সাঁতার শেখা। পুকুরের নোংরা জলের কারণে গায়ে র‍্যাশ বেরোলেও হাল ছাড়তাম না। কিন্তু, এখনতো পাড়ায় পাড়ায় পুকুরের জল নানা কারণে স্নানেরও অনুপযুক্ত। সাঁতার শেখার জন্য হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের প্রতিটি ব্লকে সুইমিংপুল সহ উপযুক্ত পরিকাঠামো আছে দেখেছি। আমাদের এখানেও পাড়ায় পাড়ায় খুব কম করেও ২৫ ফুট লম্বা আধুনিক সুইমিংপুল দরকার। যেখানে স্বাস্থ্যকর পরিবেশে নির্মল জলে নিরাপদে সকলেই সাঁতার শেখার সুযোগ পেতে পারবে। এই সুইমিংপুল তৈরিতে সরকারকে উদ্যোগী হতে হবে। আমি মনে করি, সরকার যদি এভাবে সুইমিংপুল তৈরি করে সাঁতার প্রশিক্ষণে যথাযথ গুরুত্ব দেয় তাহলে আরও অসংখ্য সাঁতারু বিশ্বজয় করে এদেশের মুখ উজ্জ্বল করতে পারবে।

আন্ডারডগ না হটডগ, কারা পাবে আইপিএল?

পারঙ্গম শাস্ত্রী : প্রথম অংশ নিয়েই এবারের আইপিএলে শীর্ষস্থান দখল করে রীতিমতো আলোড়ন ফেলে দিয়েছে হার্দিক পাণ্ডিয়ার নেতৃত্বাধীন গুজরাত টাইটান্স। এখনও পর্যন্ত সেমিফাইনালের পথ মসৃণ করেও ফেলেছে তারা। সহ-অধিনায়ক আফগানি রশিদ খান এবারের মেগা ইভেন্টে তুরুপের তাস হয়ে উঠেছে। বাংলার তথা দেশের উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান ঋদ্ধিমান সাহা দলে গুজরাত দলে থাকায় অনেক বাঙালিকেই দেখা যাচ্ছে এদের সমর্থন করতে। আসলে কলকাতা নাইট রাইডার্সের করুণ পরিণতিতে এই ভোলবদল ঘটেছে কতিপয় সমর্থকের। দ্বিতীয় স্থানে থাকা লখনৌর লখনৌ সুপার জায়ান্টসও যথেষ্ট এলেম দেখাচ্ছে এবার। আবির্ভাবে বাজিমাত ঘটাচ্ছে তারাও। অধিনায়ক কে এল রাহুল যে মেজাজে ব্যাট করছেন তাতে এলএসজির পোয়াবারো হয়েছে নিশ্চিতভাবে। ভারতীয় দলের তারকা কে এল রাহুল এখন যেন জীবনের সেরা ফর্মে ব্যাট করছেন। বস্তুত সামনে থেকে অসাধারণ নেতৃত্ব দিয়ে কীভাবে টিমকে শীর্ষে নিয়ে যেতে হয় তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছেন রাহুল। আইপিএল যে নেহাত একটা টি-২০ টুর্নামেন্ট তা তো নয়। বরং এর আয়নায় এমন সব প্রতিভারা উঠে আসেন যাঁরা আগামীর সেরার মঞ্চ আলোকিত করতে পারেন।

তৃতীয়স্থানে রয়েছে একসময়ে শেন ওয়ার্নের গ্রুমিংয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়া রাজস্থান রয়্যালস। এবারেও সেমিফাইনালে যেতে পারবে কীনা তা নিয়ে চাপে রয়েছে প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলির রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। বস্তুত, আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হতে পারেন নি বলে কোহলির মনে নির্ঘাত বিরাট অনুতাপ রয়েছে। সে জায়গা থেকে এবারের আইপিএল তাঁর ঝুলি ভরে দেয় কীনা তা দেখার। সেমিফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে আর যে দুটি দল রয়েছে তারা হল কেন উইলিয়ামসনের সানরাইজার্স হায়দরাবাদ এবং প্রীতি জিন্টার মালিকানাধীন কিংস ইলেভেন পঞ্জাব। এই দুটি দলের মধ্যে ধারাবাহিকতার বেশ অভাব বলে তাদের পক্ষে কতদূর যাওয়া সম্ভব তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। যেহেতু খেলাটার নাম ক্রিকেট, এবং সাংঘাতিকরকম অনিশ্চয়তায় ভরা এই খেলাটি তাই কখন কে পিছন থেকে বাজিমাত করবে তা বলা শক্ত। আবার যারা এখন ধারাবাহিকভাবে ভালো খেলছে তারা মূলপর্বে থেড়িয়ে গেলেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। বলাবাহুল্য, প্রাথমিকপর্যায়ে আন্ডারডগের হাতে হার মানতে হয়েছে অনেক রাঘববোয়ালকেই।

১৩ পার হয়ে ১৪ বছর হয়ে গেল এদেশে আয়োজিত হচ্ছে টি-২০-র ধুম তোলা আইপিএলের আসর। আর হ্যাঁ, আইপিএল আছে সেই আইপিএলেই। হাজার রজনী পার হয়ে যাওয়ার পরেও আমাদের বাংলার বহু যাত্রা বা নাটাপালা যেমন নবরূপে আবির্ভূত হয় তেমনই অনেকগুলো বছর পরেও আইপিএল-এর আড়ম্বর এখনও দারুণ টাটকা। এটাই বোধহয় আইপিএলের জাদু। এমনিতে পুরনো ঘরানার টেস্ট ক্রিকেট থেকে একটু অন্যরকম স্বাদ পেতে ভারতীয়রা অনেকদিন আগেই ঝুঁকেছেন টি-২০ তে। এহেন ভারতে টি-২০-র একটা সর্বোচ্চ মানের লিগ বড় আকার ধারণ করবে এতো খুব স্বাভাবিক। আইপিএল এলে কলকাতার ধর্মতলা চত্বরে গেলে বোঝা যায় এখানকার সমর্থকেরা

কতটা ক্রিকেট পাগল। কলকাতা,দিল্লি, গুজরাট, বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ প্রভৃতি রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করা আইপিএলের দেশি-বিদেশি তারকাদের হয়ে গলা ফাটাতে এই কদিন হরেকরকম জার্সির প্রায় হাট বসে যায় ময়দানে। কম বয়সী, মাঝ বয়সী থেকে প্রৌঢ়রাও যখন সেই পোশাক কিনতে হাপিত্যেশ করেন তখন বোঝা যায় এর ক্রেজ কাকে বলে। এরই নাম টি-২০ ক্রিকেট। যার আমেজে মাতোয়ারা নানা বয়সী। মহিলা, বিশেষ করে টিন-এজারদের মধ্যে তো এর চাহিদা এখন রীতিমতো প্যাশনের আকার নিয়েছে। যথারীতি ঢাক গুড়গুড় করে আইপিএলের উদ্বোধনও হয়ে থাকে। বলিউডের লাস্যময়ী নায়িকা থেকে শিল্পপতি কে না বাদ থাকে এই বর্ণাঢ্য আয়োজনে। বস্তুত আইপিএল বিনোদনের এমন একটা প্যাকেজ হয়ে উঠেছে যে মাঝেমধ্যে মনে হয় বলিউডের জমজমাট ছবির থেকে তা কোনও অংশে কম যাচ্ছে না। বিশেষ করে ক্রিকেটারদের নানা রকম রঙবাহারের ফ্যাশন, চুলের কাটিং এখন নবপ্রজন্মের কাছে রীতিমতো জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এদিক থেকে মেগাস্টার-সুপারস্টার নায়ক-নায়িকাদেরও টেক্কা দিয়ে যাচ্ছে আইপিএল। আট থেকে আশি সব ধরনের দর্শকের উপস্থিতিতে সরগরম পরিবেশও। এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে একাদশ আইপিএলে আরও যে জিনিসটা ভরপুর হয়ে উঠেছে তা হল এমন আকর্ষক টুর্নামেন্ট বহুদিন দেখা যায় নি এদেশের মাটিতে।

নতুন অধিনায়ক হিসেবে শ্রেয়স আয়ারকে পেয়ে রীতিমতো তেতে ছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। বস্তুত গৌতম গম্ভীরের নেতৃত্বে কলকাতা দুবার আইপিএল জিতলেও নতুন চ্যালেঞ্জের সামনে কেমন যেন জড়সড় লাগছিল কেকেআরকে। দীনেশ কার্তিক এসে গৌতম গম্ভীরের সেই কীর্তি ফেরাতে পারেন নি। ডাহা ফেল তিনি। তাই ভারতীয় দলের নবীনতম তারকা শ্রেয়স আসার পর প্রত্যাশার পারদ স্বাভাবিকভাবেই চড়ছিল।নয়া অধিনায়ক আয়ারের হাত ধরে পালটে যেতে চলেছে এমন একটা ভাবমূর্তি তৈরিও হয়ে গিয়েছিল।

কেকেআর আর শ্রেয়স এক হয়ে দৌড় শুরু হয়েছিল তিলোত্তমার ছেলেরা। প্রথমদিকে শ্রেয়সের নেতৃত্বাধীন কেকেআর দারুণ পারফরমেন্স মেলে ধরলেও যত টুর্নামেন্ট গড়াতে আরম্ভ করে ততই যেন পিছোতে থাকে নাইট ব্রিগেড। টানা কয়েকটা ম্যাচ জিতে লিগ টেবলে যাঁরা শীর্ষে ছিল তারাই এখন মুম্বই এবং চেন্নাইয়ের সঙ্গে নিচের সারিতে নামার প্রতিযোগিতা করছে। তাদের সঙ্গে সামিল হয়েছে দিল্লিও। অর্থাৎ একমেরুতে দেশের চার মহানগরী। যদিও সে হল নিচের —মেরুর জোটবন্ধন। যথারীতি এমন কিছু ম্যাচে তাদের হার মানতে হয়েছে যে দেখে মনে হয়েছে দলের মধ্যে বোঝাপড়াটা ঠিক সেভাবে গড়ে ওঠেনি। বিশেষ করে নতুন অধিনায়কের দক্ষতা নিয়েও অনেক প্রশ্ন উঠতে আরম্ভ করেছে।

গতবারের একাদশ আইপিএলের তো বটেই টি-২০-র ইতিহাসের অন্যতম সেরা রান তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে কেকেআর। তারপর থেকে নাইটদের আর ব্রাত্য রাখা যাচ্ছিল না। দুঃখের এটাই এমন সময় এই পারফরমেন্স মেলে ধরেন যখন চরম লড়াইয়ের মধ্যে চলে গিয়েছে প্রতিযোগিতা। কলকাতার ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস ফেলতে দেখা যাচ্ছে পঞ্জাব, রাজস্থান, বেঙ্গালুরু ও মুম্বইকে। শেষপর্যন্ত অবশ্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় নাইটদের যাবতীয় উদ্যোগ। তার জন্য অবশ্য দীনেশ কার্তিককে কোনওভাবেই ছোট করা যায় না। বরং এখন দেখা যাচ্ছে অধিনায়ক হিসাবে গম্ভীরের কাছাকাছিই ছিলেন দীনেশ কার্তিক। সেই তুলনায় শ্রেয়স একেবারেই ম্লান।

গত আইপিএলে আরও একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল কয়েক বছরের নির্বাসন কাটিয়ে চেন্নাই সুপার কিংসের প্রত্যাবর্তন। অধিনায়ক হিসেবে আবারও মহেন্দ্র সিং ধোনির প্রত্যাবর্তন নিঃসন্দেহে চার্জআপ করেছে দাক্ষিণাত্যের এই দলটিকে। শুধু তাই নয় ধোনির নেতৃত্বে ফের আইপিএল জিতেও নিতে দেখা যায় চেন্নাইকে। আইপিএল লাকটা মহেন্দ্র সিং ধোনির বরাবরই ভালো। একটা দল এতদিন নির্বাসনে থাকার পর ফিরে এল মূলস্রোতে। তার অধিনায়ক হিসেবে চমৎকারভাবে নিজেকে মেলে ধরেছেন ক্যাপ্টেন কুল। জাদেজাকে এবার দায়িত্ব ছাড়লেও সে চাপ সহ্য করতে পারেনি রবীন্দ্র। ফিরিয়ে দিয়েছেন ধোনির রাজপাট। কিন্তু তরি ডোবার সময়ে এই অধিনায়ক পরিবর্তন সেভাবে কাজে আসবে বলে মনে হচ্ছে না।

দিল্লি ডেয়ার ডেভিলসের আবার আইপিএল ভাগ্যটাই খারাপ। এতদিন হয়ে গেল তারা কিছুতেই আইপিএল জিততে পারে নি। একসময়ের লাস্ট বেঞ্চার দিল্লি ডেয়ার ডেভিলস তাই ঘুরে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দেখছে। পঞ্জাব দলটি প্রথম দিকে ঠিকঠাক চললেও মালকিন প্রীতি জিন্টা বরং কোচ সহবাগের ইগোর লড়াই দলকে কেমন যেন গাড্ডায় ফেলে দিতে শুরু করেছে। সেদিক থেকে শাহরুখের ফ্র্যাঞ্চাইজি দল কেকেআর মানসিকতার দিক থেকে অনেকটাই চাঙ্গা থেকেছে। কখনই মনে হচ্ছে না ম্যানেজমেন্ট তাদের ওপর কিছু চাপিয়ে দিচ্ছে। তাও সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে ব্যর্থ হল শ্রেয়সের দল। পুরনো স্লোগান কেকেহার ফের শোনা যাচ্ছে হতাশ সমর্থকদের মুখে। ভারত-অধিনায়ক রোহিত শর্মাও এবারের আইপিএলে একেবারে নিচে অবস্থান করছেন তাঁর টিম মুম্বই ইন্ডিয়ান্স নিয়ে। কে বলবে এই মুম্বই কীনা সবথেকে বেশি সংখ্যক আইপিএল জিতে রেকর্ড গড়েছে। রোহিতের ব্রহ্মাস্ত্র যেখানে দেশের একনম্বর পেসার যশপ্রীত বুমরাহ সেখানে এই অধোপতন নিশ্চিতভাবে হতাশা জাগিয়েছে সমর্থকদের মধ্যে।

দারিদ্রকে জয় করে স্বপ্ন দেখাচ্ছে ঈশিতা

মলয় সুর : চোখে মুখে এখনও উজ্জ্বলতা। এই বারো বছর থেকেই যেমন করে হোক দৌড়বিদ হতে হবে। একরাশ স্বপ্ন বুকে নিয়ে ঈশিতা বিশুই দারিদ্রকে জয় করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে চান। সে ছোট্ট বয়স থেকেই মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দৌড়নোর নেশাটাকে জিইয়ে রেখে স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতেও পিছু পা হবে না। হুগলির চাঁপাডাঙা পুরশুড়ার প্রত্যন্ত গ্রাম এলাকার ছোট্ট মেয়েটি। এই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে মাটির টালির ঘরে ট্রফি, শংসাপত্র, মেডেল রয়েছে। সে শ্যামপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী। অ্যাথলিট হওয়া ঈশিতার ধ্যান জ্ঞান। তাঁর মা ঝর্ণা বিশুই-এর উৎসাহে মায়ের হাত ধরে বিভিন্ন জায়গায় সাইকেল-ট্রেকার ও ট্রেনে সকাল-বিকাল মাঠে প্র্যাকটিস করতে যায়। এমনকি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্যও পৌঁছান। তাঁর বাবা শচীনন্দ বিশুই সংসারের অন্ন জোগাড় করতে তারকেশ্বর চব্বিশপুর বালিপুর রুটে ট্রেকার চালান। এবারে তাঁর দাদা শুভজিৎ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। ঈশিতা তারকেশ্বর উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে প্রশিক্ষক অনুপ দাসের কাছে নিরলসভাবে প্রশিক্ষণ নেয়। ছোট্ট মেয়েটার প্রতিভাকে চিনতে ভুল করেননি কোচ অনুপ। তাই ঘষে মেজে তৈরি করছেন এই খুদে প্রতিভাকে। অনুপ তারকেশ্বরের দ্রোণাচার্য শিবপ্রসাদ ধাড়ার অনুগত ছাত্র। ঈশিতা চতুর্থ শ্রেণিতে পড়াকালীন দৌড় শুরু করে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। ২০২০ সালে স্কুল ডিস্ট্রিক্ট বিভাগে ৭৫ মিটার ও দৌড়ে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করে। যদিও ২০২১ সালে মোহনবাগান

অ্যাথলেটিক ক্লাবে ৬০০ মিটার ও ৬০ মিটার দৌড়ে কিছুই হয়নি। এমনকী সদ্য চন্দননগরে অনূর্দ্ধ ১৪ রাজ্য স্পোর্টসে শরীর অসুস্থ থাকার দরুন আশাপূরণ হয়নি। সব মিলিয়ে ঈশিতা দৌড়বীর হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে অনুশীলন করে চলেছে একান্ত মনে।

চ্যাম্পিয়ন্স জিতল রিয়াল মাদ্রিদ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ম্যাঞ্চেস্টার সিটিকে রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে হারিয়ে শেষপর্যন্ত ইউরোপের সেরা টুর্নামেন্ট চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতল স্পেনের তারকাখচিত রিয়াল মাদ্রিদ। এই জয়ের সূচক লুক্কায়িত ছিল একেবারে শেষক্ষণে। বিশেষ করে ০-১ পিছিয়ে থাকা রিয়াল এবারের মতো পারল না বলে যখন সবাই ধরে নিতে চলেছে তখনই মোড় ঘোরালো রিয়াল মাদ্রিদ। যে জয়কে শতাব্দীর সেরা জয় বলেও উল্লেখ করছেন অনেকেই। পরিবর্ত হিসাবে নামা রদ্রিগো ১-১ করেন যখন তখন নির্ধারিত সময় শেষ হতে আর ১ মিনিট বাকি। যদিও রদ্রিগোর এই দুরন্ত গোলের মূল কারিগর

আরও এক রিয়াল তারকা বেঞ্জেমা। কিন্তু এই যুগলবন্দিতেই থেমে থাকে নি রিয়াল মাদ্রিদ। বরং অতিরিক্ত সময়ের খেলার মধ্যে আরও দু গোল দিয়ে ৩-১ করে তারা। রদ্রিগো শুধু একটা গোলেই আটকে থাকেন নি। পরের মুহূর্তে দলকে এগিয়েও দেন। মার্জিন বাড়ান বেঞ্জেমা। লুকা মদ্রিচ, রদ্রিগো, বেঞ্জেমার মতো তারকাদের নিয়েও একটা সময়ে কিন্তু এই ট্রফি জেতার ব্যাপারে ধারেকাছেই ছিল না রিয়াল মাদ্রিদ। বস্তুত, অবিশ্বাস্য কিছু জয় তাদের মোড় ঘোরায়। শেষ লগ্নে এভাবে তাদের ফিরে আসাকে ভাগ্যের প্রত্যাবর্তন বললে ভুল হবে। বরং বলা চলে ভাগ্য তাদের পাশে দাঁড়াল যাঁরা বিজয়ী হওয়ার রসদপূর্ণ।

এপি ক্রিকেট আকাদেমি

নিজস্ব প্রতিনিধি : দীর্ঘ ২ বছরের করোনা আবহ কাটিয়ে মানুষ ধীরে ধীরে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছে। আর এখনকার শিশুরা খেলার জগত ভুলে মোবাইলে আসক্ত হয়ে পড়ছে বেশি। আর সে সব থেকে ব্যাতিক্রমী যুবক জয়নগর ১ নং ব্লকের গোয়ালবেড়িয়ার অলক প্রামানিক। ক্রিকেট খেলার প্রতি অদম্য জেদ ও এলাকার খুদেদের খেলার প্রতি আগ্রহ বাড়াতে তৈরি করে ফেললো ক্রিকেট আকাদেমি। অভিনেত্রী দেবলীনা দত্তের সহায়তায় সে তাঁর এলাকায় চালু করলো এপি ক্রিকেট আকাদেমি। শুক্রবার বিকালে এই আকাদেমির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চলচ্চিত্র জগতের দুই অভিনেত্রী দেবলীনা দত্ত ও সুদীপা বসু। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা ক্রীড়া সংঘের সাধারণ সম্পাদক মনিরুল ইসলাম খান, প্রতিবন্ধী বিভাগের ক্রিকেটের ইস্ট জোনের কোচ প্রতীপ ভট্টাচার্য,

গাঙ্গেয় সুন্দরবন বার্তার সম্পাদক তথা বিশিষ্ট সাংবাদিক উজ্জ্বল বন্দোপাধ্যায়, দেওয়ানগঞ্জ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবুলাল অধিকারী, শান্তিপুর হাইস্কুলের শিক্ষক অরূপ রতন পাল, জয়নগর ইন্সটিটিউশনের শিক্ষক শৈলেন্দ্র নাথ সরদার,বারুইপুর পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ সুধাংশু শেখর নস্কর সহ আরো অনেকে। মূলত গ্রাম বাংলার ক্রিকেটের প্রতি বর্তমান ছেলেদের আরও ভালো করে নিয়মিত প্র্যাকটিস করানো ও ভালো মাপের খেলোয়াড় তৈরির উদ্দেশ্যে এই আকাদেমি পথ চলা শুরু করলো। কলকাতা থেকে ভালো ভালো প্রশিক্ষক এনে এখানে ক্রিকেটের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে বলে জানালো এই আকাদেমির কর্ণধার অলক প্রামানিক।

অনূর্দ্ধ ১৪ অ্যাথলেটিক্স মিট

নিজস্ব প্রতিনিধি : কোভিডের জন্য দু'বছর বন্ধ থাকার পর এবার দু'দিন ব্যাপী ৩০ এপ্রিল ও ১ মে ৭০তম অনূর্দ্ধ ১৪ রাজ্য অ্যাথলেটিক্স মিট চ্যাম্পিয়নশিপ চন্দননগর শহিদ ক্রীড়াঙ্গনে (কুটির মাঠে) অনুষ্ঠিত হল। চন্দননগর স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত। যাতে ছেলে ও মেয়ে সহ ২৩৭ জন অ্যাথলিট অংশ নেয়। এদিন সকালে সূচনা করেন রাজ্যের তথ্য সংস্কৃতি দফতরের মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন ও চন্দননগরের মেয়র রাম চক্রবর্তী এবং জাতীয় কোচ কুন্তল

রায়। অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি বামাপদ চ্যাটার্জী বলেন, বহুদিন পর এই ধরনের অ্যাথলেটিক্স মিট এই ঐতিহ্যবাহী শহরে এল। এর জন্য সকলেই আনন্দিত। এতে ছেলে ও মেয়েদের ইভেন্ট ছিল ১৪টি। এমনকী ২৫টি ইউনিট অংশগ্রহণ করে। আগামী দিনে এই প্রতিশ্রুতিমান দৌড়বিদদের দ্যুতি ছড়িয়ে পড়বে সমগ্র বাংলায়।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 6291206675 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com